পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 13 Saturday, 13 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা ✱ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘দূষণ রোখা কি সরকারের দায় নয়?’ প্রশ্ন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ বায়ুদূষণ নিয়ে চিন্তিত সারা দেশ। শীত পড়তেই দেশের বহু প্রধান শহর অস্বাভাবিক মাত্রায় দূষণের আচ্ছাদনে ঢেকে যাচ্ছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার লোকসভায় সরব হলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বিরোধী দলের তরফে তিনি স্পষ্ট জানালেন, দূষণ এখন শুধু পরিবেশগত সংকট নয়-এটি পরিণত হয়েছে জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ে। লক্ষ লক্ষ শিশুর ফুসফুসে ক্ষতি হচ্ছে, বয়স্করা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, ক্যান্সারের মতো রোগ বাড়ছে-এবং সরকারকে এখনই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের দেশের বেশিরভাগ প্রধান শহর আজ বিষাক্ত বাতাসের চাদরে আচ্ছন্ন। লক্ষ লক্ষ শিশু ছোটবেলা থেকেই ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাঁদের ভবিষ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের প্রকোপ বাড়ছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন না। অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা থেকে শুরু করে চিকিৎসকদের সতর্কতা-সবই তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, এই সমস্যা কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক নয়, বরং পুরো জাতির জন্য ভয়াবহ সংকেত। নিজের বক্তব্যে রাহুল গান্ধী জানান, দূষণের মতো ইস্যুতে সংসদের সমস্ত সদস্যের ঐক্য থাকা উচিত। তিনি স্পষ্ট করেন- আমি নিশ্চিত, এই বিষয়ে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। এই সদনের প্রত্যেকেই জানেন, দূষণ আমাদের জনগণের ভয়াবহ ক্ষতি করছে। এমন একটি বিষয় নিয়ে আমরা দলীয় রাজনীতি চাই না, আমরা সহযোগিতা চাই। তিনি বলেন, দূষণ দেশের প্রতিটি ঘর, প্রতিটি পরিবারকে প্রভাবিত করছে। শিশুদের ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে স্কলারলি রিপোর্ট বলছে, দীর্ঘদিন এমন পরিবেশে ব। হওয়া শিশুদের বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই শ্বাসনালির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। রাহুল মনে করিয়ে দেন, ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চাপে আছে-দূষণের ব্যাতি বোঝা ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। রাহুল গান্ধী সরাসরি প্রশ্ন তোলেন- দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার কী দীর্ঘমেয়াদি নীতি নিচ্ছে? মান নিয়ন্ত্রণ, শিল্পদূষণ রোধ, যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ-এসব নিয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত কবে? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কি কোনও সমন্বিত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে? তাঁর বক্তব্যে পরিস্কার, তিনি চান পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে একটি সর্বদলীয় ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের প্রতিধ্বনি।রাহুলের বক্তব্যে বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের সতর্কতারই প্রতিফলন দেখা যায়। WHO-র বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বে বায়ুদূষণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শিশুদের অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারের ঘটনাও বেড়েছে। উত্তর ভারতের বহু শহরে শীত আসতে না আসতেই AQI ৪০০-৫০০ ছাড়িয়ে বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যায়।এই বাস্তবতাই রাহুলের বক্তব্যের ভিত্তি। তিনি বলেন, যদি এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়।

২০১৬ এসএসসি প্যানেলে বড় রায়

ওয়েটিং লিস্টের যোগ্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর ঃ ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও বিতর্কের সাত বছরের টানাপোড়েনের মধ্যে এল গুরুত্বপূর্ণ আদালতের নির্দেশ। বয়সসীমা অতিক্রমের অজুহাতে ইন্টারভিউ থেকে বঞ্চিত হওয়া ওয়েটিং লিস্টের যোগ্য প্রার্থীদের ইঃ টারভিউয়ের সুযোগ দিতে হবে-এই মর্মে শুক্রবার নির্দেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে এদিন মামলাটির শুনানি হয় এবং স্পষ্টভাবে কমিশনকে জানানো হয়েছে, মামলাকারী প্রত্যেককে ইন্টারভিউ-র জন্য ডাকতে বাধ্য থাকবে এসএসসি। মামলাকারীদের আইনজীবীরা আদালতে জানান, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা নিয়ম মেনে আবেদন করেছিলেন, লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন এবং নথিপত্র যাচাইও সমাপ্ত হয়েছিল। সমস্ত পর্ব উত্তীর্ণ হওয়ার পর হঠাই তাঁদের জানানো হয়-বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় ইন্টারভিউয়ের জন্য তাঁরা উপযুক্ত নন। আইনজীবীরা যুক্তি দেন, সুপ্রিম কোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছিল-‘ প্রার্থীরা প্রশাসনিক বিলম্বে বয়সসীমা অতিক্রম করলে তাঁরা বয়স ছাড় পাবেন। ফলে যোগ্যতার ভিত্তিতে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে কমিশন এই নির্দেশ মানেনি বলেই অভিযোগ।

হাইকোর্টের নির্দেশ-ইন্টারভিউ নিতেই হবে, নম্বর সিলবন্দি খামে জমা দিতে হবে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্ট নির্দেশ দেন- শুধুমাত্র মামলাকারী প্রার্থীদের ইন্টারভিউ

নিতে হবে। ইন্টারভিউয়ের পর প্রাপ্ত নম্বর মুখবন্ধ খামে সিল করে আদালতে জমা দিতে হবে। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করা হবে কি না, তা লিখিতভাবে জানাতে হবে কমিশনকে। আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানায়, স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নির্দেশ জরুরি। গত বছরের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট গোটা ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল করে দেয়। এর ফলে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হারান। আদালতের নির্দেশে পুনরায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেও, ওয়েটিং লিস্টে থাকা বহু প্রার্থী দাবি করছিলেন- তাঁরা যোগ্য হয়েও ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পাচ্ছেন না, শুধুমাত্র বয়স অতিক্রমের অজুহাতে। সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান ছিল-যোগ্য প্রার্থীকে শুধু বয়সের কারণে বাদ দেওয়া যাবে না, যদি প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক বিলম্বে বয়সসীমা অতিক্রম হয়ে থাকে। এই অবস্থানেই আস্থা রেখে প্রার্থীরা আদালতের দ্বারস্থ হন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশ ভবিষ্যতের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত গড়বে। কারণ বহু বছর ধরে প্রশ্ন উঠছিল- শুধুমাত্র বয়সসীমাকে মানদণ্ড করে যোগ্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ থেকে বঞ্চিত করা কতটা ন্যায়সঙ্গত? প্রশাসনিক দেরির দায় কেন প্রার্থীকে বহন করতে হবে? হাইকোর্টের নির্দেশ এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের জন্য স্বস্তির পথ খুলে দিল। হাইকোর্টের রায়ের পর প্রার্থীদের মুখে স্বস্তির সুর। তাঁদের বক্তব্য- আমরা শুধু ইন্টারভিউয়ে বসার ন্যায্য সুযোগ চাই। মেধা অনুযায়ী বিচার হোক। বয়স কোনও বাধা হওয়া উচিত নয়। কমিশনকে এখন আদালতে জানাতে হবে- ভিডিওগ্রাফি করবে কি না এবং কবে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। আগামী পদক্ষেপ- কমিশন কত দ্রুত ইন্টারভিউয়ের তারিখ ঘোষণা করে, ভিডিওগ্রাফির সিদ্ধান্ত কী হয়, আদালতের নির্দেশ কতটা স্বচ্ছতা ও সতর্কতার সঙ্গে পালন হয়। ২০১৬-র এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত ধারাবাহিক বিতর্কের মধ্যে এই রায় নিঃসন্দেহে বৃহত্তর নিয়োগ ব্যবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্যে সময়সীমা কেন নয়?

সিইও দপ্তরের সামনে ক্ষোভে ফুঁসছে বিএলও-দের একাংশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র অসন্তোষে ফেটে প।লেন পশ্চিমবঙ্গের বুথ লেভেল অফিসারদের একাংশ। শুক্রবার দুপুরে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে বসেন তাঁরা। তাঁদের মূল অভিযোগ-দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে বিশেষ সমীক্ষা-এর প্রথম পর্বের সময়সীমা বাড়ানো হলেও পশ্চিমবঙ্গে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে যে পাঁচটি রাজ্য ও একটি কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলে SIR-এর প্রথম পর্যায়ের কাজের সময়সীমা বা।ানো হয়েছে। কিন্তু সেই তালিকায় নেই পশ্চিমবঙ্গ। ঠিক তার পরদিনই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের বহু BLO-র মধ্যে। তাঁদের দাবি, বাকি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও সমীক্ষা প্রক্রিয়ায় নানা জটিলতা ছিল। প্রচুর ফর্ম জমা পড়েছে, গ্রাউন্ড সার্ভে এখনও শেষ হয়নি, অনেক জায়গায় ভোটার তালিকা আপডেটের কাজ অসম্পূর্ণ। তারপরও সময় বাড়ানো হয়নি কেন, তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই।

এনিউমারেশন পর্ব শেষ, তবুও নতুন নির্দেশ! বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ- প্রথম পর্যায়ের এনিউমারেশন শেষ হওয়ার পরেও কমিশন বারবার নতুন নির্দেশ দিচ্ছে, যা শুধু অসুবিধাজনকই নয়, কাজের চাপও অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য, BLO-দের ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ সময় বাড়ানো হচ্ছে না। এক বিক্ষুব্ধ BLO বলেন, আমরা প্রতিদিন মাঠে নেমে কাজ করছি। এনিউমারেশন শেষ। কিন্তু এখন আবার আলাদা আলাদা তালিকা তৈরি, নতুন যাচাই-এ সব নির্দেশ আসছে প্রতিদিন। অন্য রাজ্যকে সময় দেওয়া হলে পশ্চিমবঙ্গকে কেন দেওয়া হলো না? আরেকজনের বক্তব্য, নির্বাচনের কাজে BLO-দের শ্রম সর্বদাই অবমূল্যায়িত হয়। কমিশন যদি আমাদের বাস্তব সমস্যার কথা না বুঝে, তবে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করাও কঠিন হয়ে পড়বে। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন-বিক্ষোভকারীরা সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন-সময়সীমা না বাড়ানো কি শুধুই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে? তাঁদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে SIR-এর কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। বহু জায়গায় ভুয়ো ভোটার চিহ্নিতকরণ, ঠিকানা যাচাই, মৃত্যুবরণ করা ভোটারের নাম বাদ দেওয়া-এই সমস্ত কাজ এখনও চলছে। ফলে সময় বৃদ্ধির দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কাজের চাপ অস্বাভাবিক, সুযোগ-সুবিধা সামান্যঃ BLO-দের দীর্ঘদিনের অভিযোগ-তাদের কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্লান্তিকর। বা।ি বা।ি সমীক্ষা, নথি যাচাই, ডিজিটাল আপলোড-তারপরেও সম্মানী অত্যন্ত কম। স্বাভাবিকভাবেই নতুন নির্দেশের চাপে ক্ষোভ আরও বেড়েছে। একজন BLO ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নির্দেশ আসে রাতে, মাঠে নামতে হয় সকালে। সাধারণ সরকারি কর্মীদের মতো আমাদের জন্য আলাদা কোনও সুবিধা নেই। সময় বাড়ালে আমরা অন্তত চাপ ছাড়াই সঠিকভাবে কাজ করতে পারতাম। CEO দপ্তরের সামনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি, শুক্রবার দুপুরে বিক্ষোভের জেরে CEO দপ্তরের বাইরে উত্তেজনা তৈরি হয়।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম বদল

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ দেশের সবচেয়ে বড় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প-মনরেগা-গোটা ২০ বছর পর পেল নতুন পরিচয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে বদলে গেল এই জনপ্রিয় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন-এর নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘ বাপু গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি’। শুধু নামই নয়, প্রকল্পের কাঠামো ও কর্মদিবসেও ব।স। পরিবর্তন আনল মোদি সরকার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন পায়। সরকার নিশ্চিত করেছে, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আরও টেকসই, বাস্তবসম্মত ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই পরিবর্তনের প্রধান লক্ষ্য। নতুন ঘোষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- ৯ ১০০ দিনের কাজ এখন বাড়িয়ে করা হচ্ছে ১২৫ দিন,এর ফলে গ্রামীণ পরিবারের জীবিকায় আরও স্থিরতা আসবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। এখন পর্যন্ত যেসব পরিবার ১০০ দিন কাজ পেত, তারা বছরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময়ে গ্রামীণ চাকরির নিশ্চয়তা পাবেন। কাজের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বা।ছে প্রতিদিনের পারিশ্রমিকও। সরকারি সূত্রের খবর- শ্রমিকদের দৈনিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা হবে,নতুন বরাদ্দ বৃদ্ধি করে প্রকল্পে খরচ হবে ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা,এই অর্থ বরাদ্দ এখন পর্যন্ত মনরেগা-সংক্রান্ত বাজেটে সর্বাধিক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকায় অসংগতি ধরা পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাত, ২ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে এস আই আর প্রক্রিয়ায় ২০০2 সালের ভোটার তালিকায় প্রজেনি-ম্যাপিং বা পিতামাতা বা সম্পর্কীত নামের ভিত্তিতে নতুন ভোটার চিহ্নিতকরণ এর ক্ষেত্রে বিপুল অসংগতি ধরা পড়েছে। এসআইআরের প্রথম পর্যায় শেষ হলেও জমা পড়া ফর্ম ক্রস চেক বা বারবার খতিয়ে দেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সেই প্রক্রিয়ায় এই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’ বা যৌক্তিক অসঙ্গতির তথ্য মিলেছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গেছে ৮৫ লক্ষ ১ হাজার ৪৮৬ জন ভোটারের বাবার নাম তালিকায় ভুল বা অমিল রয়েছে।

সিইও দফতরে সরাসরি পদক্ষেপ, নাগরিকত্ব ও এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা প্রশ্নে তোপ বামেদের

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর ঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলা রাজনীতিতে ভোটের ছায়া পড়েছে। ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব ও ভোটার অধিকার নিয়ে নতুন বিতর্ক উঠেছে। বৃহস্পতিবার সুজন চক্রবর্তী মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কলকাতা সিইও দফতরে পৌঁছে সরাসরি এই ইস্যুতে পদক্ষেপ নেন। সিইও দফতরের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মতুয়ারা যারা আগে এসেছে তারা নাগরিকত্ব পাবে, কিন্তু পরে যারা এসেছে তারা পাবে না-এমন পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যাবে না। সবাইকে ন্যায্যভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার মতুয়াদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তৃণমূল সরকারের পদক্ষেপে অনেক মতুয়া মানুষ সঙ্কটে পড়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে এবং এতে তাদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুজন চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, মমতা বলেছিলেন প্রাণ থাকলে এসআইআর হতে দেবেন না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রক্রিয়া চলছে এবং মতুয়া সম্প্রদায় বিপদের মুখে। এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে সরাসরি তৃণমূল সরকারের সমালোচনা হিসেবে ধরা হয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল ভোটার তালিকা থেকে জাল, মৃত বা অযোগ্য নাম বাদ দেওয়া। তবে এর ফলে মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ, যারা ১৯৫০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ থেকে বাংলায় আসা হিন্দু শরণার্থী, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত জটিলতার মুখে পড়েছেন। সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) প্রণয়নের পর তৃণমূল সরকার তাদের পক্ষে দাঁড়ানোর কথা বললেও, এসআইআর প্রক্রিয়ায় নথিপত্র যাচাইয়ে অনেকের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুজন চক্রবর্তী বলেন, ইসিআই-এর ১১টি নথি কে তৈরি করেছে? ব্লক্ল্গ-রা বাইরের লোক হতে পারে, তাহলেকেন বিএলএ (বুথ লেভেল এজেন্ট) নয়? এটি স্বচ্ছতার প্রশ্ন। এই মন্তব্য দেখায় যে, শুধুমাত্র নাগরিকত্বের দাবি নয়, প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বামপন্থী দলগুলি বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে ভোটের দিক থেকে শূন্যে। ২০১১ সালের পর থেকে তারা কার্যত রাজনীতিতে কোনও সঙ্গতপ্রদ প্রভাব রাখতে পারেনি। এ অবস্থায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট সমর্থনের সম্ভাবনা দেখে বামরা এই কার্ড খেলছে। সুজনের সিইও দফতরে পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তারা শুধু নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করছেন না, বরং ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিচ্ছেন।

বামপন্থী পর্যবেক্ষকদের মতে, সুজন চক্রবর্তীর পদক্ষেপ মূলত রাজনৈতিক দিক থেকে একটি কৌশল। তারা মতুয়া ভোটব্যাঙ্ককে লক্ষ্য করে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে চাইছে। পাশাপাশি, জনগণের কাছে নিজেদের নাগরিকপ্রীতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে থাকা অবস্থান প্রদর্শনের চেষ্টা করছে।নির্বাচনের আগে এই ধরনের পদক্ষেপ বাংলায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াচ্ছে। ভোটার তালিকা ও নাগরিকত্ব নিয়ে চলমান বিতর্কের প্রেক্ষাপটে বামপন্থীদের এই মনোভাব নির্বাচনকেন্দ্রিক কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া এবং মতু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক হটস্পট হয়ে উঠতে পারে। সুজন চক্রবর্তীর সিইও দফতরে পদক্ষেপ এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য দেওয়ার পর রাজনীতিতে নতুন চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে একটি স্পষ্ট বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে-বামপন্থীরা পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চাইছে, এবং ভোটার তালিকা ও নাগরিকত্বের ইস্যু তাদের নির্বাচনী কৌশলের মূল কেন্দ্রবিন্দু হতে যাচ্ছে।

ভোট ঘোষণার পরেই রক্তাক্ত ঢাকাঃ অশান্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অশান্তির আঁচ দেখা দিল রাজধানী ঢাকায়। শুক্রবার দুপুরে জনবহুল বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকার রাস্তার উপর প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবিদ্ধ হলেন ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ সূত্রে যে তথ্য মিলেছে, তাতে জানা যাচ্ছে-একটি মোটরসাইকেলে দু’জন দুষ্কৃতী এসে খুব কাছ থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দ্রুত সরে যায়। ঘটনার সময়ে হাদি জুম্মার নামাজ সেরে রিকশায় করে বাড়ি ফিরছিলেন। ব্যস্ত এলাকায় এমন হামলা স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখনো পর্যন্ত হামলাকারীদের পরিচয় রহস্যই রয়ে গেছে। শরিফ ওসমান হাদি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীপদ ঘোষণা না করলেও ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাঁর ল।াই প্রায় নিশ্চিত বলেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ছিল। নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণের কথা ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে জুলাই সনদ কার্যকর করার লক্ষ্যে গণভোট নেওয়ার কথাও জানিয়েছে কমিশন। এই ঘোষণার পরই দেশের রাজনৈতিক আবহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল-তারই প্রতিফলন দেখা গেল এ দিনের গুলিবর্ষণে। হাদির সাথে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ রাফি জানিয়েছেন, জুম্মার নামাজ শেষে আমরা হাইকোর্টের দিকে যাচ্ছিলাম। রিকশায় ছিলাম দু’জনেই।

বিজয়নগর পৌঁছতেই হঠাৎ একটি মোটরবাইকে দুই ব্যক্তি এসে হাদি ভাইয়ের দিকে সরাসরি গুলি ছুড়ে দেয়। আমি তাঁর পিছনের রিকশায় ছিলাম-সব দেখেছি। কিন্তু কারা এই হামলা করল, বুঝতে পারিনি। ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মহম্মদ তালেবুর রহমান জানান, দুপুর ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোটরসাইকেলে আসা দুষ্কৃতীরা হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এবং দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক সহিংসতা নতুন নয়। তবে নির্বাচনের দিন ঘোষণার এমন দ্রুত পরতেই যে এভাবে প্রকাশ্যে গুলি চালানো হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ বে।ছে কূটনৈতিক মহলেও। বিশেষত রাজধানীর মতো সংবেদনশীল এলাকায় দিনের আলোয় এক সম্ভাব্য প্রার্থীকে লক্ষ্য করে হামলা-নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকরও সামনে এনেছে। এই হামলার নেপথ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি চক্রান্ত-তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে রাজনৈতিক অঙ্গন বলছে, নির্বাচন যত এগোবে, অশান্তি বাড়ার আশঙ্কা ততই প্রবল। বিভিন্ন দল ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছে। অনেক আসনেই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উত্থান বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দলীয় প্রার্থীদের জন্য। ঢাকা-৮ আসনে হাদির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছিল বলেই তাঁকে টার্গেট করা হতে পারে বলে কিছু বিশ্লেষকের মত। এই মুহূর্তে রাজধানীর পরিবেশ চাপা উত্তেজনায় ভরা। হামলার জেরে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও ঘটনার উপর নজর রাখছে বলে সূত্রের খবর। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতার ইতিহাস দীর্ঘ। নির্বাচনী বছর এলে সেই অগ্নিসংযোগ, গুলি, বোমাবাজির দু ঃসহ স্মৃতিগুলো আবারও উঁকি দেয়। তাই শরিফ ওসমান হাদির উপর হামলা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং আসন্ন নির্বাচনের পটভূমিতে সম্ভাব্য অস্থিরতার প্রথম ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মোদিকে সঙ্গে নিয়ে ‘সি ফাইভ সুপারক্লাব’? ট্রাম্পের নতুন ভূরাজনৈতিক অক্ষ গড়ার জল্পনায় আন্তর্জাতিক মহল উত্তপ্ত

নয়দিল্লি ১২ ডিসেম্বর ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি নতুন করে বিশ্বের ক্ষমতার মানচিত্র আঁকতে চাইছেন? আন্তর্জাতিক কূটনীতির অন্দরে এখন ঘোরাফেরা করছে এমনই এক ব। জল্পনা- ভারত, রাশিয়া, চিন এবং জাপানকে সঙ্গে নিয়ে ‘‘সি ফাইভ সুপারক্লাব’ গঠন করতে চাইছেন ট্রাম্প। এই সম্ভাব্য অক্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে অবাক করার মতো বিষয়, এই গুঞ্জিত গোষ্ঠীতে কোথাও জায়গা নেই পাকিস্তানের।

এখনও বিষয়টি নিয়ে ওয়াশিংটনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি, নেই পাঁচ দেশের কোনও সরকারের মন্তব্যেও। কিন্তু প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘ দাবি করেছে, হোয়াইট হাউসের সদ্যপ্রকাশিত জাতীয় নিরাপত্তা রিপোর্ট থেকেই এই জল্পনার সূত্রপাত। তাদের দাবি, ট্রাম্প প্রশাসন একটি নতুন পাঁচদেশীয় গোষ্ঠী-সম্ভবত নাম হতে পারে ‘ বা ‘ পরিকল্পনা বিবেচনা করছে, যা হতে পারে বর্তমান ক্ষমতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠী জি-৭-এর বিকল্প প্রভাবক্ষেত্র। ভারত, রাশিয়া, চিন এবং জাপান-এই চার দেশকে এক প্ল্যাটফর্মে আনতে চাওয়া মার্কিন নীতি বিশ্লেষকদের কাছে নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের। বিশেষত, রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে ট্রাম্পের ওঠানামা করা সম্পর্ক বা ইংঃদা-প্যাসিফিকে ভারত-জাপানের স্বার্থ-পাঁচ দেশের সমন্বয় কীভাবে সম্ভব, তা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্ন। তবে কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত, বিশ্বভূরাজনীতিতে নতুন ক্ষমতার অক্ষ তৈরি করে মার্কিন প্রভাবক্ষেত্র ধরে রাখতে চেষ্টারত ট্রাম্প। জি-৭-কে ‘ নিষ্ক্রিয়’ বলে অতীতে বহুবার আক্রমণ করেছিলেন তিনি। ফলে, তাকে ঘিরেই গড়ে উঠতে পারে ট্রাম্প-যুগের নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র ‘এই জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে বৃহস্পতিবার মোদি-ট্রাম্প ফোনালাপের পরে। কয়েক মাসের কূটনৈতিক অস্বস্তির পর এই প্রথম দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে এমন উষ্ণ আলোচনা হল। ফোনালাপের পরে এক্স-এ মোদি লেখেন,প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অত্যন্ত উষ্ণ, সম্পৃক্ত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা

নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে। ভারত ও আমেরিকা বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-ফোনালাপের মধ্যেই কি উঠে এসেছে এই ‘ প্রসঙ্গ? কোনও পক্ষই সে সম্পর্কে মুখ খোলেনি। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে আরও বড় আলোচনার বিষয় পাকিস্তানের বাদ পড়া। অতীতে ‘ সিঁদুরে’র পর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেছিলেন ট্রাম্প। এমনকি বহুবার দাবি করেছিলেন যে তাঁর মধ্যস্থতাতেই ‘ সংঘাত থেমেছে’-যা দিল্লি সরাসরি অস্বীকার করে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন কোনও গোষ্ঠীতে পাকিস্তানের নাম না থাকা নিয়ে জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়েছে। গত কয়েক মাসে মোদি-ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর ছায়া ফেলেছিল নানা ঘটনা। ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শুল্ক চাপানো নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি একাধিক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েও মোদি বিদেশযাত্রা এড়িয়ে যান-বিরোধীদের অভিযোগ, ট্রাম্পের সম্ভাব্য অপ্রত্যাশিত মন্তব্যের কারণেই সেই সিদ্ধান্ত। তবে বাণিজ্যচুক্তিকে ঘিরে আবারও আলোচনার টোন নরম হয়েছে দুই দেশের। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের ফোনালাপ ও সম্ভাব্য ‘ গোষ্ঠীর খবর কূটনীতিতে নতুন উত্তাপ যোগ করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না থাকায় সবটাই থেকে গেছে জল্পনার পর্যায়ে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকদের মতে, যদি এমন কোনও গোষ্ঠী বাস্তবে গঠিত হয়, তবে তা হবে গত তিন দশকে বিশ্বরাজনীতির রাজনৈতিক অক্ষের সবচেয়ে ব। পুনর্বিন্যাস। তবে এর বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব, সেটিই এখন লক্ষণীয়।

শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল। শুক্রবার সকালে মহারাষ্ট্রের লাতুরে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। ৯০ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, শ্রী শিবরাজ পাটিলজির মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন, দীর্ঘ জনজীবনে তিনি বিধায়ক, সাংসদ, কেন্দ্রীয়. মন্ত্রী, মহারাষ্ট্র বিধানসভা এবং লোকসভার স্পিকার হিসেবে দাযিত্ব পালন করেছেন। সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার জন্য তিনি ছিলেন আগ্রহী। বছরের পর বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়েছে, সর্বশেষ কয়েক মাস আগে তিনি যখন আমার বাসভবনে এসেছিলেন। এই দু ঃখের মুহূর্তে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।রাজনাথ সিং এক্স মাধ্যমে জানান, তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন, যিনি বিভিন্ন পদে থেকে দেশের সেবা করেছেন এবং ভারতের অগ্রগতিতে কার্যকর অবদান রেখেছেন। এই দু ঃখের সময়ে আমার সমবেদনা তাঁর পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি। ওম শান্তি।

অন্ধ্রপ্রদেশে দুর্ঘটনায় মৃত ৯, শোকাহত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

চিত্তুর, ১২ ডিসেম্বরঃ অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে শুক্রবার ভোরে খাদে বাস পড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় দুর্ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর এবং ভদ্রাচলমের মাঝে তুলসিপাকালু গ্রামে। পুলিশি প্রাথমিক তদন্তের পরে জানিয়েছে, ৩৫ তীর্থযাত্রী চিত্তুর থেকে ওই বাসে চড়ে ভদ্রাচলম মন্দির ঘুরে আন্নাভারমে যাচ্ছিলেন। তুলসিপাকালু গ্রামের কাছে বাসটি উল্টে রাস্তার ধারের খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি খাদে গড়িয়ে পড়ায় ভিতরে আটকে পড়েন একাধিক যাত্রী। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই এগিয়ে আসেন তাঁদের সাহায্য করতে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও। পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে তপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালায়। প্রশাসনের তরফে জানানো হচ্ছে, এক চালক এবং বাসের কর্মী ছাড়াও এতে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। উদ্ধারকাজ চলছে।ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান, অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারাম রাজু জেলায় এক মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবরে আমি মর্মাহত। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এক্স মাধ্যমে জানানো হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারাম রাজু জেলায় বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রতিটি নিহতের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক যুগের অবসানঃ শিবরাজ পাটিলকে স্মরণে দেবেন্দ্র ফড়নবিস

মুম্বই, ১২ ডিসেম্বর ঃভারতের রাজনীতির আকাশে যেন এক বিশাল নক্ষত্রখচিত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা, সুবক্তা, সুনীতিবান প্রশাসক এবং সংসদীয় রাজনীতির এক অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র। তাঁর মৃত্যু কেবল কংগ্রেসের জন্য নয়, দেশের বহুমাত্রিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যেরও এক গভীর ক্ষতি। এই শোকের মুহূর্তে প্রয়াত নেতার কর্মজীবনের মূল্যায়নে, স্মৃতিচারণে ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে মুখর হয়েছে রাজনৈতিক মহল, আর সেই সুরে সুর মিলিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসও। শোকবার্তায় দেবেন্দ্র ফড়নবিস অত্যন্ত মর্মাহত কণ্ঠে লিখেছেন-প্রবীণ নেতা শিবরাজ পাটিলের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। লোকসভার স্পিকার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দাযিত্বে তিনি যে নিষ্ঠা, সততা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখেছেন, তা আজও আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা প্রতিটি পদে এক অম্লান দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।ফ।নবিস আরও বলেন, লোকসভার স্পিকার হিসেবে তাঁর অবদান বিশেষভাবেই স্মরণীয়। সংসদের কার্যপ্রণালীর মানোন্নয়নে, সাংসদদের কাজের মূল্যায়নে, আলোচনার মান বজায় রাখতে এবং নানা নতুন সাংসদীয় উদ্যোগে তিনি যে পথিকৃ ছিলেন, তা দেশ আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। নীতিবান, সুপরিচিত ও দৃঢ় নেতৃত্বের যিনি প্রতীক ছিলেন, তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে চিরকাল শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে থাকবেন।প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিলের জন্ম ও রাজনীতিতে প্রবেশ থেকে শুরু করে তাঁর কর্মজীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন নম্র অথচ দৃ।চেতা। ১৯৪০-এর দশকে জন্ম নেওয়া এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, তারই এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে রাজনীতি ও সমাজকর্মের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। পরে কংগ্রেসের সংগঠনের মধ্য দিয়ে তিনি উঠে এসেছিলেন জাতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে। শিবরাজ পাটিলের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল তাঁর শান্ত, সুসংহত ও সুশৃঙ্খল উপস্থিতি। লোকসভার স্পিকার হিসেবে তিনি বারবার দেখিয়েছেন-সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা কেবল নিয়ম বা বিধি প্রয়োগের বিষয় নয়, বরং সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা ও উন্নয়ন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাঁর আমলে সংসদে বহুসংখ্যক ক্ষেত্রে বিতর্কের মানোন্নয়ন, সংসদীয় শিষ্টাচার রক্ষা এবং সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন, তা আজও উল্লেখযোগ্য।ফড়নবিস তাঁর শোকবার্তায় যে কথা উল্লেখ করেছেন-নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ-তা পাটিলের পুরো কর্মজীবনেরই প্রতিফলন। মন্ত্রী হিসেবে তাঁর সিদ্ধান্তগ্রহণ ছিল স্থির ও প্রাজ্ঞ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় তিনি রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও নানা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবেও তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ ও নীতিগত স্বচ্ছতার ওপর জোর দিয়েছিলেন।তাঁর রাজ্যপাল থাকা সময়েও লক্ষ করা গিয়েছিল তাঁর সুষম, নিরপেক্ষ এবং দায়িত্বশীল আচরণ। সংবিধানিক নিয়ম মেনে প্রশাসন পরিচালনা এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে সুসমন্বয় রেখে চলা-এই দুইয়ের নিখুঁত সমন্বয় তিনি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কাজের ধারা ছিল এমন, যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ছিল।দেশের রাজনীতি যেমন কখনও উত্তাল, কখনও স্থির-ঠিক তেমনই ছিল পাটিলের রাজনৈতিক পথচলা। তাঁর সমালোচকও ছিল, যেমন প্রশংসকও ছিল অগণিত। তবুও তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অকপটতা এবং সার্বক্ষণিক কর্মপ্রবণতা তাঁকে সবসময়ই রাজনীতির মূল স্রোতে প্রাসঙ্গিক রেখেছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল-তিনি ছিলেন একজন সৎ, ভদ্র, নীতিবান ও দায়িত্বশীল জননেতা।রাজনীতির অঃদরমহল থেকে সাধারণ মানুষের জীবন-সবকিছুকে তিনি দেখতেন দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতা নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শৃঙ্খলা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা এবং মানুষকে বোঝার বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ। বক্তৃতার সময় তাঁর যুক্তির ধার, ভাষার সৌন্দর্য ও উপস্থাপনার শালীনতা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা এনে দিয়েছিল। রাজনীতির মঞ্চে যখন অনেক সময়েই কথার কাটাকাটি, সংঘর্ষ বা কাদা-ছোড়াছুড়ি দেখা যায়, তখন শিবরাজ পাটিল ছিলেন সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক প্রতীক।শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাঁর মত অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল, রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞ নেতার প্রয়োজন ছিল আজও সমান ভাবে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ছিল। কারণ তিনি দলীয় রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে জানতেন।দেবেন্দ্র ফড়নবিস তাঁর শোকবার্তায় এও উল্লেখ করেছেন যে, শিবরাজ পাটিলের নেতৃত্ব ও কর্মপদ্ধতি অনেক তরুণ রাজনীতিককে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে শেখার আছে বহু কিছু-কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়, কীভাবে সংবিধান ও গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়, কীভাবে বিরোধীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখেও নিজের অবস্থান দৃঢ় রাখতে হয়।রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও শিবরাজ পাটিলের এই প্রস্থান গভীর বেদনাদায়ক। তাঁর কাজের পরিধি এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় মানুষের সেবা করে গেছেন। তাঁর নামে কোনও বিতর্ক থাকলেও তার ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর সততা, তাঁর শৃঙ্খলা ও তাঁর দায়িত্বজ্ঞান।এদিন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা সেই শ্রদ্ধাবোধেরই প্রতিফলন। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও

রবিশঙ্করের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বিশিষ্টদের

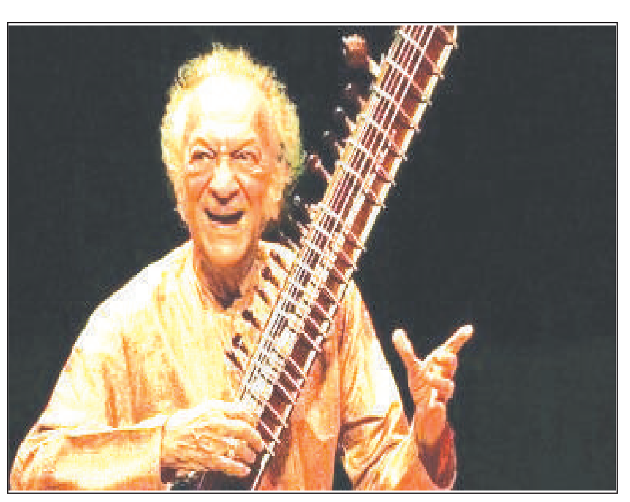

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়া কিংবদন্তি সেতার বাদক ও ভারতরত্ন পণ্ডিত রবিশঙ্করের মৃত্যুবার্ষিকীতে বৃহস্পতিবার উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য-সহ বহু রাজনৈতিক নেতা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সামাজিক মাধ্যমে তাঁরা জানান, রবিশঙ্কর শুধু ভারতীয় শিল্পকে বৈশ্বিক পরিচিতিই দেয়নি, বরং দেশের সাংস্কৃতিক মর্যাদাকেও তুলে ধরেছে।বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ বলেন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে বৈশ্বিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অসাধারণ দূত। তাঁর শিল্পকর্ম আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল বলেন, রবিশঙ্করের অবদান অনন্য। ভারতীয় শাস্ত্রীয়.সংগীতকে বিশ্বের কাছে তাঁর পৌঁছে দেওয়ার কাজ ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তাঁকে ‘ অনন্য সাধক’ বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন, বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় সংগীতের পরিচিতি গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক।উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেন, পণ্ডিত রবিশঙ্করের শিল্প আজও ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব। বিজেপি সাংসদ কমলজিত সেহরাওয়াতও তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলেন, ভারতীয় সংগীতকে বিশ্বজোড়া পরিচিতি দেওয়ায় তাঁর অবদান কখনও ভোলা যাবে না।উল্লেখ্য, পণ্ডিত রবিশঙ্কর ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেতার বাদক। তাঁর জন্ম ৭ এপ্রিল, ১৯২০, বেনারস, উত্তর প্রদেশ। মৃত্যু ১১ ডিসেম্বর, ২০১২, স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাইহার ঘরানার স্রষ্টা আচার্য আলাউদ্দীন খানের শিষ্য রবিশঙ্কর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য এবং ভারতীয় সঙ্গীতকে ১৯৬০-এর দশকে পাশ্চাত্য বিশ্বের কাছে প্রথম তুলে ধরেন। ১৯৬০-এর দশকে বিটলস শিল্পী জর্জ হ্যারিসন তাঁর শিষ্য হলে পশ্চিমী দুনিয়ায় সেতারের সুর আরও জনপ্রিয়তা পায়। সত্যজি রায়ের ‘ পাঁচালি’, ‘ ‘ সংসার’-এর সংগীতও তাঁর সৃষ্টি। তাঁর সাঙ্গীতিক কর্মজীবনের পরিব্যাপ্তি ছয় দশক জুড়ে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুকালে রবিশংকর দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক কর্মজীবনের জন্য গিনেস রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী সঙ্গীতজ্ঞদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। চারটি গ্র্যামি, একটি অস্কার মনোনয়ন ও বহু আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্ত পণ্ডিত রবিশঙ্করকে ভারতরত্ন প্রদান করা হয়।

দিল্লির বাতাসে দূষণের ছায়া এখনও ঘন

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ জাতীয় রাজধানীর আকাশে প্রতিজ্বদিনই যেন নতুন করে জমাট বাঁধছে ধোঁয়া, কুয়াশা আর দমবন্ধ ঘন কণার স্তর। শীতের আগমনী হাওয়া বয়ে আনলেও দিল্লিবাসীর শ্বাসে সেই স্বস্তি নেই। কারণ রাজধানীর বায়ুগুণগতমান এখনও অস্বাস্থ্যকর। পরিবেশ দূষণের করাল ছায়া কাটেনি, যদিও গত কয়েকদিনের তুলনায় কিছুটা উন্নতি হয়েছে রবিবার সকালে। অনেকদিন ধরেই রাজধানীর বাতাস ‘ খুব খারাপ’ ও ‘ স্তরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেখানে রবিবার সকালে সূচক নামল ৩০০-এর নিচে। কিন্তু এই উন্নতি কোনও ভাবেই স্বস্তিদায়ক নয় বরং বিশেষজ্ঞদের চোখে এটি এক অস্থায়ী বিরতি, যে কোনও সময় ফের বাড়তে পারে দূষণের প্রকোপ। রাজধানীজুড়ে এখন শীতের দাপট বাড়ছে দ্রুত। রাতভর জমে থাকা ঠান্ডা সকালবেলার বাতাসে আরও ঘনীভূত হচ্ছে ধোঁয়াশার স্তর। ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় প্রশাসন যতই সচেষ্ট হোক, আবহাওয়ার প্রভাবে বায়ুগুণগতমান প্রতিদিনই ঝুঁকির দিকেই ঢলে প।ছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-সিপিসিবি-এর রবিবার সকালের রিপোর্ট বলছে, দিল্লির একাধিক এলাকায় বাতাস সেভাবেই ভারী, একই সঙ্গে ক্ষতিকর কণার আধিক্য এখনও প্রবল।রাজধানীর প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ব্যস্ততম এলাকা আইটিও-তে রবিবার সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই ছিল ২৬৯। এটি ‘ বা ‘ ক্যাটেগরিতে পড়ে। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ এমন বাতাসে থাকা ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। সকালবেলায় অফিসযাত্রীদের চোখে জ্বালা, গলায় খচখচে ভাব এবং কাশি-সবকিছুরই কারণ এই অত্যধিক ধুলো-কণা ও ধোঁয়ার মাত্রা।শহরের অন্যতম চিহ্নিত প্রতীক ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্যপথও এদিন সকালে ঢেকে গেল ধোঁয়াশার চাদরে। পর্যটকদের ভি।রে মধ্যেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছে। বাতাস ভারী। এখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স দাঁড়ায় ২২২, যা এখনও ‘ স্তরের ভিতরেই পড়ে। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনকই থেকে যাচ্ছে পরিবেশ।অন্যদিকে আনন্দ বিহারের অবস্থাও তেমন উজ্জ্বল নয়। বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন ও বিপুল যানবাহনের কারণে এই এলাকা বরাবরই দূষণের দিক থেকে উচ্চস্থানে। রবিবার এখানকার বাতাসের গুণগতমান ছিল ২৮১, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক মাত্রার খুব কাছাকাছি। পরিবেশবিদদের মতে, এই এলাকাগুলিতে যানবাহনের অধিক চাপ, শিল্পাঞ্চল ঘেঁষা পরিবেশ এবং শীতের কুয়াশার কারণে দূষণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।এদিকে দিল্লির বিস্তীর্ণ অংশে শীতের ঠান্ডা আরও জাঁকিয়ে বসায় সকালে অনেক জায়গাতেই দেখা গিয়েছে ঘন শীত কুয়াশা। এমন কুয়াশা আসলে শুধুই ঠান্ডার নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে দূষণ-কণা, ধোঁয়া, গ্যাস এবং শিল্পকারখানার নিঃসৃত ক্ষতিকর উপাদানের স্তর। বিজ্ঞানীরা একে বলে ‘ এই স্মগ দিল্লির মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলছে গভীরভাবে। হাঁপানি রোগী, শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য এই পরিবেশ আরও বিপজ্জনক।গত কয়েকদিন ধরে দিল্লি সরকার ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (গ্র্যাপ)-এর বিভিন্ন ধাপ চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, ট্রাক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, স্কুল বন্ধ রাখা-এমনই নানা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও পরিবেশগত পরিস্থিতির কারণে দূষণ পুরোপুরি কমানো এখনও চ্যালেঞ্জ।বর্ষা-পরবর্তী এই সময়ে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় বায়ুকণাগুলি বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে অনেক দীর্ঘ সময়। ফসল পোড়ানোর ধোঁয়া, শিল্প কারখানার নির্গমন, বিপুল যানবাহনের ধোঁয়া-সবকিছু মিলিয়ে দূষণের মাত্রা বাড়তে থাকে দ্রুত। দিল্লি এবং এনসিআর জুড়ে বারবার এভাবেই সমস্যার মুখে প।ছে সাধারণ মানুষ।গত সপ্তাহে একাধিক দিন ধরে রাজধানীর AQI ‘ স্তর ছুঁয়েছিল, যার ফলে স্কুল বন্ধের পাশাপাশি বহিরাগতের প্রবেশেও জারি হয়েছিল বিধিনিষেধ। এখন সেই স্তর কিছুটা কমলেও, দূষণের প্রকোপ এখনও ভয়াবহই। বাতাসের মান ২৫০-৩০০-এর মধ্যে থাকলে তা মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে-এ বিষয়ে ডাক্তারদের সতর্কবার্তা রয়েছে। দিল্লির বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সকালে বাইরে বেরোতেই গলায় কাশির চাপ বাড়ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং চোখে জ্বালাপো।ড় করছে। একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মাস্ক পরা ছাড়া বাইরে পা রাখাই দু ঃসাহসিক। উন্নতি সামান্য হলেও দূষণের কারণে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা কঠিন, বিশেষ করে যারা প্রতিদিন সকালেই বাইরে কাজ করতে বাধ্য হন।বায়ু দূষণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি সাময়িকভাবে কিছুটা উন্নতি দেখালেও সামনের কয়েকদিনে আবহাওয়ার আরও পরিবর্তনের ফলে দূষণের মাত্রা আবার বা।তে পারে। রাতে ঠান্ডা বা।লে বাতাসে আর্দ্রতা জমে থাকে বেশি। ফলে সকালে ঘনীভূত স্মগ আকারে চারদিকে ছড়ায়। বায়ু চলাচল কম থাকলে সেই দূষণ আটকে পড়ে শহরের উপরিভাগে। এর ফলে AQI আরও বা।।র প্রবণতা থাকে।দিল্লি সরকারের তরফে নিয়মিত নজরদারি চলছে। বিভিন্ন এলাকায় এয়ার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। জনসচেতনতার জন্য বিভিন্ন প্রচারও চলছে। বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভাবে বাইরে না বেরোতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের।বিশেষজ্ঞদের মতে, দিল্লিতে এই দূষণের সমস্যা নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে রাজধানীর বায়ুর মান অবনতির দিকে ঝুঁকছে। ফসল পোড়ানো থেকে শুরু করে দ্রুত নগরায়ণ, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পকারখানার বিস্তার-সবকিছুই এই সংকটকে ভয়ংকর করেছে। শীতের সময়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।রাজধানী এখন যেভাবে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে, তাতে আগামী কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে বাসিন্দাদের। যদিও রবিবারের AQI কিছুটা উন্নতির ইঙ্গিত দিয়েছে, কিন্তু দূষণের আগ্রাসন ফের কখন বাড়বে, তা বলা কঠিন। বায়ু মান ৩০০-এর নিচে নামা সাময়িক স্বস্তি হলেও উদ্বেগ কাটছে না বিশেষজ্ঞদের মনে। এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর বাতাস কখন ফের ‘ বা ‘ অবস্থায় ফিরবে, তা সময়ই বলবে।তার মধ্যেই দিল্লির আকাশে ভাসছে চিরচেনা ধোঁয়াশা, রাস্তায় দেখা যাচ্ছে অস্বস্তিতে নাক-মুখ ঢেকে হাঁটছেন মানুষজন। শীতের সকালের স্নিগ্ধতা আজ যেন গ্রাস করেছে দূষণের দমবন্ধ আঁধার। রাজধানী আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে-দূষণ এখন শুধু পরিবেশগত সংকট নয়, এটি এক গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে রজনীকান্তকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ তামিল সুপারস্টার রজনীকান্তকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রজনীকান্তের দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, থিরু রজনীকান্ত জি-কে তাঁর ৭৫ তম জন্মদিনের বিশেষ শুভেচ্ছা।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও লেখেন, রজনীকান্তের অভিনয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুগ্ধ করেছে এবং ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর কাজের ধরণ বিভিন্ন ভূমিকা এবং ধারায় বিস্তৃত, ধারাবাহিকভাবে মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এই বছরটি উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি চলচ্চিত্র জগতে ৫০ বছর পূর্ণ করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

ডালের উৎপাদন বাড়াতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে ঃশিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ ডালের উৎপাদন বাড়াতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে, সংসদে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শুক্রবার বলেন, ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। সরকার এই উদ্দেশ্যে 'দলহন মিশন' গঠন করেছে। সরকার তুর, মসুর এবং উড়াদ ডাল কিনবে। কর্ণাটক সরকারের তুর কেনার অনুরোধও অনুমোদিত হয়েছে। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল - মসুর ডাল এবং ছানার উপর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা। আমরা সর্বদা আমাদের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করব।

লোকায়ুক্তের দাবিতে আমরণ অনশনে বসার ইঙ্গিত আন্না হাজারের

আহমেদনগর, ১২ ডিসেম্বরঃ লোকায়ুক্তের দাবিতে আমরণ অনশনে বসার ইঙ্গিত দিলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারে। শুক্রবার আহমেদনগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে আন্না হাজারে বলেছেন, লোকযুক্ত এমন একটি আইন যা মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য সকল মন্ত্রী এবং প্রায় সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিকে এর আওতায় আনবে, যা দুর্নীতি রোধে খুবই কার্যকর হবে, কিন্তু আমার এই দাবি অনেক দিন ধরে ঝুলে আছে। তাই যদি মহারাষ্ট্র বিধানসভা এবং মহারাষ্ট্র সরকার এই আইনটি পাস না করে, তাহলে আমি এই দাবিতে আবার আমরণ অনশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমি ৩০ জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করব।

শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে লোকসভায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার দশম দিনে পড়ল সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশন। এদিন সকালে লোকসভার স্পিকার এবং অন্যান্য সাংসদরা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের প্রয়াণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এছাড়াও ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদ হামলায় শহিদ নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। এরপর লোকসভার কার্যক্রম দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়। পুনরায় অধিবেশন শুরু হয় দুপুর ১২টায়।উল্লেখ্য, শুক্রবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিল প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মহারাষ্ট্রের লাতুরে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শিবরাজ পাটিল।

সংসদে সৌগত রায়ের ই ধূমপান নিয়ে হইচই

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃলোকসভার অঃদরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক সাংসদের ই-সিগারেট খাওয়ার অভিযোগ ঘিরে তুলকালাম। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর এই অভিযোগ তুলে স্পিকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান।সংসদের মধ্যেই ই সিগারেট খাচ্ছেন সাংসদ! বৃহস্পতিবার এমনই অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। শুক্রবার স্পিকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন অনুরাগবাবু। সেখানে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।অনুরাগবাবুর অভিযোগ, তৃণমূলের কোনও এক সাংসদ অধিবেশন চলাকালীন ই সিগারেটে ধূমপান করছিলেন। সেই নিয়ে বিতর্ক ও জোর চর্চা শুরু হয়। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় অবশ্য জানান, যদি কেউ দোষ করে তাহলে স্পিকার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর স্পিকার ওম বিড়লাকে উদ্দেশ করে বলেন, দেশ জু।ে তো ই-সিগারেট নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনি কি সংসদে তার অনুমতি দিয়েছেন? স্পিকার জানান, তিনি কোনও অনুমতি দেননি। এর পর অনুরাগবাবু আবার বলেন, কিন্তু তৃণমূলের এক সাংসদ তো খাচ্ছেন। অনেক দিন ধরে খাচ্ছেন। আপনি বিষয়টি যাচাই করে দেখুন। তবে সেই সাংসদের নাম উল্লেখ করেননি অনুরাগ।স্পিকার এর পর বলেন, সংসদের সকল সদস্যের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সংসদীয় পরম্পরা, নিয়ম মেনে চলুন। এই ধরনের অভিযোগ যদি আগামী দিনে আমার কাছে আসে, আমি পদক্ষেপ করব। কিন্তু তাতে বিতর্ক চাপা প।নেনি। কারণ, অনুরাগবাবু ছিলেন নাছোড়বান্দা। বার বার তিনি বিষয়টি খতিয়ে করে দেখার জন্য স্পিকারের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। চিকার করে বার বার বলেন, আপনি এখনই যাচাই করে দেখুন। বিজেপির অন্য সাংসদেরাও এ বিষয়ে সরব হলে লোকসভায় হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। প্রতিবাদ আসে তৃণমূল সাংসদের আসন থেকেও।শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দেন স্পিকার। জানান, এ বিষয়ে যাঁর যা বক্তব্য। এবং অভিযোগ রয়েছে, তা লিখিত আকারে তাঁর কাছে জমা দিতে হবে। তার ভিত্তিতে স্পিকার পদক্ষেপ করবেন। সেই কথা মেনেশুক্রবার স্পিকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন অনুরাগবাবু। সেখানে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

দেশের একাধিক প্রান্তে শৈত্যপ্রবাহর সতর্কতা

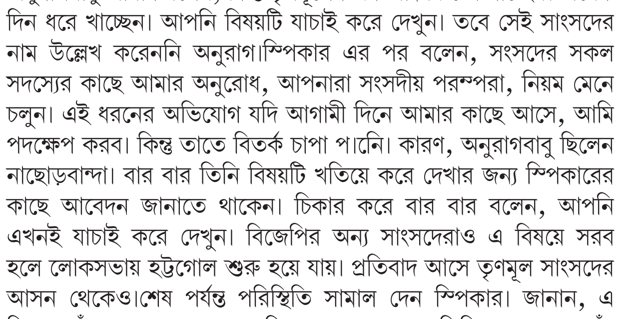

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর ঃউত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে শীতের দাপট বেড়ে শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তেলঙ্গানা, ছত্তিশগড় ও ও।শিয় শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ইন্দোরে তাপমাত্রা নেমেছে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা দশ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। ভোপাল, সীহোর, শাজাপুর-সহ বহু জেলায় তাপমাত্রা ৩-৭ ডিগ্রির মধ্যে। উত্তরাখণ্ডের উঁচু এলাকায় তুষারপাতের ফলে জমে গিয়েছে নদী-ঝর্নার জল। রাজস্থানের কয়েকটি শহরেও তাপমাত্রা নেমেছে ৪-৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ছত্তিশগড় ও হরিয়ানার বিভিন্ন জায়গাতেও শৈত্যপ্রবাহ অনুভূত হচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। এটি আত্মদর্শন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সময়। আপনার চারপাশের শক্তি কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে, যা অস্থিরতা এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে। সন্তান হতে পারে আজকে।

বৃষঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে। অতএব, আপনি তাদের যত্ন নিতে হবে। দিনটির পরের ভাগে অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশি এবং উচ্ছলতা আনবে। শুভ দিন হবে।

মিথুনঃ আজ মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা নিজেদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, আপনার কথাবার্তায় ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন, যাতে কোনও কিছুর ভুল ব্যাখ্যা না হয়। আপনার আর্থিক অবস্থাও উন্নতি হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। এই দিনটি আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। ।

কন্যা ঃ ঘাড়েপিঠে এক নাছোড়বাঃদা ব্যথায় ভোগা সম্ভবপর। এটিকে অবহেলা করবেন না বিশেষত যখন এটি সাধারণ দুর্বলতার সাথে হচ্ছে।আজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।

তুলাঃআজ তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের সৃজনশীলতাকে উসাহিত করার দিন। তাই শিল্প বা শখের জন্য সময় ব্যয় করা উপকারী বলে প্রমাণিত হবে।

বৃশ্চিকঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড় পরিমাণ ঋণ দিতে বলতে পারে। আপনি তাকে সাহায্য করার ফলে আপনি আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। কোন বিদেশী আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া উপহার আপনাকে খুশি করে হবে

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিনটি খুব ভাল হবে।

মকরঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে।

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে এই দিনটি। আপনি কিছু মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন। শুভদিন।

মীনঃ একটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন- এটিকে প্রতিদিনের অঙ্গ বানিয়ে ফেলুন এবং এটিতে লেগে থাকার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবে আজ

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের কোথাও তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য হবে না, মাঝেমধ্যে ওঠানামা করতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তুরে হাওয়া বইছে, তাই বজায় রয়েছে শীতের আমেজ। আগামী কয়েক দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপকূল ও সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি কম।দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় এখন অত্যধিক বেশি ঠান্ডা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে। শীতে কাঁপছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের সমতল ও মালদা-সহ অন্যান্য জেলাতে আগামী কিছু দিন ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভোর ০৬টা ১১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৪মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫১মনিটে হতে পারে।

‘বন্দে মাতরম’ ইস্যুতে সরগরম রাজনীতি, গণ কনভেনশন ডাক বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট বর্তমানে ‘বন্দে মাতরম’ ইস্যুতে সরগরম। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বন্দে মাতরম’ গানের ১৫০ বছর উপলক্ষে লোকসভায় আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ‘বঙ্কিমদা’ হিসেবে সম্বোধন করেন, আর এটি ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্য, ‘বন্দে ভারত’, এই বিতর্ককে আরও জোরালো করে তোলে। এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে, নৈহাটির বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র শনিবার গণ কনভেনশন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। নৈহাটি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এই সাহিত্য সম্রাট। তিনি এখানেই রচনা করেন কালজয়ী গান ‘বন্দে মাতরম’। জন্মভূমির ঐতিহ্য সংরক্ষিত ‘বঙ্কিম ভবন’-এ আজও রয়েছে বঙ্কিম সংগ্রহশালা এবং গবেষণা কেন্দ্র। বঙ্কিম ভবন শুধু তার স্মৃতি সংরক্ষণের স্থান নয়, বরং গবেষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র। গবেষকদের মতে, ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে বর্তমানে যে তথ্যসমূহ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, তার অনেকটাই সঠিক নয়। বিশেষ করে গানটি ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর লেখা হয়েছিল বলে যে তথ্য প্রচলিত, তার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ গবেষকরা খুঁজে পাননি। অধ্যক্ষ রতন কুমার নন্দী মন্তব্য করেছেন, দবন্দে মাতরম নিয়ে হইচই হচ্ছে। লোকসভার আলোচনায় তোষণ প্রসঙ্গ এল। প্রধানমন্ত্রী ‘বঙ্কিমদা’ বলে সম্বোধন করলেন। অনুরাগ ঠাকুর ‘বন্দে ভারত’ বললেন। হঠাৎ এই আলোচনা নিয়ে যে ব্যস্ততা তৈরি হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। সবথেকে বড় কথা, ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ‘বন্দে মাতরম’ লেখা হয়েছিল বলে আমাদের গবেষণায় কোনও সূত্র পাইনি, নির্ভরযোগ্য কোনও ভিত্তিও নেই। তাই কোথা থেকে এই তথ্য পেল তারা, তা আমাদের জানা দরকার। গোটা বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এই সবটা আলোকপাত করতেই আমরা গন কনভেনশন করছি। বঙ্কিম ভবনের গবেষকরা মনে করেন, ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। নৈহাটির গণ কনভেনশন মূলত এই উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার ৮ ঘণ্টা বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, ঝুলন্ত কেবল বদলের কাজে বড়সড় ট্রাফিক বদল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিদ্যাসাগর সেতুর (দ্বিতীয় হুগলি সেতু) রক্ষণাবেক্ষণ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়মিত চলছে। সেতুটির স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে এই কাজগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে কাজগুলির প্রকৃতি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় প্রশাসন জনস্বার্থ বজায় রেখে সপ্তাহের ব্যস্ততম দিনগুলিকে এড়িয়ে সপ্তাহান্তে ধাপে ধাপে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই কারণেই আবারও আগামী রবিবার সকাল থেকে আট ঘণ্টা সম্পূর্ণভাবে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে প্রশাসন। ট্রাফিক পুলিশের তরফে বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, রবিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে সংস্কারের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে যান চলাচল। বিকল্প কোন পথে গাড়িঘোড়া যাতায়াত করতে পারবে, তাও জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। বিদ্যাসাগর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালে, যদিও সেই সময় ঝুলন্ত কেবল বা ব্রিজের ‘সাসপেনশন কেবল’গুলি বদলানো হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে সেতুর পরিকাঠামো বহন করে আসা এই কেবলগুলি এখন বয়সের ভারে জর্জরিত। তাই সেতুর দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যই এবার কেবল বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হুগলি রিভার ব্রিজেস কমিশন-এর অধীনে এই বিশাল কাজ চলছে। মোট ১৫২টি ঝুলন্ত কেবলের মধ্যে আপাতত ১৯টি কেবল বদলানো হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে। প্রতিটি কেবল পরিবর্তন করতে প্রায় এক মাসের মতো সময় লাগে; ফলে সমগ্র কাজের মেয়াদ প্রাকৃতিকভাবেই দীর্ঘ। লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে যে ২০২৬ সালের ৩১ মে'র মধ্যে সেতুর কেবল পরিবর্তনের কাজ পুরোপুরি শেষ করা হবে। কলকাতা ও হাওড়াকে সংযুক্তকারী এই সেতু প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহনের চাপ বহন করে। সপ্তাহের দিনগুলিতে বহু অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী; তাদের জন্য এই সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ। সেকারণেই প্রশাসন চায় কাজের জন্য মানুষ যেন ন্যূনতম অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাই সপ্তাহের কর্মদিবস নয়, বরং সপ্তাহান্তকে বেছে নেওয়া হয়েছে সংস্কার অভিযানের জন্য। শনিবার ও রবিবার মিলিয়ে দফায় দফায় সেতু বন্ধ রেখে কাজ চলছে।

চিংড়িহাটা মেট্রো জট আরও গভীর, বৈঠকের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করল হাই কোর্ট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চিংড়িহাটা মেট্রো প্রকল্পকে ঘিরে জট দীর্ঘদিন ধরেই অব্যাহত। নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রোপথ সম্প্রসারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিংড়িহাটা এলাকায় সাবওয়ে নির্মাণ অপরিহার্য হলেও, সেই কাজের অগ্রগতি বারবার থমকে যাচ্ছে আইনি জটিলতা ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্বের কারণে। বারংবার সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পরও কাজ শুরু না হওয়ায় এবার আরও দৃঢ় অবস্থান নিল কলকাতা হাই কোর্ট। কঠোর সুরে জানিয়ে দিল, সকল পক্ষকে একই টেবিলে বসিয়ে সমস্যার সমাধান করতেই হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার শুনানিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়;এই জট আর চলতে দেওয়া যায় না। আদালত জানায়, কেন্দ্র,রাজ্য, আরভিএনএল, সহ সমস্ত পক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈঠকে বসতে হবে। সেই অনুযায়ী বুধবার বিকেল ৫টায়, মেট্রো ভবনে বৈঠক আয়োজিত হয়। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানিয়েছেন, তিনি সশরীরে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া আগামী ১৯ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আবার বৈঠক হলে নিজে সশরীরে উপস্থিত থাকবেন বলেই জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। সেই অনুযায়ী বৈঠকের দিনক্ষণ বেঁধে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। মেট্রো প্রকল্পের এই অংশটি আটকে থাকার কারণ যত না প্রযুক্তিগত, তার চেয়ে বেশি আইনি ও প্রশাসনিক। প্রধান বাধা চিংড়িহাটার সাবওয়ে নির্মাণ ঘিরে। বহুদিন আগে পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরুর কথা থাকলেও বারবার আটকে গিয়েছে। আরভিএনএল-এর দাবি, তারা গত ফেব্রুয়ারি থেকেই কাজ শুরু করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু রাজ্যের অসহযোগিতা ও অনুমতি জটের কারণে কাজ এগোতে পারেনি। নভেম্বরেও কাজ শুরু করা যায়নি। ফলে আদালতের দ্বারস্থ হয় আরভিএনএল। উল্লেখযোগ্য, কয়েক মাস আগেই প্রধানমন্ত্রী কলকাতা সফরে এসে তিনটি মেট্রো রুট উদ্বোধন করেছিলেন। তখনই নিউ গড়িয়া,বেলেঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ;বিমানবন্দর পর্যন্ত সংযোগ; ৩৬৬ মিটার কাজ আটকে থাকায় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। রাজ্য ও কেন্দ্রের দ্বন্দ্বের কারণে মেট্রো সম্প্রসারণে দেরি হওয়ায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ জমছে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের মন্তব্য, ‘চিংড়িহাটা সাবওয়ে হলেও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে না, বরং কমবে। রাস্তায় গাড়ির চাপ কমানোর জন্য এই কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোভিড ফেরত না এলে রাস্তায় যানবাহনের চাপ কখনওই কমবে না।’ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ থেকে এটা পরিষ্কার; দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা আদালত নিজেই সামনে এনেছে।

বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর এনিউমারেশন শেষে ৫৮ লক্ষের বেশি ফর্ম অসংগ্রহযোগ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর এনিউমারেশন পর্বের শেষে ৫৮ লক্ষের বেশি ফর্ম অসংগ্রহযোগ্য বা আন কালেক্টেবল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ৫৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫১টি এনিউমারেশন ফর্ম অসংগ্রহযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এই সমস্ত ভোটারের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রাথমিকভাবে বাদ যাবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর পর্বে এখন পর্যন্ত ৯২.৪১ শতাংশ ভোটারের এনিউমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে। তাদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের মোট ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৫৮ জন ভোটারের মধ্যে ৭ কোটি ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৬৪৯ জনের ফর্ম ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের প্রায় ৯৯.৯৯ শতাংশ ভোটারের তথ্য কমিশনের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বেশিরভাগ জেলাই ভালো অগ্রগতি দেখি য়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে ডিজিটাইজ ফর্মের হার ৯৩ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে। তবে উদ্বেগের বিষয় কলকাতা মহানগর। উত্তর কলকাতায় মাত্র ৭৪.০৭ শতাংশ এবং দক্ষিণ কলকাতায় ৭৬.১৭ শতাংশ ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে। তুলনায়, জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চল এই তালিকায় অনেকটাই এগিয়ে। হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান, কলকাতা ও তার আশপাশের শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে গতি কম। নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অঞ্চলগুলিতে ফর্ম সংগ্রহে নাগরিক অসহযোগিতা, পরিকাঠামোগত সমস্যা ও প্রযুক্তিগত জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

চিকিৎসাধীন বৃদ্ধের ‘আত্মঘাতী’ মৃত্যু, উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গামছা জাতীয় কিছু দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার এক চিকিৎস্ণ সাধীন বৃদ্ধের মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। এহেন ঘটনায় গোটা হাসপাতাল জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই ঘটনার পর থেকেই রোগী নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম নরেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া। তিনি উত্তরপাড়া চকলেন এলাকার বাসিন্দা। গত কয়েক মাস ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা তাঁকে চরমভাবে কাবু করে রেখেছিল। তার ওপর সম্প্রতি ধরা পড়ে টিবি সংক্রমণ। একাধিক শারীরিক জটিলতা দেখা দেওয়ায় কিছুদিন আগে তাঁকে ভর্তি করা হয় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। চিকিৎস্ণ সকের তত্ত্বাবধানে নরেন্দ্রনাথবাবুর চিকিৎসা চলছিল বলেই জানা গেছে। কিন্তু শুক্রবার সকালে হাসপাতালের কর্মীরা ওয়ার্ডে ঢুকতেই চোখে পড়ে অন্যরকম দৃশ্য। দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথবাবু শয্যার পাশে গামছা জাতীয় কিছু দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে আছেন। ঘটনাস্থলেই তৈরি হয় তীব্র চাঞ্চল্য। দ্রুত চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হলে তাঁরা এসে পরীক্ষা করে জানান, বৃদ্ধ ইতিমধ্যেই মারা গেছেন। যদিও প্রথম নজরে আত্মহত্যা হিসেবে সন্দেহ করা হলেও, কীভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটল;তা নিয়ে রয়েছে নানা রহস্য। একটি সরকারি হাসপাতালের ভিতরে, যেখানে ২৪ ঘণ্টা কর্মীরা চলাফেরা করেন, রোগীদের নজরদারিতে রাখা হয়, সেখানে এই ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে বহু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরো ঘটনায় মুখ খুলতে নারাজ। সুপার কিংবা ডেপুটি সুপার;কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে রোগীদের আত্মীয়রা পরিষ্কারভাবে বলছেন, হাসপাতালের সিসিটিভি নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটতে পারল, তা অবিলম্বে তদন্ত করা উচিত। গৌতম রায় নামের এক রোগীর আত্মীয় ক্ষোভের সুরে বলেন, ‘হাসপাতালের মধ্যে কীভাবে এই রকম কাণ্ড ঘটলো, তদন্ত করে দেখা হোক। এত সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, তারপরও এই কাণ্ড অবাক করা।’ অন্য এক রোগীর আত্মীয় ক্যামেলিয়া সরকার বলেন, ‘বৃদ্ধ আত্মহত্যা করলে, তা তো কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কেন কেউ দেখতে পেল না।

বারুইপুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার চার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর ঃ আবার বারুইপুর পুলিশের সাফল্য। এবার বারুইপুর শহরে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার ৪ দুস্কৃতি। বারুইপুরের ২০ নম্বর গেট থেকে গ্রেফতার ডাকাত দল। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ১০ জনের ডাকাত দল জড়ো হবার খবর পেয়ে পুলিশের স্পেশাল টিম হানা দিয়ে ডাকাত দলের ২০ জনের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেফতার করে। বাকিরা পালিয়ে যায় তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয় বন্দুক, কার্তুজ, ধারালো অস্ত্র, তালা ভাঙ্গা লোহার রোড। ধৃতদের মধ্যে মনিরুল লস্কর (পচা) সূর্যপুরের বাসিন্দা,ও উমির শেখ কুলতলির বাসিন্দা, বাকি দুজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। ধৃত চারজনকেই বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় শুক্রবার। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দার্জিলিং পাহাড়ে পর্যটকদের সাইট সিইং করা নিয়ে সমতল ও পাহাড়ের পর্যটন এবং পরিবহন ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তা কেটে গিয়েছে। সমস্যা সমাধানে দার্জিলিং এর অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত রাই, আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিক মিল্টন দাস, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ, মহকুমাশাসক বিকাশ রুহেলা সমতল ও পাহাড়ের সব পর্যটন এবং পরিবহন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে শিলিগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের নিয়ে আসা সব গাড়ি পাহাড় ও সমতল জুড়ে বিনা বাধায় চলাচল করতে পারবে ও দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল জানিয়েছেন। এই নিয়ে কেউ অভিযোগ জানালে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে বলে ঠিক হয়েছে। উল্লেখ্য ভরা পর্যটনের মরসুমে প্যাকেজ ট্যুরে পর্যটকদের নিয়ে সমতল থেকে অনেক গাড়ি পাহাড়ে উঠে সব দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখানোয় বুকিং এর অভাবে পাহাড়ের গাড়িগুলির ক্ষতি হচ্ছে বলে ব্যবসায়ীরা বারবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছিল। মাঝামধ্যে সমতল থেকে যাওয়া গাড়ি চালকদের সঙ্গে মতবিরোধ ও বচসার পরে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে।

শিশুমৃত্যু ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ, কর্মবিরতিতে চিকিৎসকরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে রোগীর পরিবার বিক্ষোভ শুরু করলে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ এক চিকিৎসককে চড় মারে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা কর্মবিরতি শুরু করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালে। হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বছর দেড়েকের এক শিশুকে জ্বর ও পেট খারাপের উপসর্গ নিয়ে মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে তার পরিবার। শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকায় চিকিৎসকেরা সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রক্রিয়া চালানো হয়। নেবুলাইজারও দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের দাবি, শিশুটি হাসপাতালে আনার সময়ই তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল। নেবুলাইজেশন ও অন্যান্য চিকিৎসা দেওয়ার পরেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায়, আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের দ্রুত শিশুটিকে নিয়ে যেতে বলা হয়। পরবর্তীতে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার সময়ই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরিবার ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অভিযোগ, পরিবার ও তাদের সঙ্গে থাকা কয়েকজন মানুষ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সদের দিকে চিৎকার করতে করতে ছুটে যান এবং তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকে। এই বিক্ষোভের মধ্যেই সৌরভ হালদার নামক এক চিকিৎসককে চড় মারা হয়। এই ঘটনার পর চিকিৎসকরা একজোট হয়ে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার চিকিৎসকের উপর হামলা হচ্ছে, কিন্তু নিরাপত্তার কোনও সুরাহা হচ্ছে না। অবশেষে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ এসে জনতাকে শান্ত করে এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষে পথ চলা শুরু জনকল্যাণ নার্সিংহোমের

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ স্বাস্থ্যই জীবন,আর অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করতে দরকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ।আর ২৪ ঘন্টা সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য ডাঃ তাপস গায়েনের হাত দিয়ে পথ চলা শুরু করলো জনকল্যাণ মেটারনিটি ও নার্সিংহোম। শুক্রবার জয়নগর বুড়োরঘাট এলাকায় এই নার্সিংহোমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মোনাজাত খান, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক দিবাকর ঘোষ, জয়নগর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের উপ প্রধান পান্নালাল বৈদ্য, ডাঃ ছামাউদ্দিন সরদার, জনকল্যাণ নার্সিংহোমের কর্ণধার ডা তাপস গায়েন সহ আরো অনেকে। এদিন এব্যাপারে ডা তাপস গায়েন বলেন, ২৪ ঘন্টা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবে এখানে। স্বল্প মূল্যে যে কোনো ধরনের জটিল চিকিৎসার অস্ত্রোপ্রচারের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নজরদারি বজায় থাকবে এখানে।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাত ঃ অনেক সময় পুলিশের কাছ থেকে সাধারণ মানুষদের পেতে হয় দুর্ব্যবহার। অনেক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিংবা সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন থানা। এবার পূর্ব জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মিথুন কুমার দে পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানানোর জন্য একটি whatsapp 7047989800 নাম্বার সর্বসাধারণের জন্য দিলেন। এই নাম্বারে whatsapp করে অভিযোগ জানালে জেলা পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়েও তিনি বলেন যারা ট্রাফিকের কাজ করবেন যে সমস্ত পুলিশ অফিসার তাদের বুকেতে ক্যামেরা যেন থাকে আর যদি ক্যামেরা না থাকে তাহলে সরাসরি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

বাঘাযতীন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত একাধিক দোকান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাত, কলকাতা ঃ ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বাঘাযতীনের ব্যস্ত রামগড় বাজারে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, যা মুহূর্তের মধ্যেই পুরো বাজারজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পুরনো বাজারের কমপক্ষে চল্লিশটি দোকান এই অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লড়াই করে আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনলেও, ভোর পর্যন্ত আগুনের পকেট ফায়ার অংশগুলিতে লড়াই জারি ছিল। পুড়ে ছাই দোকান, ধোঁয়া ভরা বাতাস আর রাতারাতি সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীদের আর্তনাদ; সব মিলিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে বাজার চত্বরে নেমে এসেছে গভীর হতাশা ও বেদনার আবহ। বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা নাগাদ স্থানীয়রা প্রথম লক্ষ্য করেন ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা। রামগড় বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে আগুন জ্বলতে শুরু করতেই মুহূর্তের মধ্যে তা এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তেজ এতটাই বেশি ছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো বাজার আগুনের গ্রাসে চলে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে নিজস্ব উপায়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে একের পর এক দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। আগুন নেভানোর কাজ শুরু হলেও বাজারের ঘিঞ্জি কাঠামো, জ্বালানিপূর্ণ দোকান, তারের জট; সবকিছুই দমকল কর্মীদের কাজকে কঠিন করে তোলে। ভোর ৪টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও পরবর্তীতে পকেট ফায়ার অংশগুলি নেভাতেও বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান স্থানীয় কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত এবং এলাকার বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং দমকল কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় কাউন্সিলর জানান, প্রায় বছর চল্লিশের পুরনো এই বাজারে কমপক্ষে ৪০-৫০টি দোকান রয়েছে। ব্যবসায়ীদের কোনও বিমা করা নেই। তাই বাজার পুনর্নির্মাণ-সহ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয় নিয়ে সরকারকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানানোর কথা জানিয়েছেন কাউন্সিলর। স্থানীয় বিধায়কও একই কথা বলেন। ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে বলেই আশ্বাস তাঁর। ৫৭ কাঠা সরকারি খাসজমিতে তৈরি এই বাজারে বহু পরিবার প্রজন্ম ধরে ব্যবসা করে এসেছে। রাতারাতি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় বহু ব্যবসায়ী যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তেমনই তাদের সংসারের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বাজার চত্বর বর্তমানে ঘিরে রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে যাতে কেউ ভিতরে ঢুকে বিপদে না পড়েন। এদিকে, আগুনে বাজার ধ্বংস হওয়ায় স্থানীয় এলাকার সাধারণ মানুষও বিপাকে পড়েছেন।

খাদ্যশস্য বরাদ্দর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সুমন আদক ঃ কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যেও তাদের গনবন্টন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য বরাদ্দর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী মাস থেকে তাদের অধীনে থাকা তিন ধরনের রেশন গ্রাহকদের জন্য মাথাপিছু চালের বরাদ্দর পরিমান কমিয়ে গমের পরিমান বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়ে খাদ্য মন্ত্রকের তরফে রাজ্য খাদ্য দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। কার্ড পিছু চালের পরিমান যতটা কমানো হবে গমের বরাদ্দ সমপরিমান বাড়ানো হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা র কার্ডে পরিবার পিছু ২১ কেজি র পরিবর্তে ১৫ কেজি করে চাল ও ১৪ কেজি র পরিবর্তে ২০ কেজি করে গম দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে প্রায়োরিটি হাউজহোল্ড কার্ডে মাথাপিছু তিন কেজির পরিবর্তে ২ কেজি করে চাল ও দুই কেজি র পরিবর্তে তিন কেজি করে গম দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি সোনারপুরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সোনারপুর আবার বড়সড় সাফল্য পেল সোনারপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে সুভাষগ্রামে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধরা পড়ে সুদীপ্ত দাস নামে ওই ব্যক্তি। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি কার্তুজ। পুলিশের অনুমান, অস্ত্রটি অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল তার। ঘটনাস্থলেই তাকে আটক করে ও পরে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার সূত্র ধরে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী অফিসারের দল।

বাকি চার সদস্য কবে ফিরবে চিন্তায় সোনালী, সুইটির পরিবার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মুরারইঃ আধখানা রুটি সোনালী আর আধখানা দানেশ। আর বাকি এক দুখানা দুই ছেলে মেয়ের মুখে তুলে দিয়েছে কতদিন! আজ রুটি আছে, আর সবাই আছে। তবুও সোহর নেই। দুঃশ্চিন্তায় সোনালী। একইভাবে কান্নাকাটি করছে ছেলে সাবের ও ছোট্ট আফরিন তাদের আব্বুর জন্য! এই দুশ্চিন্তার গহিনে জন্ম নেবে আরেক অনাগত শিশু! সোনালীর দাদা সুরজ সেখ, কাকা আলি হোসেন জানান, সর্বোচ্চ আদালত যা চেয়েছে, থানাকে এবং পাশাপাশি উকিলকে জমা দিয়েছি। তারা জানান, মুনসুব সেখ, হাতেম সেখ, মহিরুদ্দিন সেখ ও সোনালী খাতুনের বাবা ভদু সেখ সহ মোট চারপুরুষের ভিটা। সোনালী খাতুনের বাবা ও মা জোৎস্না বিবির প্রয়োজনীয় নথি আছে। তবে, সোনালী খাতুন এবং তার স্বামী দানেশ সেখের ভোটার কার্ড নেই। সোনালী খাতুনের জন্ম সংশাপত্রও নেই। আধার কার্ড আছে। সেখানে সুনালি খাতুন নাম আছে। দানেশ সেখ দিল্লীতে একটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়েছে। দিল্লিতে তার জন্ম হলেও বার্থ সার্টিফিকেট নেই। তবে তার আধার কার্ড ও রেশন কার্ড আছে। তবে আধার কার্ড ডিএক্টিভেট হয়ে যাওয়ায় রেশন কার্ড লাল নথিভুক্ত। দানেশ সেখের বৌদি অর্থাৎ বড় ভাই জাভেদ সেখের স্ত্রী মিনতি খাতুন জানান, তাদের শ্বশুর মুন্না সেখের বাড়ি কানপুর। তিনি পাইকরে ঘর জামাই ছিলেন। শাশুড়ি দিলরুবা স্থানীয় পাইকরের মেয়ে। তার বাবা একামুদ্দিন সেখের স্থানীয় বাসিন্দা প্রমাণ হিসেবে ১৯৬৭ সালের দলিল আছে। যদিও, সেই দলিলের দাগ নাম্বার দিয়ে পিটি দলিলের আবেদন করা হয়েছে বিভাগীয় দফতরে। শনিবারে পাওয়ার কথা। দানেশ সেখের পারিবারিক বর্তমান বসত বাড়িটি ২০০৭ সালে কেনা। সেই বছর দিলরুবা বিবি ২০০৭ সালে ভোটার লিস্টে নাম তোলেন। তার আগে ভোটার লিস্টে নাম নেই। দিল্লিতে থাকতেন। তবে তার শ্বশুর একামুদ্দিনের নাম ২০০২ সালে পাইকরের ভোটার তালিকায় আছে। অন্যদিকে, সুইটি বিবির মামাতো ভাই আমির খান জানান, সুইটি বিবির সমস্ত নথি উকিল মারফত পাঠানো হয়েছে। সুইটি বিবির পাইকরের আধার কার্ড, দিল্লির রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, তার ছোট ছেলে ইমাম সেখ মুরারই হাসপাতালের বার্থ সার্টিফিকেট আছে। তবে বড়ো ছেলে কুরবান সেখের বার্থ সার্টিফিকেট দিল্লির রোহিনী ঝুপড়ি পট্টি অগ্নি কাণ্ডে পুড়ে গেছে। তবে নবম শ্রেণীর স্কুল সার্টিফিকেট আছে। ব্যাঙ্কের পাসবই আছে। সুইটি বিবির দুই ছেলের আধার কার্ড আছে। সুইটি বিবির মা নাজিনা বিবির পাইকরের আধার কার্ড, রেশন কার্ড ও ভোটার কার্ড আছে। বিবাহ সূত্রে ঝাড়খণ্ডে তসারদ এর নিয়ম অনুযায়ী ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে। ঝাড়খণ্ডের নগরনবীর বাসিন্দা স্বামী সাইদুল সেখের পুরাতন জমির দলিল আছে। ওখানে তসারদ এর নিয়ম অনুযায়ী ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় তার নাম আছে। ভোটার কার্ডও আছে। তবে নামের বানানে সাইদুলের পরিবর্তে সাইতুল সেখ হয়ে আছে। সুইটি বিবির স্বামী আজিজুল সেখের নাম ২০০৩ সালের ভোটের তালিকায় নেই। তবে, ২০২৫ সালের তালিকায় আছে। তিনি পলাতক। রাজ্য পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের সদস্য মফিজুল সেখ এবং আরিফ খান জানান, তিন দিন আগেই সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয়েছে। সারদ-এর নিয়ম অনুযায়ী বাবা মা যে কোনো সদস্যের নথিই যথেষ্ট। যে কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব প্রমাণে তা যথেষ্ট। ওই চারজনকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হবে কেন্দ্র। মাঝখান থেকে অযথা হয়রানি হতে হলো দুটি পরিবারকে।

অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির দিকে বিশেষ নজর পঞ্চায়েত দপ্তরের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের গুণমান উন্নত করতে এবার বার্ষিক মূল্যায়নে অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তর। সদ্য প্রকাশিত ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মূল্যায়ন রিপোর্টে দেখা গেছে, রাজ্যের মোট ৫২৫টি পঞ্চায়েত বিভিন্ন কারণে অনুত্তীর্ণ হয়েছে। সাতটি বিভাগের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন হয়েছে, যার মধ্যে যে কোনও একটি বিভাগে খারাপ ফল করলেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে অনুত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এখন থেকে এই অনুত্তীর্ণ পঞ্চায়েতগুলির জন্য আলাদা করে ‘গাইড’ নিয়োগ করবেন জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। প্রকল্প কো-অর্ডিনেটররা নজর দেবেন কোথায় কাজ আটকে আছে, বরাদ্দ খরচ হচ্ছে না কেন, এবং কীভাবে ভবিষ্যতে কার্যকারিতা বাড়ানো যায়। ইতিমধ্যেই জেলার প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে এই নির্দেশ জানিয়েছে দপ্তর।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১৩ সংখ্যা, শনিবার ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বাংলার বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম যতজন জানেন তাদের অনেকেই এই মানুষটির হয়ত নামই জানেন না! আসলে বোধহয় বিখ্যাত দুই সহপাঠীর ছায়ায় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আড়ালে পড়ে গিয়েছেন! আই এস সি পরীক্ষার থেকে যেন নিয়মে পরিণত হয় ফার্স্ট হবেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেকেন্ড মেঘনাদ সাহা। কিন্তু তাদের যে বন্ধুটি নিশ্চিত ভাবে থার্ড হবেন তাঁর নাম কী ! গোটা ভারতবর্ষ তাঁকে চেনে একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হিসেবে। কৃতী সেই বঙ্গসন্তান নিখিল রঞ্জন সেন। বন্ধু সত্যেনের মত নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস করতেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে হবে। ১৯৬২ সালে বিজ্ঞান কলেজে এক সাধারণ সভায় তিনি দ্বর্থ্যহীন ভাষায় বলেছিলেন দু'চারজন ভাল ছাত্র বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারে কিন্তু শতকরা ৯০ জন পারে না। শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে এম এস সি পরীক্ষার সময় নিখিল বন্ধুদের সাথে পরীক্ষায় বসতে পারলেন কিন্তু পরের বছর পরীক্ষায় বসে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। মেঘনাদ,সত্যেনের মত তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় না গিয়ে রাজাবাজারে বিজ্ঞান কলেজের সর্বময় কর্তা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় যোগ দিলেন ফলিত গণিত বিভাগে। অবশ্য তাঁর ওই গণিত প্রেমের নেপথ্যে কাকার বেশ বড় ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন গণিতের অধ্যাপক স্বভাবত ভাইপোর মাথায় গণিতের পোকা ঢুকিয়ে ছেড়েছেন। মেঘনাদ,সত্যেন বসুরা বিজ্ঞানকে জানতে ও জানাতে জার্মান ভাষা শিখলেন, আইনস্টাইনের মূল বই ইংরেজি ভাষায় তর্জমা করলেন, পিছিয়ে থাকলেন না নিখিল রঞ্জন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপলায়েড ম্যাথামেটিক্সে যোগ দেওয়ার পর তাঁর উচ্চমানের মৌলিক গবেষণা পত্র প্রকাশিত হতে লাগল। তাঁর আগ্গ্রহের বিষয় ছিল 'নিউটোনিয়ান পোটেনশিয়াল'। আরও পড়াশোনার জন্য স্টাডি লিভ নিয়ে বিদেশ গেলেন নিখিল রঞ্জন সেন। তখন বিজ্ঞান চর্চায়, আবিস্কারে,ইউরোপের বিজ্ঞানীরা বিশ্বে পথিকৃৎ। আইনস্টাইনের একাধিক যুগান্তকারী তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার আগে বিজ্ঞান কে যিনি নাড়াচাড়া দিয়েছিলেন তিনি ম্যাক্স প্লাঙ্ক, নিউটনের ক্ল্যাসিক্যাল ভাবনা থেকে সরে তিনি কোয়েন্টাম ভাবনার জন্ম দিয়েছিলেন। নিখিল রঞ্জন তাঁর সঙ্গে যেমন দেখা করেছেন তেমন অধ্যাপক ফন লাউয়ের অধীনে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন,এখান থেকে পেয়েছেন পিএইচডি ডিগ্রি। দেশে ফিরে নিখিলের পদোন্নতি হয়, তিনি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক। এই বিভাগটি আধুনিক করার ক্ষেত্রে নিখিল রঞ্জন সেনের অবদান প্রচুর। বলা বাহুল্য কাজটি তিনি করেছেন পরবর্তী তিন দশক প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও প্রচন্ড পরিশ্রমের সঙ্গে। নিশ্চিত ভাবে নিখিল রঞ্জন সেনের গবেষণার ব্যাপ্তি ছিল বিরাট, তাঁর বিরাট অবদান ছিল 'ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি'র উন্নতির জন্য। সর্বোপরি নানা আলোচনা ও সমীক্ষায় উঠে আসে এদেশে ১৯৫০সাল পর্যন্ত ফলিত গণিতের একমাত্র কেন্দ্র ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ যার নেতৃত্বে ছিলেন নিখিল রঞ্জন সেন। বন্ধু সত্যেনের মত নিখিল বিশ্বাস করতেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান কে জনপ্রিয় করা সেই জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য ছিলেন প্রথম থেকেই। বাংলার বিজ্ঞান চর্চা অগ্রগতি হতেই বাংলা সব দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে শুরু করলো। বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকেবিখ্যাত চিকিৎসক তৈরি হতে থাকলো। তার ফলে বাংলা টিকিৎসকেরা বিশ্ব জোড়া নাম করতে থাকলো। বিজ্ঞানী প্রফুল্ল রায় এবং জগদীশ চন্দ্র বিশ্ব জোড়া নাম হল।

রবিশঙ্করের স্ত্রী অন্নপূর্ণা

ভারতের ভাইসরয় থেকে শুরু করে ছোটলাটরা পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের ভক্ত ছিল। লর্ড ক্লাইভ বাংলা জয় করে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি প্রীতি আকর্ষন বোধ করেছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে দুর্গা পুজোর সময়ে বহু সঙ্গীত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করতো। লর্ড ক্লাইভ রাত পর্যন্ত সেই সঙ্গীত শিল্পীদের গান শুনতেন মনোযোগ সহকারে। ভারতের সঙ্গীত জগত যুদ্ধ করে না করে বিশ্ব জয় করে নিয়েছিল। গ্রীক সভ্যতা যেমন রোমকে প্রভাবিত করেছিল ঠিক তেমনি পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার বিশ্বকে প্রভাবিত করে। আসলে সঙ্গীতের সুরে বাধা ছিল রবিশঙ্করের মন। সেখান থেকে তিনি কোনও সময়ে একটুও সরে যাননি। জীবনে বহু কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু সুরকে তিনি মনের গভীরে স্থান দিয়েছিলেন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন। গুরু কন্যা অন্নপূর্ণাকে তিনি বিবাহ করলেন। আপত্তি করেননি গুরু আলাউদ্দিন। বরং উৎসাহিত হয়েছিলেন। একজন প্রকৃত সঙ্গীত প্রেমীর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হওয়াতে। রবিশঙ্কর যেসব স্থানে ভুল করতেন সেই সব স্থাগুলোকে ঠিক করে দিতেন স্ত্রী। স্ত্রীও সঙ্গীতকার ছিলেন। তিনি ভালো বাজাতেন। স্বামী সঙ্গীত চর্চা করতো বলে তিনি কোনও দিন প্রকাশ্যে এসে সেতার ধরেন নি। স্ত্রীর সঙ্গে সারা রাত ধরে রবিশঙ্কর রেওয়াজ করতেন। কখন যে ভোর হয়ে যেত তা তারা বুঝতে পারতেন না। আসলে রবি শঙ্কর বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সঙ্গীত জীবন পূর্ণতা লাভ করবে যদি তিনি গুরু কন্যাকে বিবাহ করেন। দুই জনের মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল একটি নিবিড় প্রেম। সেই প্রেম পরবর্তীকালে বিবাহতে পরিণত হয়। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব কন্যাকে ধ্রুপদী সঙ্গীতে তালিম দিয়েছিলেন। তিনি যেমন রবি শঙ্করকে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ করে দিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি কন্যাকেও তিনি সঙ্গীত রূপকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যান। কিন্তু কন্যা অন্নপূর্ণা স্বামী রবি শঙ্করের জন্য কোনও দিনও প্রকাশ্যে আসেন নি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

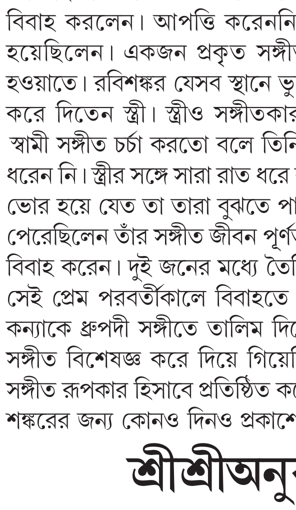

সৎ সঙ্ঘ মানেই হল সত্যের প্রকাশ। যারা সত্যে বিশ্বাসী এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে সৎ সঙ্ঘ। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের কাছে ধন ধরা দেয়।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে সঞ্চয় করতে হবে তা জানা দরকার।

দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী চলচ্চিত্র জগতে সুনাম অর্জন করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

তুলসী চক্রবর্তী ছিলেন একজন ভারতীয় অভিনেতা এবং কৌতুকাভিনেতা যিনি ১৯৪০ এবং ৫০ এর দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে কাজ করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হতে পারে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পরশ পাথর চলচ্চিত্রে প্রধান ভূমিকা।

তুলসী চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৯৯ সালের ৩ মার্চ গোয়ারি নামক ছোট্ট

গ্রামে। তার বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী ছিলেন ভারতীয় রেলের একজন কর্মচারী এবং পরিবারকে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত। তরুণ তুলসীকে কলকাতায় তার কাকা প্রসাদ চক্রবর্তীর সাথে থাকতে অনেক সময় কাটাতে হত , যিনি আশুতোষ চক্রবর্তীর বড় ভাই ছিলেন। প্রসাদবাবু ছিলেন একজন প্রতিভাবান তবলা এবং হারমোনিয়াম বাদক যিনি বিখ্যাত স্টার থিয়েটারের কর্মচারী ছিলেন , যা কিংবদন্তি বাংলা বাণিজ্যিক থিয়েটার মঞ্চ এবং প্রযোজনা সংস্থা। তার একটি ছোট সঙ্গীতশিল্পী ছিল যারা নাট্য পরিবেশনার সময় লাইভ ব্যাকগ্রাউন্ড সঙ্গীত বাজিয়ে বেড়াত। তার কাকার যোগাযোগের মাধ্যমেই তুলসী প্রজন্মের সেরা অভিনেতা দের কর্মক্ষেত্রে দেখতে পেতেন এবং এটিই তার গায়ক- অভিনেতা হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেছিল। থিয়েটারে প্রবেশের আগে, তুলসী চক্রবর্তী নিজেকে বিভিন্ন অদ্ভুত কাজে নিযুক্ত করে ছিলেন, উত্তর কলকাতার একটি ছোট খাবারের দোকানে থালা-বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে বার্মার (বর্তমানে মায়ানমার) একটি সার্কাসে জোকার হিসেবে কাজ করা পর্যন্ত । চলচ্চিত্রে, তিনি একজন কৌতুকাভিনেতা হিসেবে অভিনয় করার আগে চরিত্রের ভূমিকা দিয়ে শুরু করেছিলেন। তিনি তার বাস্তব সম্মত অভিনয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি কখনও কোনও মেকআপ বা অতিরিক্ত সাজসজ্জা ব্যবহার করেননি। সাধারণত, তিনি একটি সাদা ধুতি পরে থাকতেন এবং তার কাঁধে একটি পবিত্র সুতো থাকতেন। তুলসী চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য অভিনয়গুলির মধ্যে একটি ছিল সাড়ে চুয়াত্তোর, যা ছিল বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় জুটি সুচিত্রা সেন এবং উত্তম কুমারের প্রথম ছবি। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পরশ পাথর ছবিতে তিনি পরেশ চন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন। উত্তম কুমার - সুচিত্রা সেন অভিনীত একটি রাত এবং চাওয়া পাওয়া ছবিতে তিনি স্মরণীয় ভূমিকায় অভিনয় করেন । এই দুটি ছবিতেই চক্রবর্তী একজন সন্দেহ প্রবণ সরাইখানার মালিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন; শেষের ছবিতে তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীর সাথে জুটি বেঁধেছিলেন। পথের পাঁচালী ছবিতে তিনি একজন গ্রাম্য পণ্ডিত তথা মুদির দোকানদারের ছোট একটি চরিত্রেও অভিনয় করেন। একবার সত্যজিৎ মন্তব্য করেছিলেন যে চক্রবর্তী যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি তার অভিনয়ের জন্য অস্কার পেতেন। তিনি ১৯৬১ সালের ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তুলসী চক্রবর্তী তার জীবনের শেষভাগ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তার বিধবা স্ত্রীও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতেন বলে জানা গেছে, যেমনটি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছিল। দারিদ্র্যের কারণে, তাকে টালিগঞ্জ স্টুডিও থেকে হাওড়ার শিবপুরে তার বাড়িতে হেঁটে যেতে হয়েছিল। সাদা ধুতি পরা তুলসী চক্রবর্তী, কাঁধে পবিত্র সুতো ছিল তার বৈশিষ্ট্য।

নিজের জীবন চালাতে প্রথমে সার্কাস দলে কাজ করেছেন অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী। জোকার সেজে দর্শকদের হাসাতেন। 'পথের পাঁচালি'তে প্রসন্ন গুরুমশাই এর চরিত্র করার সময়ই সত্যজিৎ রায়ের নজরে পড়েন তিনি। পরে সত্যজিৎ রায় যখন তাকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন 'পরশ পাথর'এ। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন আনন্দে। শুটিং এর সময় লোকেশন এ তার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন সত্যজিৎ রায়। দুদিন যাতায়াতের পর তিনি সত্যজিৎ রায়কে বলেন- এই ট্যাক্সি করে যাতায়াত করতে তিনি পারছেন না। এতে তিনি তাঁর অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলছেন। তারপর থেকে তিনি আবার ট্রামেই যাতায়াত শুরু করেন। আজকালকার দিনে, কেউ ভাবতে পারবেন? অভিনয় করতেন কোনো মেকআপ ছাড়াই । সত্যজিৎ রায় একটি অমোঘ কথা বলেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে। একটি সাক্ষাৎকারে উনি বলেছিলেন, তাঁর অভিনয়ের কদর এই পোড়া দেশে কেউ করে না তবে আমেরিকায় জন্মালে উনি নিশ্চিত অস্কার পেতেন। যদিও পরশ পাথরের জন্য সত্যজিৎ রায় তাঁকে প্রতিদিন একশো টাকা পারিশ্রমিক এর প্রস্তাব দিলে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন- ওরে বাবা আমি এত টাকা পাওয়ার যোগ্য নই। আর সিনেমা পাড়ায় যদি রটে যায় আমি রোজ একশো টাকা নিচ্ছি আমি আর কাজ পাব না মানিকবাবু। সহজ সরল মানুষ ছিলেন তিনি। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। তিনি বাংলার গর্ব কিংবদন্তি অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী। প্রবল দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন লড়াই করলেও মুখের হাসি ছিল অনাবিল। অনুপকুমারকে ছেলে বলতেন তুলসী চক্রবর্তী। প্রবল শীতে একবার অনুপকুমার তুলসী চক্রবর্তীকে একটি সোয়েটার কিনে দেওয়ায় অনুপকুমারকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন তুলসী চক্রবর্তী। অভাব থাকলেও অভিনয়ের জন্য নূন্যতম টাকা নিতেন তুলসী চক্রবর্তী। উত্তম কুমার থেকে সত্যজিৎ, সকলকের কাছ থেকে সহজে টাকা গ্রহণ করতেন না। তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। 'অবাক পৃথিবী'-র সময় একবেলা কাজের জন্য তাঁকে দেওয়া হল তিনশো টাকা। তিনি কিছুতেই তা নেবেন না। কারণ, তখন তাঁর রেট দিনে একশো পঁচিশ টাকা। দলের অনেকের জামা-জুতো ছিঁড়ে গেলে নিজের হাতে সেলাই করে দিতেন তুলসীবাবু। অবসর সময়ে পৌরোহিত্যে সংসার চালাতেন। ৩ মার্চ, ১৮৯৯ সালে কৃষ্ণনগরের গোয়ারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তুলসীবাবু। রেলে চাকুরীরত বাবার অকালমৃত্যুর পর মা নিস্তারিণী দেবীকে নিয়ে কলকাতায় এসে তাঁর প্রথম লক্ষ্যই ছিল একটা ভাল চাকরী জোগাড় করা। ভাল গান গাইতে পারতেন, বিশেষ করে কীর্তনাঙ্গের গান। কাকার অর্কেস্ট্রা পার্টির গ্রুপ ছিল। তুলসী চক্রবর্তীও সে দলে যোগ দিয়ে কীর্তন ও শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। পরে কাকা স্টার থিয়েটারে যোগ দিলে কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে চিৎপুরের এক মদের দোকানে বয়ের কাজ জোটালেন। কাকা খবর পেলে কাজ ছাড়তে হল। এরপর কাজ নিলেন ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে। সেখানে বেশিদিন মন টিকল না। বাড়ি থেকে পালিয়ে বর্মা গেলেন। যে জাহাজে পালালেন সেটিতে বোসের সার্কাস পার্টিও চলেছিল। সেখানেই চাকরি নিলেন। মাঝে মধ্যে শোয়ের ফাঁকে জোকারও সাজতেন। এভাবেই তিনি হাস্য-কৌতুকের প্রতি ঝোঁকেন।

তুলসী চক্রবর্তী সার্কাসে থেকে কিছু খেলা যেমন শিখলেন তেমনি শিখলেন উর্দু ও হিন্দী ভাষা । সার্কাসে তিনি ছয়মাস মত ছিলেন। চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন- 'শরীর থেকে জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ বেরচ্ছে দেখে চলে এলুম।' কাকা তখন তাঁকে ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কাজ জুটিয়ে দিলেন। সেখানে থিয়েটারের হ্যান্ডবিল ও পোস্টার ছাপা হত। তা দেখে তার অভিনেতা হতে ইচ্ছে করল।

জ্যাঠামশায়কে অনেক অনুরোধ করায় তিনি স্টার থিয়েটারে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে ঢোকালেন। সে সময় প্রেসে তার মাইনে ছিল ৩২ টাকা। স্টারে এলেন ৮ টাকার মাইনেতে!

তৎকালীন স্টার থিয়েটারের মালিক ছিলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই চোখে পড়ে যান অপরেশবাবুর। এই অপরেশবাবুই তালিম দেন তুলসী চক্রবর্তীকে। টপ্পা গান, পাখোয়াজ বাজানো- সব শিখেছিলেন। ১৯২০ সালে প্রথম স্টেজে অভিনয় করেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি স্টার থিয়েটারেই ছিলেন। পরে যোগ দেন, মন মোহন থিয়েটারে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪২টা নাটকে অভিনয় করেন। তুলসী চক্রবর্তীর সিনেমা শুরু ১৯৩২ সালে, নিউ থিয়েটারের 'পুনর্জন্ম' সিনেমায়। তাঁর শেষ সিনেমা মৃত্যুর আঠারো বছর পর মুক্তি পায় ১৯৭৯ সালে 'আমি রতন'।

সারাজীবনে ৩১৬ টি বাংলা ও ২৩ টি মত হিন্দী সিনেমা করলেও দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ১১ ডিসেম্বর ১৯৬১ তে হঠাৎ হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এই অভিনেতা। পয়সাও ছিল না চিকিৎসার জন্য। প্রচণ্ড দারিদ্রতা তো ছিলই, তার ওপরে নিজের বাড়ীটা দান করেছিলেন এলাকার দরিদ্র পুরোহিতদের জন্য। স্ত্রী উষারাণী দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন একমুঠো খাবারের জন্য।

রবিশঙ্করকে আর্শীবাদ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালীশঙ্কর দাস

রবিশঙ্করের মাথায় হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বাবার মত হও,দাদার মতো নাম কর। তারপর শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবৃত্তি। সেই আবৃত্তি চিরকালের মত রবিশঙ্করের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ম্যাজিক দেখাতেন। সেতার ও রবি শঙ্কর প্রায় সমার্থক , সেতার বাদনের জন্য তাঁর খ্যাতি গোটা পৃথিবীতে। আক্ষরিক অর্থে এক বিশ্বনাগরিক!

রবিশঙ্করের কথা আলোচনা হলে মাইহার, জর্জ হ্যারিসন, গ্র্যামি, সত্যজিৎ রায়ের কথা চলে আসবে। সত্যজিৎ রায়ের ছবির সুর করেছেন, আলি আকবর খাঁ'র সঙ্গে রবিশঙ্কর গড়ে তুলেছেন বিশ্ববন্দিত যুগলবন্দি। ছয়ের দশকের মাঝা মাঝি থেকে আটের দশকের মাঝা মাঝি সময় পর্যন্ত পণ্ডিত রবিশঙ্কর যা স্পর্শ করছেন তা যেন সব সোনা হচ্ছে। অবশ্য ছয়ের দশকের মাঝখানে যখন বিটল জর্জ হ্যারিসন তাঁর শিষ্য হওয়ায় নতুন যে এক খ্যাতি ভর করল সেটা এক কথায় রূপকথার নামান্তর। মাই হারে বাবা আলাউদ্দিনের আশ্রমে তিনি যখন সেতার শিখতে যাচ্ছেন তখন যৌবনের একেবারে ঊষালগ্নে। এর আগে দাদা উদয় শঙ্করের নাচের ট্রুপে দেশ- বিদেশে ঘোরা হয়েছে, তাঁর নিজের কথায় 'ওড়াউড়িও শুরু হয়েছে'।

কলকাতা শহরের সাথে রবিশঙ্করের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩২-৩৩ সালে। কাশী থেকে বিদেশ গিয়ে ছিলেন। প্রথমবার কলকাতায় এসে উঠলেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে এক হোটেলে। সেখানে থালায় আসত ভাত,মাছের ঝোল, অসম্ভব তৃপ্তি করে খেতেন। সেই অনুভূতি তাঁর কাছে ছিল একদম স্পেশাল। বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনকে দেখেছেন তাঁর সাথে কথা বলেছেন। রমাঁ রঁলাও থেকে বিশ্বের সেরা ব্যক্তিত্বদের প্রায় সবার সাথে দেখা ও কথাও হয়েছে, কিন্তু রবিশঙ্কর সব কিছুর উর্ধ্বে রাখতেন প্রথমবার রবীন্দ্রনাথকে নিজের চোখে দেখা,তাঁর থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্তি ও বিশ্বকবির নিজের গলায় আবৃত্তি শোনা। কবির সাথে দেখা করতে গিয়ে প্রণাম করেছেন। রবিশঙ্করের মাথায় হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বাবার মত হও,দাদার মতো নাম কর। তারপর শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আবৃত্তি। সেই আবৃত্তি চিরকালের মত রবিশঙ্করের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল।

বাংলার রবি তথা রবীন্দ্রশঙ্কর চৌধুরী রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর জীবনসঙ্গিনীরাও সে অর্থে কেউ ঠিক নেপথ্যচারিণী নন। প্রথমা স্ত্রী অসাধারণ গুণী সুরবাহার শিল্পী অন্নপূর্ণা। স্বামীর সঙ্গে আসরে যুগল বন্দী করেছেন। অনুরাগীরা অবশ্য আজও দুঃখ পান রবিশঙ্কর ও অন্নপূর্ণার মত দুই পারফেক শনিস্টের আরও দীর্ঘ ও দাম্পত্য ও যুগলবন্দী দেখতে পেলেন না। এই অভাব কোনওদিন পূরণ হওয়ার নয়। অন্নপূর্ণার বিখ্যাত ছাত্র নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা কথা, গুরু অনেক হয় তবে দিদির মত পারফেকশনিস্ট গুরু? বাপ রে!

বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা নোরা জোন্সের মা স্যু জোন্সকে খুব একটা প্রকাশ্যে আসতে দেখা যায়নি। কমলা চক্রবর্তী এক সময় রবিশঙ্করের অনুষ্ঠানে পিছনে বসে তানপুরা ছাড়তেন। তামিল, হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি সহ অনেকগুলো ভাষায় চমৎকার কথা বলতেন এই পরিশীলিত নারী। তিনি রবিশঙ্করের জীবনে বোধহয় অনেকটা কাব্যে উপেক্ষিতা নারী। স্বামী বিখ্যাত পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী প্রয়াত হওয়ায় উনি ফের মিলিত হন ওঁর কৈশোরকালের বন্ধু রবিশঙ্করের সঙ্গে। প্রথম যখন পরিচয় হয়েছিল আলামোড়ায়,কমলা তখন নিতান্তই ছোট তাই সে অর্থে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। অন্নপূর্ণার সাথে রবি শঙ্করের ছাড়াছাড়ির পরে সম্পর্ক নতুন করে দানা বাঁধে। অবশ্য সেই সম্পর্কে চিড় ধরে যেদিন কমলা জানতে পেরেছিলেন স্যু জোন্স কন্যা গীতালিকে নিয়ে ভারতে এসেছেন। বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা নোরা জোন্সের এই নামটা আছে আজও। কমলা, রবিশঙ্করের জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।১৯৮৭ সালে হায়দ্রাবাদে রবিশঙ্কর,সুকন্যার বিয়ে হয়। অনুষ্কার মা সুকন্যা। রক্তমাংসের মানুষ রবীন্দ্র শঙ্কর চৌধুরী, জীবনের চলার ঘাত-প্রতিঘাতের পরেও তিনি বিশ্ব বন্দিত পণ্ডিত রবিশঙ্কর, তাঁর চোখ দিয়ে অনেকেই ভারতবর্ষকে চেনেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ করে শাস্ত্রীয় এবং ধ্রুপদী সঙ্গীতের অন্যতম বিশ্ব প্রতিনিধি ছিলেন রবি শঙ্কর। বহু কষ্ট করে তিনি সঙ্গীত সাধনায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর গুরু পণ্ডিত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাকে কোনও সময়ে বঞ্চিত করেননি। তার একটি মাত্র কারণ শিষ্য রবিশঙ্কর ছিলেন একেবারে তাঁর কাছে পুত্রের মতো। পুত্রের মতো করে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁকে সঙ্গীত শিখিয়েছেন এবং মার্গ সঙ্গীত সম্পর্কে বহু তথ্য তাঁকে তুলে দিয়েছেন নিজের হাতে করে। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয় সঙ্গীতকে মর্যাদা দিতে শুরু করে। তার কারণ হচ্ছে এই প্রাচীন সভ্যতার দুটো মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারত এর পাশাপাশি ছিল উন্নতমানের সংস্কৃতি জগৎ যা সারা ইউরোপে মেলা ভার ছিল। রানি ভিক্টোরিয়া, রানি এলিজাবেথ পর্যন্ত সমস্ত রাজপরিবারের সদস্যরা ভারতীয় সঙ্গীতে মুগ্ধ ছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের নিজস্ব মহিলা গুপ্তচর ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

নেতাজি এই ১৬ বছরের লড়াকু মেয়েটিকে স্যালুট করে বলে ছিলেন; আমি জানতাম না আমা দের বাহিনীতে এত বড় বারুদ লুকিয়ে আছে। তুমি ভারতের প্রথম নারী গুপ্তচর। তুমি আমার ঝাঁসির রানি। ১৯৪২ সাল। রেঙ্গুন (বর্তমান মিয়ানমার)। শহরের সবচেয়ে ধনী এলাকাগুলোর একটিতে বাস করত এক ভারতীয় পরিবার। বাবা ছিলেন সোনার খনির মালিক। জন্ম থেকেই মেয়েটি দেখেছে অঢেল সম্পদ। দামি গাড়ি, রেশমি পোশাক আর হীরা-জহরত; এটাই ছিল তার শৈশব। তার নাম সরস্বতী রাজামণি। বয়স তখন মাত্র ১৫ কি ১৬ বছর বয়স। কিন্তু নিয়তি তার জন্য রাজ প্রাসাদ নয়, লিখে রেখেছিল জঙ্গল আর বারুদের গন্ধ।

সেদিন রেঙ্গুনে এসে ছেন ভারতের স্বাধীনতার শেষ আশা; নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। হাজার হাজার মানুষের সামনে তিনি বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা করলেন; তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরী রাজামণির শরীরের রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। তিনি সেই মুহূর্তেই নিজের গলার হার, হাতের বালা, কানের দুল;সব খুলে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ',এর তহবিলে জমা দিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে সেই বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল এক সেনা জিপ। জিপ থেকে নামলেন স্বয়ং নেতাজি। তিনি এসেছিলেন সেই গয়নাগুলো ফেরত দিতে। তিনি ভেবেছিলেন, আবেগের বশে ছোট মেয়েটি ভুল করেছে, এত দামি গয়না দান করার বয়স তার নয়। কিন্তু নেতাজির চোখের দিকে তাকিয়ে রাজামণি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন; নেতাজি, ওটা ভুল করে দিইনি। ওটা আমার দেশের জন্য দান। আর দান করা জিনিস আমি ফিরিয়ে নিই না।

নেতাজি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেয়েটির চোখে কোনো ভয় দেখলেন না, দেখলেন ইস্পাতের মতো জেদ। তিনি হাসলেন। নাম দিলেন;'সরস্বতী'। আর বললেন, তোমাকে আমার দলে চাই। কিন্তু বন্দুক হাতে নয়, তোমার কাজ হবে আরও কঠিন। 'রাজামণি'র মৃত্যু ও 'মণি'র জন্ম নেতাজির নির্দেশে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। মেয়েদের লম্বা চুল কেটে ফেলা হল। পরানো হল ঢিলেঢালা শার্ট আর প্যান্ট। সরস্বতী রাজামণি হয়ে গেলেন;'মণি'। তার সঙ্গী হলেন আর এক সাহসী মেয়ে; দুর্গা। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হল; গুপ্তচরবৃত্তি।

১৬ বছরের এক কিশোরী, যে কয়েকদিন আগেও পালঙ্কে ঘুমাতো, সে এখন ব্রিটিশ মিলিটারির মেস-এ কাজ করছে 'বয়' হিসেবে! তাদের কাজ ছিল ব্রিটিশ অফিসার দের জুতো পালিশ করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া আর চা পরিবেশন করা। ব্রিটিশ জেনারেলরা ভাবত, এরা তো সাধারণ স্থানীয় বাচ্চা ছেলে, এরা ইংরেজির কী বুঝবে? তাই তাদের সামনেই চলত যুদ্ধের গোপন মিটিং। ম্যাপ খুলে তারা দেখাত;কোথায় আইএনএ-র ওপর বোমা ফেলা হবে, কোন রাস্তা দিয়ে রসদ যাবে।

আর ঘরের কোণে জুতো পালিশ করতে করতে 'মণি'র কান থাকত খাড়া। তার মস্তিষ্ক দ্রুত রেকর্ড করে নিত প্রতিটি তারিখ, প্রতিটি কোড। কাজ শেষ করে বাথরুমে গিয়ে চিরকুটে সব লিখে, রুটির ভেতর বা জুতোয় লুকিয়ে সেই খবর পৌঁছে দেওয়া হতো নেতাজির ক্যাম্পে। দিনের পর দিন, মৃত্যুর সাথে এই লুকোচুরি চলতে লাগল।

সেই কালরাত্রিঞ্জ এক অসম সাহসের গল্প কিন্তু গুপ্তচরের জীবন মানেই প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়। একদিন সত্যি হল সেই দুঃস্বপ্ন। রাজামণির সঙ্গী দুর্গা ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। খবর এল, তাকে মিলিটারি জেলে আটকে রাখা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হবে কথা বের করার জন্য।

আইএনএ-র নিয়ম ছিল কঠোর; ধরা পড়লে নিজেকে শেষ করে দাও, কিন্তু ধরা দিও না। সবাই রাজামণিকে বলল, পালিয়ে এসো, ওখানে গেলে তুমিও মরবে। কিন্তু রাজামণি সেদিন বলেছিলেন; তআমার বন্ধু ধরা পড়েছে, আর আমি পালিয়ে আসব? এটা আমি হতে দেব না।

রাতের অন্ধকারে, ছেলেদের ছদ্মবেশে রাজামণি ঢুকে পড়লেন ব্রিটিশদের সেই কঠোর নিরাপত্তার দুর্গে। তিনি জানতেন প্রহরীদের দুর্বলতা। তিনি প্রহরীদের খাবারে ও চায়ে মিশিয়ে দিলেন শক্তিশালী আফিম। প্রহরীরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন চাবি চুরি করে তিনি খুললেন দুর্গার সেলের দরজা।

দুর্গাকে নিয়ে যখন তিনি জেলের পাঁচিল টপকাচ্ছেন, ঠিক তখনই বেজে উঠল সাইরেন। শুরু হল সার্চলাইটের আলো আর এলো পাথাড়ি গুলি। অন্ধকারে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ মনে হল আগুনের একটা গোলা এসে লাগল তার ডান পায়ে। একটা বুলেট রাজামণির পা ভেদ করে চলে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি। যন্ত্রণায় শরীর দুমড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি থামলেন না। কারণ থামলেই মৃত্যু;শুধু নিজের নয়, তার বন্ধুরও।

আহত পায়ে, রক্তক্ষরণ হতে থাকা অবস্থায়, তিনি আর দুর্গা পাশের গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা কুকুর নিয়ে তাদের খুঁজছে। বাঁচার জন্য রাজামণি আর দুর্গা একটি বিশাল গাছের ওপর চড়ে বসলেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে; টানা তিন দিন (৭২ ঘণ্টা) সেই গাছের ওপর বসে ছিলেন তারা। পায়ে গুলি, শরীর জ্বরে পুড়ছে, জল নেই, খাবার নেই। নিচে ব্রিটিশ পেট্রল ঘুরছে। একটু শব্দ হলেই সব শেষ। তিন দিন পর যখন ব্রিটিশরা হাল ছেড়ে চলে গেল, তখন তারা গাছ থেকে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পৌঁছালেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাম্পে।

নেতাজির স্যালুট ক্যাম্পে ফিরে যখন তিনি যন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান, তখন তাকে দেখতে এলেন নেতাজি। ডাক্তাররা যখন তার পা থেকে বুলেট বের করলেন, নেতাজি সেই ১৬ বছরের লড়াকু মেয়েটিকে স্যালুট করে বলেন; আমি জানতাম না আমাদের বাহিনীতে এত বড় বারুদ লুকিয়ে আছে। তুমি ভারতের প্রথম নারী গুপ্তচর। তুমি আমার ঝাঁসির রানি। নেতাজি তাকে জাপানের সম্রাটের দেওয়া পিস্তল উপহার দেন।

পাঠকদের দরবার

সানাই বাদক বিসমিল্লা খান

শঙ্করলাল কর্মকার

সকালে রোজ গঙ্গাস্নান করতেন। দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়তেন। তার পর সন্ধ্যায় রোজ বালাজি মন্দিরের চাতালে রেওয়াজ করতেন। কখনও দাঁড়িয়ে সানাই বাজাতেন না। শুধু বছরে এক দিন। মহরমের দিন। ওই একটা দিন তিনি রাস্তায় বেরিয়ে কোনও রাগ বাজাতেন না, বাজাতেন বিলাত গীতি নৌহা। প্রতিটি অনুষ্ঠানে 'রঘুপতি রাঘব' অবধারিত ছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলা পরিবেশন করতে করতে তিনি বলতেন, 'বাজাতে বাজাতে মনটা আমার বৃন্দাবনে চলে যায়।' সঙ্গীত, সুরের সেই পরিবেশন তখন আর শুধু পারফর ম্যান্স থাকত না, হয়ে উঠত মানবদর্শন। শৈশবের কথা বলতে গিয়ে বলতেন,' প্রতিদিন ভোর বেলা গঙ্গায় স্নান করে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তাম। তারপর বালাজি মন্দিরে গিয়ে সারাদিন সানাই বাজাতাম। কই, কোনোদিন তো অসুবিধা হয়নি।'

ব্রিটিশ ভারতে গোঁড়া মুসলিম পরিবারে জন্ম। জন্মদত্ত নাম 'কামরুদ্দিন'। কিন্তু পুত্রসন্তান হওয়ায় সানাইবাদক ঠাকুরদা বলে ফেলেন, ''বিসমিল্লা!'' অর্থাৎ, আল্লাহর নামে। সেই থেকেই তিনি 'বিসমিল্লা'। মাত্র ৬ বছর বয়সে বারাণসীতে চলে এসেছিলেন। মামা আলি বক্স 'বিলায়েতু' খান ছিলেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের সানাইবাদক। তাঁর কাছেই সানাই শেখা শুরু বিসমিল্লার। তাঁর সঙ্গে মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'ইলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্স'-এ যান কিশোর সানাইবাদক বিসমিল্লা।

স্বাধীনতার পর প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস। জওহরলাল নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করলেন প্রজাতন্ত্র দিবসের পদযাত্রায় সানাই বাজানোর জন্য। প্রথমেই নাকচ করে দিলেন।'--একমাত্র মহরমের দিন ছাড়া আমি দাঁড়িয়ে সানাই বাজাই না।' নেহেরু দিনটির গুরুত্ব বুঝিয়ে আবার অনুরোধ করায় রাজি হলেন। খাঁ সাহেব ভাবনায় পড়লেন, কী বাজানো যায়! হঠাৎ বেনারসের ঘাটে মাঝিদের গানের সুর কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলেন কী সুর বাজাবেন। সেদিন বাজালেন 'গঙ্গা দুয়ারে বানাইয়া বাজে'। সানাইয়ের সুরে সেদিন দেশবাসীর কাছে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের মেঠো সুর পৌঁছে দিতে চেয়ে ছিলেন তিনি।

৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হন বিসমিল্লাহ্ খান। তাঁর প্রয়াণে একদিন জাতীয় শোক ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয় বারাণসীর ফতেহমান গোরস্থানে। ভারতীয় সেনা একুশ তোপধ্বনিতে বিদায় জানিয়েছিল বৃদ্ধ সানাইবাদককে। বিসমিল্লার সঙ্গেই মাটি দেওয়া হয়েছিল তাঁর প্রিয় একটি সানাইকেও। তিনি নিজে বলতেন, 'বিভিন্ন ঘরানা থেকে ফুল তুলে এনে আমার সানাইয়ে ভরে দিই। তৈরি হয় গুলদস্তা।' সুরসম্রাট বিসমিল্লা খাঁ আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিসমিল্লা খানকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি জানতেন তার সেতার যেমন বিশ্ব লোকের মনকে জয় করেছে বিসমিল্লা খানের সানাই এর সুর বিশ্ববাসীর মনকে জয় করে নিয়েছে।দরবারি কানাড়া থেকে শুরু করে ভেরবী সুর সানাইতে সুর দিতেন বিসমিল্লা খান। তার সানাই ছিল সেই সময়ে আদরের বস্তু। কলকাতার শিল্পী মহল এই প্রতিভাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা দান করেছে। তিনি বেনারসকে ভলোবেসে ফেলেছিলেন। অতীতের সেই বেনারস আজকে যেন হারিয়ে গিয়েছে। এখনকার বেনারস ব্যবসা

যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল দ্বারা ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১২ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল যাত্রী চাহিদার উপর ভিত্তি করে ৫ (পাঁচ)টি ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যাতে অঞ্চলজুড়ে সুগম ভ্রমণ এবং উন্নত কনেক্টিভিটি নিশ্চিত করা যায়। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৫৪৮৩ (আলিপুরদুয়ার জংশন - দিল্লি) ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ট্রেন ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ১০.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ২১.৪৫ ঘন্টায় দিল্লি পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি হাসিমারা, দলগাঁও, বিন্নাগুড়ি, নিউ মাল জং., শিলিগুড়ি জং. বাগডোগরা, আলুয়াবাড়ী রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই, কাটিহার, নিউ বারাউনি জং., পাটনা জং, দীনদয়াল উপাধ্যায় জং., প্রয়াগরাজ জং., কানপুর সেন্ট্রাল, ইটাওয়া জং., আলিগড় জং., গাজিয়াবাদ ইত্যাদি স্টেশনে থামবে। ট্রেন নং. ০৫৯৩৬ (ডিব্রুগড় - কলকাতা) ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ডিব্রুগড় থেকে ১৭.২০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০০.৩০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি ধেমাজী, নর্থ লখিমপুর, হারমতী জং, রাঙাপাড়া নর্থ, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ী রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই, মালদা টাউন ইত্যাদি স্টেশনে থামবে। ট্রেন নং. ০৫৬৫৩ (আগরতলা - কলকাতা) ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আগরতলা থেকে ০৭.৩৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬.৪০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি নিউ করিমগঞ্জ, বদরপুর জং., গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ী, কিষাণগঞ্জ ইত্যাদি স্টেশনে থামবে। ট্রেন নং. ০৫৬৫০ (শিলচর - কলকাতা) ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শিলচর থেকে ০৫.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১২.০৫ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি বদরপুর, লামডিং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, ধূপগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ী রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই, কুমেদপুর, মালদা টাউন ইত্যাদি স্টেশনে থামবে। ট্রেন নং. ০৫৯৫৮ (নিউ তিনসুকিয়া - চেন্নাই সেন্ট্রাল) ওয়ান-ওয়ে স্পেশাল ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে নিউ তিনসুকিয়া থেকে ১৮.৪৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ০৪.৩০ ঘন্টায় চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি ডিব্রুগড়, ধেমাজী, নর্থ লখিমপুর, হারমতী, রাঙাপাড়া নর্থ, রঙিয়া জং., বরপেটা রোড, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ী, আলুয়াবাড়ী রোড, কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন, বর্ধমান, খড়গপুর, কটক, ভুবনেশ্বর, বিজয়নগরম জং., বিজয়ওয়াড়া জং, গুডুর জং. ইত্যাদি স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ এবং সময়সূচী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার পূর্বে এই বিস্তারিত বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS Fund of **N.I.e.T. No.-53/HPS/APAS/2025-26, 54/HPS/APAS/2025-26 & 55/HPS/APAS/2025-26**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **19/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - সংশোধনী

প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৪২, তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৫। **টেন্ডার নম্বরঃ ২৯২৫১০০২এ-এর সাপেক্ষে অনুগ্রহ করে টেন্ডার বন্ধের তারিখ** ১১.১২.২০২৫-এর পরিবর্তে ৩১.১২.২০২৫ পড়তে হবে। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-942/C)**

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
IREL (India) Limited

(পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্টস লিমিটেড)
রেয়ার আর্থস্ ডিভিশন, কোচি, কেরালা, ইমেলঃ purchase-red@irel.co.in
CIN: U15100MH1950GOI008187
An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Company

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, রেয়ার আর্থস ডিভিশন, উদ্যোগমণ্ডল, নিম্নলিখিত আইটেম / কাজের বিবরণের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেঃ

আইটেম / কাজের বিবরণ	জিইএম পোর্টালে দরপত্রের প্রাপ্যতা
সোডা অ্যাশ সংগ্রহ	১৩.১২.২০২৫

বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি দেখুনঃ
gem.gov.in,www.irel.co.in/tender-information https://eprocure.gov.in/cppp
উপরের দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী/ সম্প্রসারণ শুধুমাত্র উপরের ওয়েবসাইটগুলিতে হোস্ট করা হবে।

স্বা/-
cbc48145/12/0008/2526 জিএম অ্যান্ড হেড, আরইডি

Office of the Block Development Officer
Kalyani, Nadia.
KALYANI DEVELOPMENT BLOCK

Sealed tender is being invited by the undersigned vide **(1) eNIT No-WBNZP/BDO/KLY/NIT-26/2025-26, Vide Memo No-4456/BDO/KLY dated: 10.12.2025**. Application start date is 12.12.2025. Last date of Application 22.12.2025 up to 6.00 pm. For other details, visit https://tenders.wb.gov.in or see the Office Notice Board on all working days from 11:00 am to 5:00 pm.

Sd/-Block Development Officer
Kalyani Development Block

Bachhari Gram Panchayat
Shyampur-II Block

Notice Inviting e-Tender No.WB/HZP/SHYII/BGP/NIET751/25-26
e-tender is invited by the Pradhan, Bachhari Gram Panchayat for total 17(Seventeen) Nos. different works. Last date of submission of Bid(Online) **27/12/2025 at 02.10 pm**. Date of Opening of Bid(Online) **29/12/2025 at 2.10 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-Prodhan
Bachhari Gram Panchayat

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com

NOTICE INVITING Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender. Tender **(NITe)** No: **08/DGP/APAS/2025-26**, Dated: 11-12-2025. The last date for ONLINE submission of tender 20-12-2025 up to 11:00 Hours For details please visit website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.**

Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-7/BDO/25-26, **Dt.-11/12/2025** for 01 no scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2025_ZPHD_972829_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

আমঘাটায় রেলকর্তাদের পরিদর্শন, কৃষ্ণনগর-আমঘাটা রেল পরিষেবা নিয়ে বড় ঘোষণা!

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১২ ডিসেম্বর ঃ আমঘাটা স্টেশনে আবারও পরিদর্শনে এলেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এদিন স্টেশনে উপস্থিত হন এডিআরএম সহ একাধিক রেল আধিকারিক। কৃষ্ণনগর-আমঘাটা রেল পরিষেবা নির্বিঘ্নে চালাতে যারা দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন কর্মী ও আধিকারিককে বিশেষ সম্মান জানায় রেল কর্তৃপক্ষ। পরিদর্শন চলাকালীন আমঘাটা থেকে কৃষ্ণনগর রেলের বর্তমান সময়সূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রয়োজন হলে শীর্ষ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হতে পারে বলেও জানান এডিআরএম। ADRM-এর পরিদর্শনের খবর পেয়ে এদিন আমঘাটা স্টেশনে হাজির হন 'নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটি'-র সদস্যরা। তাঁরা রেলের আধিকারিকদের হাতে পুনরায় দাবি জানান-আমঘাটা থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল পরিষেবা যেন অবিলম্বে চালু করা হয়। এই প্রসঙ্গে এডিআরএম জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং রেলের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা

করে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিনের পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে আমঘাটা স্টেশন চত্বরে উৎসাহ ও প্রত্যাশার পরিবেশ তৈরি হয়।

সহদেব মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১২ ডিসেম্বর ঃ হরিপালের সহদেব গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং সহদেব অঞ্চল মেলা কমিটির পরিচালনায় হরিপাল শীতলাতলায় শুরু হলো ১৭ তম বর্ষের সহদেব মেলা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই মেলার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় আন্তর্জাতিক ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবী। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না, হরিপালের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পারমিতা ঘোষ, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা দোলুই অধিকারী, সহদেব মেলা কমিটির সভাপতি দেবাশীষ পাঠক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF. NO- 29/CH-IIPS/2025-26 DT. 11.12.2025 SL 01 to 2 (Tender ID- 2025_ZPHD_5001524_1 to2) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in & LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতি
চন্ডিতলা ঃ হুগলী

Corrigendum Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of **N.I.e.T No-51/HPS/APAS/2025-26 & 52/HPS/APAS/2025-26**. Documents and other details is available in the website https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **17/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার মহানায়ক উত্তম কুমার (কেএমইউকে) থেকে যতীন দাস পার্ক (জেডিপিকে) এবং এসপ্ল্যানেড (ইএসপিকে) থেকে সেন্ট্রাল (সেন্ট্রিকে) স্টেশনের মধ্যে টানেলে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত ইন্টারমিডিয়েট কলাম, দেওয়াল ও ছাদ মেরামতি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,২০,৮১,৪৪১.৭৭ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,১০,৪০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৯(নয়) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৪৩-২০২৫-(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

বিধায়কের উদ্যোগে বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ে বসলো পরিশ্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১২ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বালির বিধায়ক রানা চ্যাটার্জির বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বালি

জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ে বসলো পরিশ্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন। দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি ছাত্র থেকে শিক্ষক সকলেই। বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জির বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প তহবিলের প্রাপ্ত অর্থে ঠান্ডা পানীয় জলের সরবরাহকারী মেশিন স্থাপন করা হলো বালি জোড়া অশ্বত্থতলা বিদ্যালয়ে। শুক্রবার সকালে বিধায়কের উপস্থিতিতেই এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে এরজন্য বিধায়কের প্রতি এদিন বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এর আগেও ওই স্কুলে বিধায়কের প্রচেষ্টায় সোলার প্যানেল বসানো হয় বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৌশিক ঘোষ বলেন, 'বালি এলাকার বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিধায়কের কাছে আমাদের দাবি ছিল স্কুলের ছেলেরা যাতে পরিশ্রুত ঠান্ডা পানীয় জল পায়। স্কুলে যে সমস্ত ছাত্ররা পড়ে তাদের অধিকাংশেরই আর্থসামাজিক অবস্থা ভালো নয়। তাই তারা বাড়ি থেকে ফিল্টার জল স্কুলে আনতে পারে না। এখন থেকে স্কুলের ছেলেরা মিড ডে মিলের পাশাপাশি পরিশ্রুত ঠান্ডা পানীয় জল পাবে। এটা ছাত্রদের ভীষণভাবে কাজে দেবে। বিশেষ করে গরমকালে খুব উপকার হবে। এই বিদ্যালয়ে ছাত্ররা মিড ডে মিল পায়। খেলার মাঠ রয়েছে তাদের জন্য। এখন থেকে তারা স্কুলে এসে পরিশ্রুত পানীয় জলও পাবে। এর ফলে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার আরও বাড়বে বলে আমরা আশা করছি। আমরা বিধায়কের কাছে আরও একটি বিষয়ে কৃতজ্ঞ যে আমাদের বিদ্যালয়ে গত ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ১০ কিলোওয়াটের একটি সোলার প্যানেল বসেছে। বিধায়কের মাধ্যমেই এটি করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে খরচ সাশ্রয় হয়েছে।' এদিন বালির বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জী বলেন, 'এই স্কুল বালি অঞ্চলের অত্যন্ত প্রাচীন একটি স্কুল। একটি ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন যাতে বসানো হয় স্কুলের তরফ থেকে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আমার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থানুকুল্যে এটির আজকে উদ্বোধন হলো। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে পাথেয় করে এটি আমাদের ছোট একটি প্রয়াস মাত্র। ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেকোনও প্রয়োজনে আমরা আছি। শিক্ষাক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্প প্রচুর আছে। আমরা আশা করি আগামী দিনে আরও যা কিছু দাবিদাওয়া রয়েছে সেগুলোও আমরা পূরণ করতে পারব।'

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বাতিল

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্ব প্রকাশিত **ই-টেন্ডার নংঃ ২০২_২০২৫-২৬ অ্যান্ড ২০৩_২০২৫-২৬ প্রযুক্তিগত কারণে ১১.১২.২০২৫ তারিখে বাতিল করা হয়েছে।** (HWH-457/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **সুদীপ সরকার**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **আনন্দ ঘোষ**
ঠিকানাঃ **সমাজপাড়া, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I-1257, 11.03.2019**
নং বহি —— নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-3303, 25.11.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/ —— / 0702/ ——**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
আনন্দ ঘোষ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-118, L.R. দাগ-151,155,156 L.R. Khatian 260, 170
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সুদীপ সরকার**
পিতা ঃ মৃত নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকার
ঠিকানাঃ রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫২০১

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি-১৭৯-I-২০২৫-এনআইটি, তারিখ ১০.১২.২০২৫। চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদির থেকে ই-টেন্ডারিং প্রণালীর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি-১৭৯-I-২০২৫, কাজের নাম :** এলএলএইচ - পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া ওয়ার্কশপে ইএমইউ কোচের পিওএইচ শুরু করার জন্য পিটের ব্যবস্থা সহ নিবেদিত রোড কাম রেল ট্র্যাক, ওএইচই লাইনের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত ২৫ কেভি এসি সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড ইক্যুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার ইত্যাদির ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ তৎসহ বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ২,৪৪,৮৯,৯৩০.৩০ টাকা। **বায়নামূল্য :** ২,৭২,৫০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপত্র জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে পূরণ করা এবং সকল নথিপত্র সহ টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিস বোর্ডে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। (CON-55/2025-26)

ওয়েবসাইট : **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭১৯, তারিখ : ১১.১২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং. ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫১২। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনের ঝুঁকিপূর্ণ এলসি গেটে সিসিটিভি ইনস্টলেশনের প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৮৭,০৭৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৯,৮০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৫.০১.২০২৬ দুপুর ৩টে। **ক্র.নং. ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫১৬। কাজের নাম:** বিডব্লুএন ইয়ার্ডে সিসিটিভি ইনস্টলেশনের প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭,৯৪,০৮৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১৫,৯০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.০১.২০২৬ দুপুর ৩টে। **ক্র.নং. ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৬৯-আর২। কাজের নাম:** (i) এইএন/বিডিসি-র অধীনে বিডিসি (৩টি), এমওয়াইএম (১টি) ও বিওআই (১টি)-তে ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ওএইচ ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপন তৎসহ পাইপলাইন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (ii) এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে বিডব্লুএন (৪টি)-তে ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ওএইচ ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপন তৎসহ পাইপলাইন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (iii) ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এলএলএইচ (২টি), এসএইচই (১টি) ও টিওকে (১টি)-তে ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ওএইচ ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপন তৎসহ পাইপলাইন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩০,৬৫,৬৫৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৬১,৩০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০১.০১.২০২৬ দুপুর ৩টে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১৮০ দিন প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-455/2025-26)

ওয়েবসাইট : **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নবদ্বীপে পৌরসভার শিশু শিক্ষা অভিযানে-সুপার ভাইজার পদে স্বয়ং কাউন্সিলর! অভিযোগে ডেপুটেশন বিজেপির!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১২ ডিসেম্বর ঃ নবদ্বীপ পৌরসভার অধিনে শিশু শিক্ষা অভিযান দপ্তরে সুপার ভাইজার পদে নিয়োগ হয়েছিল সম্পূর্ন বেনিয়মে, এই অভিযোগ তুলে সরব হলো বিজেপির একাংশ। এদিন বিজেপির নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সদস্য আনন্দ দাস সহ হাতেগোনা গুটি কয়েক কর্মী নিয়ে তারা শহরের সরকার পাড়া SI অফিস ও পৌরসভায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে, অভিযোগকারী আনন্দ দাসের বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরে ঐ পদে বহাল রয়েছে নবদ্বীপ শহরে ১৬ নাম্বার ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার। ওই নিয়োগটি হয়েছিল সম্পুর্ন অবৈধ নিয়োগ, অবিলম্বে সেই নিয়োগ বাতিল করতে হবে, পাশাপাশি তিনি আরও জানান ওই পদে যিনি রয়েছেন তার এতোদিনের প্রাপ্য বেতন ফেরাতে হবে ও তাকে যে বা যারা নিয়োগ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে নবদ্বীপের ১৬ নাম্বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিতাই চন্দ্র দাস- বলেন ২০২৪ সালে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, তিনি বলেন সেই সময়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছিল এবং সেই নিয়োগের জন্য যা যা নিয়ম বা শর্ত তা মেনেই হয়েছিল, সেই নিয়ম গুলো হলো এই পদে কেবল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকই থাকতে পারবে, এবং সর্বাধিক পাঁচ বছরে জন্য তাকে নিয়োগ থাকতে পারবে। নিতাই চন্দ্র দাসের সাফাই সে সময় তেমন কাউকে পাওয়া পাওয়া যায় নি বলেই তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, কারন তিনি ২০২৩ সালে অবসর গ্রহন করেন। সেখানেও উঠতে শুরু করেছে তৃণমূলের স্বজন পোষণ, কারন গোটা নবদ্বীপ শহরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা কি আর ছিলো না? তবে কি এই নিয়োগও হয়েছিল বড়সড় দুর্নীতি? যদিও বিজেপির এই কর্মসূচী ঘিরেও উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন, কারন তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ, সহ নিয়োগ দূর্নিতির মতো এতো বড় ইস্যুতে আনন্দ দাস আর গুটি কয়েক বিজেপি কর্মী ছাড়া কোন নেতৃত্ব এমনকি কোন মন্ডলের মন্ডল সভাপতিকেও দেখা যায় নি এই কর্মসূচীতে। পাশাপাশি আনন্দ দাস যে লিখত অভিযোগ করেছেন তা দলীয় কোন প্যাডেও নয়। আর এখানেই উঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন! বিজেপির জেলা সভাপতি সহ কোন মন্ডল সভাপতির অনুমতি বা তাদের না জানিয়েই এই কর্মসূচী নিয়েছে আনন্দ দাস, নাকি নবদ্বীপেও চলছে বিজেপির চাপা গোষ্ঠীকোন্দল?

কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট পদের তালিকাভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

নং.ঃ এইচ/এইচভিএস/২০২৫ তারিখ ঃ- ০৯/১২/২০২৫

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট (এল/এ)/কাটিহার ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে অবস্টেট্রিক্স ও গাইনোকলোজি ও অফথালমোলজিস্ট বিশেষজ্ঞের প্রতিটি বিভাগে অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) পদে নিযুক্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।

শর্তাবলী:-(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত পেশাগত কাজে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা। (২) **বয়স প্রোফাইল:-** প্রথমবারের মতো নিয়োগের সময়, বয়স ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে; অব্যাহত নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর।

(৩) বর্তমান সম্মানী ভাতার হার:

সময়	বিশেষজ্ঞ
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ৪ ঘন্টা	৭৮,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ৪ ঘন্টা	৪৮,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
২ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ৪ ঘন্টা	২৪,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
অথবা	
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ২ ঘন্টা	৫২,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ২ ঘন্টা	৩২,০০০/- টাকা প্রতি মাসে
২ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ২ ঘন্টা	১৬,০০০/- টাকা প্রতি মাসে

ছুটির অধিকার ঃ এইচভিএস-দের প্রতি বছর ১২টি (বারো দিন) ছুটি নেওয়ার অনুমতি রয়েছে এবং ১২ দিনের বেশি অনুপস্থিতির জন্য নিম্নোক্ত তালিকা অনুসারে টাকা কাটা হবে:

এইচভিএস বিশেষজ্ঞ	প্রতিদিন ৩২৫০/- টাকা	প্রতিদিন টাকা কাটার এই হিসাব সংশ্লিষ্ট এইচভিএস-এর জন্য প্রদত্ত মাসিক সম্মানীর উপর ভিত্তি করে।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ **০১-০১-২০২৬** তারিখে **১৩:০০** টা। গ্রহণ করা আবেদনপত্র খোলার তারিখ ও সময় **০১-০১-২০২৬** তারিখের **১৫:০০** টায়। যেকোনো প্রশ্ন/স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে **৯১-৯৭৭১৪৪১৫০৩** নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা **cms.kir@gmail.com** ইমেল করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :- চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার-৮৫৪১০৫ (বিহার), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

ওয়াক ইন ইন্টারভিউ ঃ ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়।

স্থান ঃ ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার।

বিস্তারিত শর্তাবলী এবং নথি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, W/S, Br-XI. J. UNIT, KMC Invites e-Tender for the following works:

1) **NIT NO. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/206/2025-26 (1st call)** Name of the Work: **Restoration of W/S pipeline by leak repair, valve repair etc. at Bandipur road, Chakdah govt. colony & diff. Bye lanes in wd no 114, Br-XI;** Estimated Amount: **Rs. 2,94,031.19;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00 ;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date of receipt/opening of Tender (Online): **08.01.2026-5 P.M/ 13.01.2026 - 11 A.M;**

2) **NIT NO.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/205/2025-26 (1st call)** Name of the Work: **Repair and maintenance of W/S main line leak repair, shifting house connection with pipe and fittings and install S.V with chamber with allied works at Sarat Pally Niranjan Pally C block, Vivekananda road surroundings in wd no 113, Br-XI;** Estimated Amount: **Rs. 4,65,039.45;** Earnest Money: **Rs. 9,500.00;** Period of Completion: **30 Days;**

3) **NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/202/2025-26 (1st call)** Name of the Work: **Repair of w/s networks dammage by S & D DEPTT. With leaks repair, house connection, cap wash disinfecation etc at South Roy Nagar, Beltala and Bandey Ali Pally area in ward no-112, BR-XI;** Estimated Amount : **Rs. 4,57,067.25;** Earnest Money : **Rs. 9,300.00;** Period of Completion : **30 Days;**

4) **NIT NO. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/201/2025-26 (1st call)** Name of the Work : **Restoration of W/S grid system by laying of 150 mm dia di pipe dammaged by S & D work at Sarat Pally in Ward no.-113 Br-XI;** Estimated Amount: **Rs. 1,83,617.13;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **7 Days;**

5) **NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/200/2025-26 (1st call)** Name of the Work: **Laying of 100 mm dia di pipe at R-73 Kamdahari, K-53 Bose para, F-4 Brahmapur place and other place in wd no-111.Br-XI;** Estimated Amount: **Rs. 3,68,488.25;** Earnest Money: **Rs. 7,500.00;** Period of Completion: **21 Days;**

6) **NIT No. EE(WS)/BR-XI/NIeT/199/2025-26 (1st call)** Name of the Work : **Restoration of W/S pipe line by cutting flushing, leak repair S.V installation with allied works at Bansdroni Park and H.L Sarkar Road surroundings area in WD no 113, BR-XI;** Estimated Amount : **Rs. 2,64,379.89;** Earnest Money: **Rs. 5,500.00;** Period of Completion: **27 Days;**

7) **NIT NO. EE(WS)/BR-XI/NIeT/198/2025-26 (1st call)** Name of the Work: **Improvement of W/S service main by cutting flushing, pipe change, shifting connection installing 150 MM DIA S.V with chamber etc at Palpara, Bansdroni Place and Shitala Parak DIFF. Bye lanes in wd no 113, BR-XI;** Estimated Amount: **Rs. 4,64,144.23;** Earnest Money: **Rs. 9,300.00;** Period of Completion: **35 Days;**

8) **NIT No. EE(WS)/BR-XI/NIeT/197/2025-26 (1st call)** Name of the Work: **Restoration of W/S service pipe leaks repair, cutting and flushing, stand post repair, disinfecation etc at Baghajatin E, G & SPD block, Fulbagan area diff. bye lane under ward no-101;** Estimated Amount: **Rs. 2,89,814.04;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **30 Days**

9) **NIT No. EE(WS)/BR-XI/NIeT/196/2025-26 (1st call)** Name of the Work : **Repair of W/S pipe line leaks, stand post repair with shifting, extension of pipe disinfecation etc. at Ganguli Bagan Ashoke Road Rabindrapally B Block etc. in ward no-101;** Estimated Amount : **Rs. 4,65,280.04;** Earnest Money : **Rs. 9,500.00;** Period of Completion : **30 Days;**

10) **NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/195/2025-26 (1st call)** Name of the Work: **Repair of W/S service pipe dammage by S&D DEPTT. With leaks repair, house connection, cap wash, disinfection etc. at Naba Pally Bottala Bazar Congress Pally etc. in ward no 112;** Estimated Amount: **Rs. 4,75,305.51;** Earnest Money: **Rs. 9,600.00;** Period of Completion: **30 Days**

11) **NIT NO. EE(WS)/BR-XI/NIeT/194/2025-26 (1st call)** Name of the Work : **Restoration of W/S service pipe dammage by S & D DEPTT, by leak repair, cutting flushing, house connection, S.V install with chamber, restore contamination and disinfecation etc at Naba Pally, south roy nagar and green view in ward no-112;** Estimated Amount: **Rs. 4,78,733.08;** Earnest Money: **Rs. 9,600.00;** Period of Completion: **35 Days;** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **07.01.2026 - 5 P.M / 10.01.2026 - 11 A.M** (for Sl. No. 2 to 11); The bid forms and other details are available from the Website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 11).

The Executive Engineer (W/S), GRU, KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works :

1) **NIT No: KMC/WS/GRU/2526/139/012 (1st call)** Name of the Work: **Laying 100 MM dia di pipe line near PRE. NO. V-245/1, V-238, V-239/F, V-238/F, V-239/1, V-248/1 ETC. Heder Ara Lane in ward no-139, BR-XV;** Estimated Cost: **Rs. 2,25,476.37;** Earnest Money: **4,510.00;** Period of Completion: **30 Days;**

2) **NIT No: KMC/WS/GRU/2526/140/020 (1st call)** Name of the Work: **laying 100 MM dia di pipe line near PRE. No. Y-169/9, Y-161/3, Y-161/1, Z5-12C to Z5-108/1 and X-48, X-50, X-49, X-44 etc. Kanchantala Road, ward no-140, BR-XV;** Estimated Cost: **Rs. 2,05,666.49;** Earnest Money: **4,114.00;** Period of Completion: **30 Days;**

3) **NIT No: KMC/WS/GRU/2526/138/015 (1st call)** Name of the Work: **Development of water supply network by laying 100MM DIA. Di pipe line near Y-98, Y-100/C/3 Madarsaheb Math Lane and Y-324/A, Y-326/1 Madar Saheb Math RD and T-21/A/6, T-21/C/1 Herumath Lane in ward no-138, BR-XV;** Estimated Cost: **Rs. 1,75,791.10;** Earnest Money: **Rs. 3,516.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last date of Submission of Bid: **09.01.2026 - 10.55 PM** (for Sl. No. 1 to 3); Tender will be opened on: **12.01.2025 - 12.15 PM** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from : **16.12.2025 - 5 PM** (for Sl. No. 1 to 3); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The Executive Engineer/WS/Central, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :

1) **NIT No. KMC/WS/C/BR-III/APAS/30/01/25-26** Name of the Work : **Development of filter water supply at Motilal Sen Lane under ward 30;** Estimated Cost: **Rs. 2,99,609.82; Earnest Money : Rs. 6,000.00;** Period Of Completion : **15 days;** Last date and time of online submission of bid : **06.01.2026 at 1 P.M.;** Tender will be opened on **: 08.01.2026 at 1.30 P.M.;**

2) **NIT No. KMC/EE/WS/C/MAN/30/2M/2025-2026** Name of the Work: **Repairing and renovation of drinking water pipe lines and stand post at different places in ward no-30;** Estimated Cost : **Rs. 1,49,663.50;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **15 days;** Last date and time of online submission of bid : **08.01.2026 at 12 PM;** Tender will be opened on : **10.01.2026 at 12 PM;**

3) **NIT No. KMC/WS/C/BR-III/APAS/33/01/25-26** Name of the work : **Improvement of F.W supply by laying D.I service main at 47 Narkel Danga Main Road and its surrounding areas in ward no-33 under BR-III;** Estimated Cost : **Rs. 4,98,965.56;** Earnest Money :**Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **15 days;**

4) **NIT No. KMC/WS/C/BR-III/APAS/14/02/25-26** Name of the Work: **Improvement of filter water supply at 108/8/1E Ultadanga Main Road with surrounded area in WD-14,BR-III;** Estimated Cost : **Rs. 2,98,213.66;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period Of Completion: **15 Days;** Last date and time of online submission of bid : **08.01.2026 at 1 P.M.** (for Sl. No. 3 & 4); Tender will be opened on : **10.01.2026 at 1.30 P.M.** (for Sl. No. 3 & 4);

5) **NIT No. KMC/WS/C/BR-III/29/08/25-26** Name of the work : **Improvement of F.W supply by replacing 100 MM dia service main at 15/8B Narkel Danga North Road and its surrounding area in ward no-29;** Estimated Cost : **Rs. 1,98,153.05;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period Of Completion : **15 days;**

6) **NIT No. KMC/WS/C/BR-III/APAS/14/01/25-26** Name of the Work : **Improvement of filter water supply at 17C, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in ward no-14;** Estimated Cost : **Rs. 1,97,618.16;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period Of Completion : **10 days;** Last date and time of online submission of bid : **05.01.2026 at 1 P.M.** (for Sl. No. 5 & 6); Tender will be opened on : **07.01.2026 at 1.30 P.M.** (for Sl. No. 5 & 6);

7) **NIT No. KMC/WS/C/BR-III/APAS/31/13/25-26** Name of the Work : **Improvement of filter water at 38B Motilal Basak Lane and its surrounding area in ward no. 31;** Estimated Cost : **Rs. 2,99,283.28;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period Of Completion : **15 days;** Last date and time of online submission of bid : **24.12.2025 at 4 P.M.** (for Sl. No. 7); Tender will beopened on : **26.12.2025 at 4 PM** (for Sl. No. 7); The bid forms and other details will be available on the website: **http://wbtenders.gov.in.** (for Sl. No. 1 to 7); For any addendum or corrigendum, please refer to the website : **http://wbtenders.gov.in.** (for Sl. No. 1 to 7).

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/WS/EE/SSU/W-129/15/25-26/146 Published in this Newspaper on 18.11.2025 **(Key No. 1414(25-26)** of **Water Supply S.S. Unit** (Sl. No. 5). The Last date and time of submission of tender extended upto **08.01.2026 - 3 pm** instead of 08.12.2025 upto 2 pm. and tender will be opened on **10.01.2026 at 3 pm** instead of 10.12.2025 at 2 pm. All other data will be remain same. **1690/25-26**

অফবিট

রান্নাঘরের ঝাঁজেই শেষ হল দুই দশকেরও বেশি সময়ের দাম্পত্য

পেঁয়াজ-রসুনেই ভাঙল ২৩ বছরের সংসার, বিবাহবিচ্ছেদ বহাল রাখল গুজরাট হাইকোর্ট

গুজরাটের আহমেদাবাদের এক দম্পতির বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেল এমন এক কারণকে কেন্দ্র করে, যা অনেক পরিবারের কাছে যাঁদের ধর্মীয় আচারে পেঁয়াজ-রসুনকে অপবিত্র বলে মনে করা হয় এবং তাঁদের খাদ্যে তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। প্রথমে বিষয়টি দেখে মনে হয়েছিল সাধারণ গৃহস্থালি বিষয়-যা হয়তো বোঝাপড়া বা পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীলতার সাহায্যে

হয়তো সামান্য অভ্যাসগত পার্থক্য-কিন্তু তাঁদের কাছে তা রূপ নিয়েছিল অভ্যন্তরীণ অশান্তি, অনৈক্য ও দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ক্লান্তির উৎসে। পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া ও না-খাওয়া নিয়ে দাম্পত্য কলহ ২৩ বছরের বিবাহিত সম্পর্কে এমন গভীর ফাটল ধরায় যে শেষমেশ বিচ্ছেদই হয়ে ওঠে একমাত্র পথ। পারিবারিক আদালতের দেওয়া বিবাহবিচ্ছেদের রায়কে বহাল রেখেছে গুজরাট হাইকোর্ট। ফলে পরিণতি হল-একটুখানি রান্নাঘরের ঝাঁজেই শেষ হল দুই দশকেরও বেশি সময়ের দাম্পত্য।

দাম্পত্যের শুরুতেই মতভেদ, শেষপর্যন্ত বিচ্ছেদ ঃ

২০০২ সালে বিয়ে করেন আহমেদাবাদের ওই দম্পতি। বিয়ের প্রথম কয়েক মাস কাটতেই প্রকাশ্যে আসে তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গুরুতর মতভেদ। স্বামী এবং তাঁর পরিবার পেঁয়াজ-রসুনসহ খাবার খেতেন। অন্যদিকে স্ত্রী ছিলেন স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত, সহজেই মিটে যেতে পারে। কিন্তু ক্রমে এই ছোট পার্থক্যই তাঁদের সম্পর্কের ভিত নড়বড়ে করে দেয়। দিনদিন বাড়তে থাকে তর্কাতর্কি, ক্ষোভ এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। স্ত্রী আদালতকে জানান, তিনি নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করে কোনও ভাবেই পেঁয়াজ-রসুনযুক্ত রান্নাঘরে থাকতে চাননি। অন্যদিকে স্বামী বলেন, তিনি এবং তাঁর পরিবার বহুদিন ধরে এই ধরনের খাবারেই অভ্যস্ত-এতে পরিবর্তন আনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিবাদ চরমে পৌঁছনোর পর পারিবারিক আদালত পরিস্থিতি সামাল দিতে একটি আপাত সমাধানের পথ দেখায়। আদালতের নির্দেশে স্বামীর মা-অর্থা শ্বাশুড়ি-রান্নাঘরকে দুই ভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা রান্না করার চেষ্টা করেন। একদিকে পেঁয়াজ-রসুনসহ খাবার, অন্যদিকে পুত্রবধূর জন্য নিরামিষ সবিক খাবার। যদিও এই ব্যবস্থা কিছুদিন চলেছিল, কিন্তু তাতেও সমাধান আসেনি। অভিযোগ উঠেছে, রান্নার সময় দুর্গন্ধ, বাসনের ভাগাভাগি, রান্নার পদ্ধতি-এসব নিয়ে আবারও তৈরি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ফলে দাম্পত্যের দূরত্ব আরও বাড়তে থাকে।

দাম্পত্য ভাঙনের কারণ হিসেবে ধর্ম ও খাদ্যাভ্যাস-হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণঃ পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে ওঠায় স্ত্রী আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন। পারিবারিক আদালত বিস্তৃত শুনানির পর বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে। এই রায়ের বিরুদ্ধে স্বামী হাইকোর্টে যায়। তবে শোনা যাচ্ছে, স্ত্রী হাইকোর্টে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে কোনও আপত্তিই জানাননি-শুধু খোরপোশ বা ভরণপোষণের বিষয়ে তাঁর দাবি ছিল। গুজরাট হাইকোর্টের বিচারপতি ভিশেন এবং বিচারপতি থাকোরের বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানান-এই বিবাদ কেবল সাধারণ পারিবারিক ইস্যু নয় বরং উভয় পক্ষের ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের গভীর পার্থক্যই সম্পর্কের অবনতির মূল কারণ। আদালত স্পষ্ট জানায়, ধর্মীয় আচার ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে দুই পক্ষের সংঘাত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল, যা দাম্পত্যের ভিত্তিকে নষ্ট করেছে এবং দম্পতির পক্ষে একসঙ্গে বসবাস অসম্ভব করে তুলেছে। এমন পরিস্থিতিতে পারিবারিক আদালতের বিচ্ছেদের রায় ' বলেই মনে করে হাইকোর্ট। ফলে বিয়েবিচ্ছেদের রায় বহাল থাকে। যদিও স্ত্রী বিচ্ছেদের রায়কে চ্যালেঞ্জ করেননি, তিনি আদালতের কাছে ভরণপোষণের দাবিতে স্থির ছিলেন। তাঁর যুক্তি-দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে তিনি কর্মজীবনে এগোতে পারেননি, ফলে বিচ্ছেদের পর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। এই খোরপোশ বা ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়টি এখনও আদালতের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে।

এই ঘটনা সমাজে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বহু মানুষের প্রশ্ন-পেঁয়াজ-রসুনের মতো ' খাবার নিয়ে কি সত্যিই ২৩ বছরের সংসার ভেঙে যেতে পারে? অনেকে বলছেন, ছোট ছোট মতপার্থক্যও সময়ের সঙ্গে জমে গিয়ে ব। সংকটে পরিণত হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি শুধুই পেঁয়াজ বা রসুন নয়, এর গভীরে রয়েছে-ধর্মীয় বিশ্বাস,পারিবারিক মূল্যবোধ,

অপর পক্ষের প্রতি সহনশীলতা ও সমঝোতার অভাব,

এবং দাম্পত্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার জায়গায় টানাপোড়েন। আজকের দিনে, যেখানে সমাজ ক্রমশ বহুত্ববাদী হয়ে উঠছে, সেখানে দাম্পত্য জীবনে খাদ্যাভ্যাসের মতো বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক পক্ষের বিশ্বাস অন্য পক্ষকে মানাতে বাধ্য করা-এটি অনেক সময়ই সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে। ২৩ বছরের সম্পর্কের সমাপ্তি বেদনাদায়ক হলেও আদালত মনে করেছে, দু'পক্ষের পক্ষে আলাদা হওয়াই তাঁদের মানসিক শান্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য উত্তম। খাদ্যাভ্যাস ও ধর্মীয় অনুশীলন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়-এটি কোনও পক্ষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আর এই অমিলই শেষমেশ তাদের এক সময়ের সুখী সংসারটিকে ভেঙে দিল।

পুরুষের সংকটে 'অস্থায়ী স্বামী' ভাড়া ঃ লাটভিয়ার জনসংখ্যা সঙ্কট নতুন সামাজিক বাস্তবতা গড়ছে

ইউরোপের এক ছোট দেশ লাটভিয়াকে ঘিরে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে তুমুল আলোচনা চলছে। কারণ, দেশটিতে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা এতটাই বেশি যে বহু নারী বাধ্য হয়ে ' স্বামী' ভা।। করছেন! শুনতে যেন জনপ্রিয় কোনও সিনেমার দৃশ্য, কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ বাস্তব এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা লাটভিয়ার সমাজ, অর্থনীতি এবং ব্যক্তিজীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনছে। ইউরোপের বেশ কিছু দেশেই জন্মহার কম, জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, তা সকলেরই জানা। কিন্তু লাটভিয়ার সংকটটি আলাদা। এখানে শুধু জনসংখ্যা কম নয়, পুরুষ ও নারীর অনুপাতে রয়েছে ভয়াবহ অসামঞ্জস্য। দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট-এর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, লাটভিয়ায় পুরুষের তুলনায় প্রায় ১৫.৫ শতাংশ বেশি মহিলা। ইউরোপের অন্য দেশগুলিতে যেখানে লিঙ্গ অনুপাতের গড় বিচ্যুতি সাধারণত ৫ শতাংশের মধ্যে থাকে, সেখানে লাটভিয়ার এই সংখ্যা প্রায় তিনগুণ। এই পরিসংখ্যান শুধু যুব সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সি নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। অর্থাৎ দেশজুড়েই এক ভয়াবহ ভারসাম্যহীনতা। এর প্রভাব নেমে এসেছে সর্বত্র-শিক্ষায়, কর্মসংস্থানে, পরিবারে, এমনকি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। এই অস্বাভাবিক লিঙ্গ অনুপাতের ফলে লাটভিয়ায় বিবাহযোগ্য পুরুষের চাহিদা আকাশছোঁয়া। এমন ঘটনাও নাকি অস্বাভাবিক নয় যেখানে একজন পুরুষ সমান সময়ে ১০ থেকে ১২ জন মহিলার কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাচ্ছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, দেশটির নারীরা ক্রমশ বিবাহ বা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছেন। একদিকে রয়েছে সামাজিক চাপ, অন্যদিকে রয়েছে উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব। ফলত, বহু নারী বাধ্য হচ্ছেন অত্যন্ত ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতে-' স্বামী' বা পেইড কম্প্যানিয়ন ভাড়া করা। এই নতুন প্রবণতা লাটভিয়ার সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। দেশটিতে এখন বেশ কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা পুরুষ ' দেওয়ার কাজ করছে। প্রয়োজন অনুযায়ী নারীরা বুকিং করছেন-সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া, পরিবারকে দেখানো, বিদেশভ্রমণ বা স্রেফ সঙ্গ হিসেবে কয়েক দিনের জন্য কাউকে পাশে পাওয়া-এমন নানা কাজে চাহিদা বাড়ছে 'অস্তায়ী স্বামী'দের। এই সংস্থাগুলোর দাবি, তাঁদের সমস্ত পুরুষ কর্মীদের রয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ, তাঁরা সৌজন্য, আচরণ ও নিরাপত্তাবিধির ওপর জোর দেন,এবং শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বুকিং নেওয়া হয়। এর বিনিময়ে পুরুষরা পাচ্ছেন মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক। অনেক পুরুষের জন্য এটি নিয়মিত আয়ের পথ হয়ে উঠেছে। পুরুষ সংকট শুধু সম্পর্ক, বিয়ে বা প্রেমের ক্ষেত্রে নয়, কর্মজগতে বড়সড় পরিবর্তন এনেছে। লাটভিয়ার বহু মহিলাই এখন এমন কাজ করছেন, যা আগে সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রেই দেখা যেত। যেমন- দেশটিতে পুরুষ শ্রমিকের অভাব এতটাই তীব্র যে মহিলারা বাধ্য হচ্ছেন নিজেরাই কাজ শেখার ও করার। একসময় যা সমাজে পুরুষালি কাজ বলে ধরা হতো, এখন তার প্রধান বাহক নারীরাই। চরম সঙ্কটে কেউ কেউ ভিন্ন পথ বেছে নিচ্ছেন-দেশ ছাড়ছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাটভিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রতিবেশী দেশগুলিতে যাচ্ছেন উপযুক্ত পুরুষের সন্ধানে। কারও লক্ষ্য একটি স্থায়ী সম্পর্ক, কারও বা বিদেশে চাকরির পাশাপাশি নতুন জীবনের সম্ভাবনা খোঁজা। এমনকি অনলাইনে আন্তর্জাতিক ডেটিং প্ল্যাটফর্মে লাটভিয়ার নারী ইউজারের সংখ্যা গত কয়েক বছরে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই জনসংখ্যা সঙ্কটের কয়েকটি মূল কারণ রয়েছে- ১. দীর্ঘদিনের নিম্ন জন্মহারঃ পোস্ট-সোভিয়েত যুগে লাটভিয়ায় জন্মহার তীব্রভাবে কমে যায়। ২. প্রবণ মৃত্যুহারঃপুরুষদের মধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে মৃত্যুহার নারীদের তুলনায় বেশি। ৩. বড় সংখ্যায় পুরুষের দেশত্যাগঃ অর্থনৈতিক কারণে অনেক পুরুষ বিদেশে কাজ করতে চলে গেছেন।৪. সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনঃ সম্পর্ক, বিয়ে ও পারিবারিক গঠনেও এসেছে ভয়াবহ পরিবর্তন। এই সব মিলিয়ে দেশটিতে পুরুষের সংখ্যা দ্রুত কমে গেছে, আর নারীরা হয়ে উঠেছেন সংখ্যাগুরু।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যেন ক্রমে আরও জটিল মোড় নিচ্ছে

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্বর ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যেন ক্রমে আরও জটিল মোড় নিচ্ছে। যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ভূখণ্ড ছাড়তে হবে-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই প্রস্তাবকে এক কথায় অগ্রাহ্য করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর সরাসরি বার্তা, রাশিয়াকে আমরা এক ইঞ্চি জমিও দেব না। এই অবস্থান আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অঙ্গনে নতুন তরঙ্গ তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জেলেনস্কির এমন স্পষ্ট বক্তব্যে ট্রাম্পের ঘোষিত ' প্রক্রিয়া' কার্যত অচল হতে চলেছে। জেলেনস্কি সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথোপকথনে অংশ নেন। সেখানে তিনি যুদ্ধ ও শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তাঁর কথায়, এটা কোনও গোপন বিষয় নয় যে রাশিয়া আমাদের ভূখণ্ডের ওপর নজর রেখে চাপ সৃষ্টি করছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের জমি দখল করে ইউক্রেনকে দুর্বল করা। কিন্তু আমরা যে সংগ্রাম করছি, তার মূল লক্ষ্যই আমাদের ভূমিকে রক্ষা করা। তাই জমির বিনিময়ে শান্তি-এই প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আরও বলেন, শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক নয়, আইনগতভাবেও তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই দেশের জমি কাউকে দিয়ে দেওয়ার। সংবিধান, দেশের আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনও নির্বাচিত সরকারেরই এমন অধিকার নেই। তাঁর স্পষ্ট ভাষ্য, নৈতিকভাবেও আমি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দেশের জন্য লড়াই করছে, কেউ কেউ প্রাণ দিচ্ছে। তাদের সামনে আমি কীভাবে বলব যে দেশের একটি অংশ আমরা ছেড়ে দিচ্ছি? এই অবস্থান সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধে রাশিয়া কৌশলগতভাবে সুবিধার জায়গায় রয়েছে। তাই যুদ্ধ থামাতে হলে ইউক্রেনকে ডনবাসের কিছু অংশ ছাড়তে হবে। তাঁর যুক্তি, ইউক্রেন যদি বাস্তব অবস্থা বুঝে কিছু সমঝোতা না করে, তবে সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং আরও প্রাণহানি ঘটবে। কিন্তু ট্রাম্পের এই শান্তির সূত্র-যা পশ্চিমা দুনিয়ায় তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছে-সেটি যে ইউক্রেন মানতে রাজি নয়, তা পরিষ্কার করে দিলেন জেলেনস্কি। তিনি জানান, শান্তি অবশ্যই কাম্য, কিন্তু তা হতে হবে ন্যায়সঙ্গত এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে। আক্রমণকারী দেশের চাপে ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এখন জেলেনস্কি ইউরোপীয় মিত্রদের সমর্থন আরও দৃঢ় করতে মাঠে নেমেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের অনিশ্চিত অবস্থানের মধ্যে ইউক্রেন ধীরে ধীরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটো সদস্যদের উপর ভরসা বাড়াচ্ছে। এই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, মানবিক সাহায্য এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা হয়। জেলেনস্কি ইতালির কাছে আরও সক্রিয় সমর্থনের আবেদন জানিয়েছেন। এর আগে তিনি রোমে পোপ লিও চতুর্দশের সঙ্গে সাক্ষা করেন। পোপকে তিনি জানান, শান্তি দরকার-কিন্তু তা হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী। তাঁর মতে, শান্তি আলোচনার নামে যদি ইউক্রেনকে নিজেদের ভূখণ্ড ছাড়তে বলা হয়, তা হলে তা শান্তি নয়, আগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ। পোপকে তিনি কূটনৈতিক উদ্যোগ বাড়ানোর অনুরোধ জানান, যাতে রাশিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনায় অংশ নিতে বাধ্য হয়। বশ্লেষকদের মতে, জেলেনস্কির সাম্প্রতিক বক্তব্য ইউক্রেনের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছে-তারা যুদ্ধ ক্লান্ত হলেও ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে আপস করতে রাজি নয়। ফলে ট্রাম্পের শান্তির পরিকল্পনা আপাতত কার্যত অচল। ওয়াশিংটন-কিয়েভ সম্পর্কও এখন নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজন পড়ছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ যুদ্ধকৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত চতুর্থ বছরে পা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জেলেনস্কির বার্তা স্পষ্ট-যুদ্ধ যদিও অবসান চাই, কিন্তু তার জন্য সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে হবে-এমন কোনও আলোচনায় ইউক্রেন অংশ নেবে না।

রূপান্তরের ঐতিহ্যঃ কীভাবে ভারতীয় হস্তশিল্প এক আধুনিক স্বাক্ষরের পরিচয় বহন করছে

শ্রী পবিত্র মার্গারিটা
কেন্দ্রীয় বস্ত্র ও বিদেশ প্রতিমন্ত্রী

আন্দোলনকে ধারণ করা একটি মুহূর্তঃ সম্প্রতি গ্রামীণ অসমের একটি কারিগর গোষ্ঠী পরিদর্শনে গিয়ে এমন এক দৃশ্য চোখে পড়ল, যা ভারতের হস্তশিল্প পরিমণ্ডলের গভীর রূপান্তরের বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বেশ কয়েকজন কারিগর কচুরিপানার ফুল বুনছিলেন। গত কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁদের সম্প্রদায় এই ফুল বুনে আসছেন ঝুড়ির ওপরে। কিন্তু তাঁরা তা বুনছিলেন কর্পোরেট বোর্ড রুমের জন্য তৈরি হওয়া অফিস ফোল্ডারের ওপর। শতাব্দী প্রাচীন একই কৌশল অবলম্বন করে তাঁদের হাত সেই একই অভ্যস্ত ছন্দে আন্দোলিত হচ্ছিল। শুধু, পণ্য এবং তা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে। আজ আমরা যখন ৮-১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ জাতীয় হস্তশিল্প সপ্তাহ উদযাপন করছি, তখন এই দৃশ্য ভারতের হস্তশিল্প চালচিত্রের বর্তমান নিঃশব্দ বিপ্লবের প্রতিফলন। আমাদের প্রাণবন্ত হস্তশিল্প ঐতিহ্য এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নতুন পরিসর, নতুন বাজার ও নতুন ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে এই ক্ষেত্র। উপাদান একই রয়েছে, কিন্তু মাধ্যম ও চেহারা এতটাই বিবর্তিত হয়েছে, যা আমরা এক দশক আগে কল্পনাও করতে পারতাম না।প্রাণবন্ত শৈলী হিসেবে হস্তশিল্প-এই বিবর্তনকে বুঝতে গেলে সবার আগে মনে রাখতে হবে যে, ভারতের হস্তশিল্প কোনোদিনই নিছক সৌন্দর্যের বস্তু ছিল না। এ ছিল সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যের গভীরে গেঁথে থাকা এক প্রাণবন্ত শৈলী। মধুবনীতে মহিলারা উৎসব, বিয়ে ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সময়ে মাটির দেওয়ালে চালবাটা দিয়ে ছবি আঁকতেন। সেখানে মাছ উর্বরতার এবং ময়ূর প্রেমের প্রতীক। যেসব প্রতীক আঁকা হত, সেগুলি ব্যক্তিমানসকে ছাপিয়ে সমষ্টিগত চেতনার উন্মেষ ঘটাত। গোন্ড সম্প্রদায়ের ছবি আঁকা ছিল অরণ্যে থাকা প্রাণী, প্রাকৃতিক শক্তি এবং সুরক্ষা প্রদানকারী আত্মার সঙ্গে বন্ধনের মাধ্যম। তাঁদের শিল্প কেবল নান্দনিকই ছিল না, তা ছিল এক মহাজাগতিক প্রথা, যা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হত।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান শিল্পের আকৃতি নির্ধারণ করে দিত। অসমে জলজ উদ্ভিদ কচুরিপানাকে শুকিয়ে গৃহস্থলির ব্যবহার্য ঝুড়িতে বোনা হত। কর্নাটকে চান্নাপাটনার বার্নিশ করা কাঠের খেলনা তৈরি হত শিশুদের জন্য। লেদের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই খেলনা তৈরি হয়ে এসেছে। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ও উদযাপনের ক্ষেত্রে এর মাধ্যম, আকার ও উপাদান অবিচ্ছেদ্য হয়ে রয়েছে। সমসাময়িক অভিব্যক্তির প্রকাশে ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ-আজ যা ঘটছে, তা ঐতিহ্য থেকে মুখ ফেরানো নয়, বরং এর সম্প্রসারণ। উপাদান, নকশা, কৌশল সব একই রয়েছে, শুধু তাদের প্রয়োগ সমসাময়িক হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন কোনও একটি ক্ষেত্রে নয়, বরং বহুমাত্রিক। মধুবনী মাছ যা একসময় উর্বরতার বর্ণনায় ব্যবহার করা হত, তা আজ কুশন, ব্যাগ ও ফোনের কেসে নতুনভাবে রঙ করে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়। গোন্ড সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল রং ও জ্যামিতিক আকারের জীবজন্তু ও গাছপালা তাদের পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের বাইরে আজও বহুল প্রশংসিত। তবে সবথেকে বড় রূপান্তর ঘটেছে মাধ্যমের ক্ষেত্রে। কচুরিপানা আজ জায়গা করে নিয়েছে কর্পোরেট ফোল্ডার ও ডিজাইনার হ্যান্ড ব্যাগে। মাটির দেওয়াল থেকে মধুবনী উঠে এসেছে কাঠের আসবাবপত্র, পোশাক-আশাক ও চর্ম সামগ্রীতে। এক সময় শুধু খেলনায় ব্যবহৃত চান্নাপাটনা শিল্প আজ ব্যবহৃত হচ্ছে আলঙ্কারিক মানচিত্র, ঝাড়বাতি, গৃহসজ্জা ও ডিজাইনার আসবাবপত্রে। ঐতিহ্যবাহী বার্নিশ অপরিবর্তিত রয়েছে, শুধু তার প্রকাশ সমসাময়িক হয়ে উঠেছে। ভারতের এই কারুশিল্প-ভিত্তিক ফ্যাশন বিশ্বমঞ্চেও আত্মপ্রকাশ করেছে। প্যারিসের হট কটুর সপ্তাহে ঐতিহ্যবাহী সুচিকর্মের প্রদর্শনী হয়েছে। ন্যাশনাল গ্যালারি অফ ভিক্টোরিয়াজ-এর মতো সংগ্রহশালাগুলিতে এখন গোন্ড ও মধুবনী শিল্পের প্রদর্শন হচ্ছে। নিছক নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে নয়, সমসাময়িক শিল্পকৃতি হিসেবেই সেগুলিকে দেখা হচ্ছে।জাতীয় নেতৃত্ব এবং কৌশলগত সরকারি হস্তক্ষেপ এই রূপান্তরকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে অসাধারণ গতি দিয়েছে। ' ফল লোকাল' এবং ' টু গ্লোবাল'-এর যে আহ্বান তিনি বার বার করেছেন, তার মধ্য দিয়ে কারিগরদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সবসময়ই নাগরিকদের স্থানীয় পণ্য কেনার কথা বলেছেন। কেননা আমরা যখন স্থানীয় পণ্য কিনি তখন কেবল জিনিস কিনি না, আমরা একটি পরিবারের আশাকে বাড়িতে নিয়ে আসি, একজন কারিগরের কঠোর পরিশ্রমকে সম্মান জানাই এবং একজন তরুণ উদ্যোক্তার স্বপ্নকে ডানা মেলতে উসাহ দিই। তাঁর সাম্প্রতিক ' কি বাত' অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছেন কীভাবে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি তাঁদের ভারতীয় হস্তশিল্প সামগ্রী উপহার দেন। প্রধানমন্ত্রী যেখানেই যান, তাঁর সঙ্গে ভারতীয় হস্তশিল্পের সম্ভার থাকে। ভারতের সমৃদ্ধ শিল্প উত্তরাধিকারকে এভাবেই তিনি বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন, আমাদের কারিগরদের প্রতিভা যাতে বিশ্বমঞ্চে স্বীকৃতি পায়, তার প্রয়াস চালান। বিভিন্ন সরকারি হস্তক্ষেপও এই রূপান্তরের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। বস্ত্র মন্ত্রক উন্নয়ন কমিশনারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে কারিগরদের দক্ষতা উন্নয়নে উসাহ দিচ্ছে। জাতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কারিগরদের বিপণন, ঋণের যোগান এবং পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি-এনআইএফটি দেশ জুড়ে তার ১৯টি ক্যাম্পাসের মাধ্যমে কারিগর ও সমসাময়িক ডিজাইনারদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করছে। এতে ডিজাইনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও উদ্ভাবনের মেলবন্ধন ঘটছে। জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন রেজিস্ট্রির মাধ্যমে ৩৬৬টি টিরও বেশি হস্তশিল্পকে অনন্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, গোষ্ঠী-জ্ঞানের সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমি যে রাজ্য থেকে এসেছি, সেই অসমে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প সম্প্রতি তাদের বহুদিনের বকেয়া জিআই রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। এর মধ্যে সার্থেরবাড়ির ধাতু শিল্প, মাজুলির মুখোশ, বিহু ঢোল, জাপ্পি, পানি মেটাকা, আসারিকান্দি টেরাকোটা এবং বোড়ো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন হস্তশিল্প রয়েছে।

বিকশিত ভারতের জন্য এক গতিশীল বিবর্তনশীল ঐতিহ্য-ভারতের হস্তশিল্প ক্ষেত্রের এই বিপ্লবের সবথেকে বড় শিক্ষা হল- ঐতিহ্য স্থানু নয়। এটি গ্রহণ করে, শোষণ করে এবং এগিয়ে চলে। গৃহস্থলির ঝুড়ি থেকে বিশ্বমানের সামগ্রীতে কচুরিপানার যে যাত্রা, তার মধ্য দিয়ে আমাদের কারিগর সম্প্রদায়ের প্রাণবন্ত সৃজনশীলতা ফুটে উঠেছে। ভারত যখন আজ ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতে পরিণত হওয়ার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন হস্তশিল্প ঐতিহ্য ও উদ্ভাবন, গ্রামীণ জীবিকা ও বিশ্বজনীন আকাঙ্খা এবং পরিচয় ও আধুনিকতার এক মেলবন্ধন হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলন যত জোরদার হচ্ছে, ততই আমাদেরও দায়িত্ব বাড়ছে। প্রতিটি কারিগরের ক্ষমতায়ন যাতে হয়, প্রতিটি ঐতিহ্য যাতে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় তা সুনিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। ভারতের হস্তশিল্পের ঐতিহ্য শুধু সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে না।, এ হয়ে উঠবে আমাদের পরিচয়ের এক প্রাণবন্ত প্রকাশ। যতবার কোনও পরিবারে স্থানীয় পণ্য কেনা হবে, যতবার কোনও ডিজাইনার কোনও হস্তশিল্প ক্লাস্টারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বাঁধা পড়বেন ততবার আমরা আত্মনির্ভর ভারতের দিকে আরও একটু এগিয়ে যাব। সুদৃঢ় সৃজনশীল এই হাতগুলি এবং আমাদের শতাব্দীপ্রাচীন জ্ঞান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভারতের পথকে আলোকিত করে রাখবে।

CHANGE OF NAME
I, Ujjwal Mukherjee (Old Name) S/o Late Debidas Mukherjee Residing at Plot No - B-3/128(A) Kalyani, P.o+P.s - Kalyani, District - Nadia, Pin - 741235, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Ujjwal Mukhopadhyay (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M.II (1st Class) at Kalyani, Nadia vide affidavit no 87 Dated 11-12-2025. Ujjwal Mukherjee (Old Name) and Ujjwal Mukhopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ishika Shaw (Old Name) D/o Rajesh Shaw Residing at Nakari Mondal Road, Kanchrapara, VTC - Anakha, P.o - Kanchrapara, District - North 24 Parganas, Pin - 743145, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Ishika Kumari Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 36/2025 Dated 12-12-2025. Ishika Shaw (Old Name) and Ishika Kumari Shaw (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohammad Abdul Momin Mondal (Old Name) S/o Mohammad Golam Mortaja Residing at Vill - Kankrasuti, P.o - Nayabastia, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Momin Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. Mohammad Abdul Momin Mondal (Old Name) and Abdul Momin Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ujjwal Mukhopadhyay S/o Late Debidas Mukherjee Residing at Plot No - B-3/128(A) Kalyani, P.o+P.s - Kalyani, District - Nadia, Pin- 741235, West Bengal India that my deceased father who previously known as Debi Das Mukhopadhyay (Old Name) shall henceforth be known as Debidas Mukherjee (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M.II (1st Class) at Kalyani, Nadia vide affidavit no 88 dated 11-12-2025. I declare that my deceased father Debi Das Mukhopadhyay (Old Name) and Debidas Mukherjee (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Firoja Bibi Mondal (Old Name) W/o Abdul Jabbar Mondal Residing at Vill - Kankrasuti, P.o - Nayabastia, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Firuja Bibi Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. Firoja Bibi Mondal (Old Name) and Firuja Bibi Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Joly Bibi (old name) residing at Sakowa, Amtala, Nowda, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JOLY BIBI to JALY BIBI and henceforth I shall be known as JALY BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/12/2025. JOLY BIBI and JALY BIBI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mafuja Bibi (Old Name) W/o Abdul Momin Mondal Residing at Vill - Kankrasuti, P.o - Nayabastia, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mafuja Khatun Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-11-2025. Mafuja Bibi (Old Name) and Mafuja Khatun Bibi (New Name) both are same and one identical person

CHANGE OF NAME
I, MD Joydul Islam (old name) residing at Sakowa, Amtala, Nowda, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD JOYDUL ISLAM to JOYDUL ISLAM SK and henceforth I shall be known as JOYDUL ISLAM SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 12/12/2025. MD JOYDUL ISLAM and JOYDUL ISLAM SK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohammad Ali Mondal (Old Name) S/o Pear Ali Mondal Residing at Ward 3, Par Dankuni, Dankuni Coal Complex, District - Hooghly, Pin - 712310, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mahammed Ali Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. Mohammad Ali Mondal (Old Name) and Mahammed Ali Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rokiya Bibi(Old Name) W/o Safiur Rahaman Mondal, mother of Ruhul Amin Mondal residing at Vill-Madhyam Barasat, P.O. Sutia Barasat, P.S.-Gaighata, Dist. North 24 Pgs. Pin-743273 shall henceforth be known as Rakiya Mondal(New Name), mother of Ruhul Amin Mondal as declared before the Ld. 1st class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas vide affidavit No. 6703 dt. 10/12/2025. Rokiya Bibi and Rakiya Mondal both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME
I, Hazi Kamrul Huda (Old Name) S/o Nurul Mohammad Huda Residing at Pandua Mahadebpur, Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Kamrul Huda (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-12-2025. Hazi Kamrul Huda (Old Name) and Md Kamrul Huda (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Safiur Mondal(Old Name) S/o Late Abdul Rauf Mondal, father of Ruhul Amin Mondal residing at Vill-Madhyam Barasat, P.O. Sutia Barasat, P.S.-Gaighata, Dist. North 24 Pgs. Pin-743273 shall henceforth be known as Safiur Rahaman Mondal(New Name), father of Ruhul Amin Mondal as declared before the Ld. 1st class Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas vide affidavit No. 6689 dt. 10/12/2025. Safiur Mondal and Safiur Rahaman Mondal both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sofique Ali Laskar (Old Name) S/o Sherali Laskar Residing at Mallickpur, Ganespur, Mallickpore, Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Shafique Laskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 44/2025 Dated 11-12-2025. Sofique Ali Laskar (Old Name) and Shafique Laskar (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Josimuddin, S/O Late Abdus Sattar Mondal, গ্রামঃ মাড়গ্রাম লতিপাড়া, পোঃ থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Josimuddin, S/O Late Abdus Sattar Mondal আধার, ভোটার কার্ড এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার মেয়ে Sabana Sultana-র (W.B.B.S.E) অ্যাডমিড এবং প্যান কার্ডে আমার নাম Md Josimuddin নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১৭.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (Sl. No. 32617) বলে ঘোষণা করছি Josimuddin and Md Josimuddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
I,AYNAL HOQUE (old name) S/O- JAMSER SEIKH residing at GOAS KAJIPARA PO-GOAS P.S-ISLAMPUR DIST- MURSHIDABAD PIN-742304 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) AYNAL HOQUE to (new name) SEIKH AINAL HAQUE and I shall be henceforth be known as (new name) SEIKH AINAL HAQUE in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 12/12/2025. (New name) SEIKH AINAL HAQUE and (old name) AYNAL HOQUE both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Josimuddin, S/O Late Abdus Sattar Mondal, গ্রামঃ মাড়গ্রাম লতিপাড়া, পোঃ থানাঃ মা।গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Josimuddin, S/O Late Abdus Sattar Mondal আধার, ভোটার কার্ড এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার ছেলে Md Azharuddin-র (W.B.B.S.E) অ্যাডমিড, আধার এবং ভোটার কার্ডে আমার নাম Md Josimuddin নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১৭.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (Sl. No. 32619) বলে ঘোষণা করছি Josimuddin and Md Josimuddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
I, Sharmistha Mukherjee (Old Name) W/o Ujjwal Mukhopadhyay Residing at Plot No - B-3/128(A) Kalyani, P.o+P.s - Kalyani, District - Nadia, Pin - 741235, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sharmistha Mukhopadhyay (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M.II (1st Class) at Kalyani, Nadia vide affidavit no 85 Dated 11-12-2025. Sharmistha Mukherjee (Old Name) and Sharmistha Mukhopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MA ALI NEWAZ (old name) S/O - ABDUL ALIM residing at VILL & PO-KIRTIPUR PS-KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742147 . West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MA ALI NEWAZ (old name) to NEWAJ ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as NEWAJ ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 12/12/2025 . NEWAJ ALI (new name) & MA ALI NEWAZ (old name) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Josimuddin, S/O Late Abdus Sattar Mondal, গ্রামঃ মাড়গ্রাম লতিপাড়া, পোঃ থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Josimuddin, S/O Late Abdus Sattar Mondal আধার, ভোটার কার্ড এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার ছেলে Md Wasimuddin-র (W.B.B.S.E) অ্যাডমিড কার্ডে আমার নাম Md Jasimuddin নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১৭.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (Sl. No. 32618) বলে ঘোষণা করছি Josimuddin and Md Jasimuddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
I, Sanjita Halder (Biswas), Sanjita Halder Biswas (Old Name) D/o Dulal Chandra Biswas Residing at 39A, Paikpara Row, Friend Circle Club, Paikpara, VTC - Belgachia, P.o - Belgachia, District- Kolkata, Pin - 700037, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sanjita Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 05/2025 Dated 12-12-2025. Sanjita Halder (Biswas),Sanjita Halder Biswas (Old Name) and Sanjita Biswas (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, ALIBUDDIN MONDAL (old name) S/O - WAJ ALI MONDAL residing at VILL-KALINAGAR PO- RUPDAHA PS-DHUBULIA DIST-NADIA PIN-741140 . West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ALIBUDDIN MONDAL (old name) to ALIBODDIN MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as ALIBODDIN MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 12/12/2025 . ALIBODDIN MONDAL (new name) & ALIBUDDIN MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Mohammad Rejaul Haque, S/O Mahasin Sekh, গ্রামঃপোঃ কানাচি, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Mohammad Rejaul Haque আধার এবং ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার ছেলে Md. Rizwan Haque এর পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন সার্টিফিকেটে (Reg. No. 6251-072357) আমার নাম Md. Rejaul Haque নথিভুক্ত রয়েছে। ১১.১২.২০২৫ তারিখ সিউড়ি জুডিশিয়াল মাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mohammad Rejaul Haque and Md. Rejaul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার ছেলের সমস্ত শিক্ষাগত শংসাপত্রে আমার নাম Mohammad Rejaul Haque করার আবেদন জানাচ্ছি।

CHANGE OF NAME
I, Md Iman Ali Sardar (Old Name) S/o Alabox Sardar Residing at Nischinta Pur, Khodar Bazar, Baruipur (P), Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Iman Ali Sardar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 37/2025 Dated 12-12-2025. Md Iman Ali Sardar (Old Name) and Iman Ali Sardar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, RANAJIT DHALI (old name) S/O -JAGADISH CHANDRA DHALI residing at VILL-TARAKDASPUR PO-MAHATPUR PS- KOTWALI DIST-NADIA PIN-741164. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RANAJIT DHALI (old name) to RANJIT DHALI (new name) and henceforth, I shall be Known as RANJIT DHALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 12/12/2025 . RANJIT DHALI (new name) & RANAJIT DHALI (old name) both name are same and one identical person.

Change of Name
I, Anish Rahaman Sardar S/o Ansar Daulat Sardar residing at Vill & P.O.-Dhulagori, P.S. Sankrail, Dist-Howrah, Pin-711302, , W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Anish Rahaman Sardar instead of Anis Rahaman Sardar and my son's actual name Arham Sardar instead of Arhan Sardar, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah dated 20/11/2025. Anish Rahaman Sardar and Anis Rahaman Sardar both are same and one identical person. Arham Sardar and Arhan Sardar both are same and one identical person.

‘হোয়াইট ক্রিসমাস’-এর আশায় পাহাড়ে ঢল, ৬০ শতাংশ হোটেল বুক-পর্যটন ব্যবসায় ফিরছে হাসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং ও সিকিম, ১২ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনের

দু’সপ্তাহ আগেই দার্জিলিং ও সিকিম ফের পর্যটকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বহুদিন ধরেই পাহাড়ে পর্যটন শিল্প মনমরা অবস্থায় ছিল। কিন্তু ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আচমকাই বদলে গেল ছবিটা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, এই বড়দিনের সময়ই দার্জিলিং ও সিকিমের বিভিন্ন অংশে তুষারপাত হতে পারে। আর সেই সম্ভাবনার খবর প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়মুখী জনস্রোতের মতো ভিড় বাড়তে শুরু করে। হোটেলগুলোর বুকিং ইতিমধ্যেই ৬০ শতাংশ পেরিয়েছে, অনেক জায়গায় শূন্যস্থান খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন পর পর্যটন দুনিয়ার সকলে মুখে হাসি ফুটেছে। রোহিণীর ধসপ্রবণ পথ ছাড়া এখন দার্জিলিংয়ের যাবতীয় রাস্তা খোলা, ফলে আপাতত যাতায়াতেও তেমন সমস্যা নেই। একই ছবি সিকিমেও। জাতীয় সড়ক ১০ ও বাগরাকোট হয়ে ৭১৭ (এ) সড়ক-দুটোই চলাচলের উপযোগী। তাই হঠাৎ করে বুকিং বাড়ার জন্য রাস্তা খোলা থাকার সুবিধা নয়, বড় কারণ হল আবহাওয়া দপ্তরের স্নোফলের ভবিষ্যতদ্বাণী। গ্যাংটকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানিয়েছেন, ‘বড়দিনে সিকিম ও দার্জিলিংয়ে স্নোফলের সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝের ১৫ দিন অনেক কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত বড়দিনে তুষারপাতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।’ এদিন দার্জিলিং শহর থেকেও পরিষ্কার দেখা গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, যা পর্যটকদের আরও উৎসাহ জুগিয়েছে। লা নিনা-জনিত আবহাওয়ার কারণে এ বছর সারা দেশেই শীতের তীব্রতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হবে বলে ধারণা। পাহাড়ি অঞ্চলে শীত কতটা বাঁধবে, তা নিয়েও নানা আলোচনায় সরগরম পর্যটনমহল। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই দার্জিলিংয়ে ভোরের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রিতে নেমে এসেছে। গ্যাংটকে তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রির আশপাশে ঘুরছে। ঠান্ডার এই আমেজে পর্যটকদের আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে। তার ওপর যদি বড়দিনের সকালে সত্যিই বরফ ঝরে পড়ে, তাহলে পর্যটনের ভিড় আরেক দফা বৃদ্ধি পাবে-এমনটাই আশা ব্যবসায়ীদের।

মহাকাল মন্দিরে প্রবীণদের জন্য ইলেক্ট্রিক গাড়ি পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১২ ডিসেম্বর ঃ সম্প্রতি দার্জিলিং এসে প্রবীণ পর্যটকদের সুবিধার্থে ইলেক্ট্রিক গাড়ি চালু করার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে শুক্রবার সেই পরিষেবা শুরু করা হল। দার্জিলিংয়ে জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা মহাকাল মন্দির কমিটির হাতে একটি গাড়ি তুলে দিয়েছেন। দার্জিলিং ম্যাল ফেস্টিভ্যালের অনুষ্ঠানে কমিটির হাতে নতুন গাড়ির চাবি তুলে দিয়েছেন তিনি। এখন থেকে প্রবীণ নাগরিকেরা সহজেই ইলেক্ট্রিক গাড়িতে পাহাড়ের উচুতে থাকা মন্দিরে যেতে পারবেন। এই পরিষেবা শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি পর্যটকেরা।

ভস্মীভূত বেকারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনের আগেই সব শেষ। পিংলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। রাতের অন্ধকারে পুড়ে ছাই বেকারি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার বড়িষা এলাকায় গভীর রাতে ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১২টা ৩০ নাগাদ আচমকাই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে এলাকার একটি বেকারি। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আগুন, আর তার জেরে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় বেকারিটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতেরবেলা দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন এক স্থানীয় ব্যক্তি। হঠাৎই তিনি বেকারির ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখতে পান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধোঁয়ার স্তর ঘন আগুনে বদলে যায়। আতঙ্কে তিনি চিৎকার করে স্থানীয়দের খবর দেন এবং পুলিশকে ফোন করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পিংলা থানার পুলিশ। এরপর দমকল বিভাগকে জানানো হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে আসে। তবে আগুনের তীব্রতার কারণে ততক্ষণে গোটা বেকারিই ছাই হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, দোকানের ভিতরে দাহ্য সামগ্রী থাকার কারণেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণ! তা খতিয়ে দেখতে দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে বেকারির মালিকের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

অজয়ের তীরে বেনারসের আদলে সন্ধ্যারতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১২ ডিসেম্বর ঃ পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এ বছরও বীরভূমের জয়দেব-কেঁদুলিতে আয়োজিত হবে ঐতিহ্যবাহী জয়দেব-কেঁদুলি মেলা। প্রতি বছরের মত লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর ভিড় হবে অজয় নদে মকরস্নান ও মেলা দর্শনের উদ্দেশ্যে। এ বার মেলা হবে ১৩ থেকে ১৭ জানুয়ারি, একদিন বাড়িয়ে পাঁচ দিনের আয়োজন। অজয় নদীর স্নানঘাটে উন্নত পরিকাঠামো, পানীয় জল, আলো, অস্থায়ী শৌচালয় এসবের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তিন বছর পর স্টল ভাড়া কিছুটা বাড়ানো হবে। স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে ৩০০-র বেশি আখড়া এবং ৩০০টি স্টল বরাদ্দ থাকবে। অফলাইন স্টল বুকিং হলেও এর জন্য একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ ব্যবহার করা হবে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ জানান, প্লাস্টিক-মুক্ত মেলা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং অজয় নদীর ধারে বেনারসের আদলে সন্ধ্যা আরতি হবে বিশেষ আকর্ষণ।

মুর্শিদাবাদে যাত্রা শুরু ‘সাইবার সেফ’ গ্রামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১২ ডিসেম্বর ঃ প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষকে সাইবার প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা। ‘সাইবার সেফ ভিলেজ’ অর্থাৎ সাইবার প্রতারণা মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউয়ের উদ্যোগে সাগরদিঘি থানায় খোলা হল ‘সাইবার সেল’। গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষরা যাতে কোনওভাবে সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পা না দেয়, তাই তাঁদেরকে বিশেষভাবে সচেতন করে তুলতে কাজ করবে এই সাইবার সেল। পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর’ অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করা ভালো। তাই গ্রামের মানুষ যাতে সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পা না দেয় তাই তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, এর জন্য আমরা সাগরদিঘির একটি নির্দিষ্ট গ্রামকে বেছে নিয়েছি। এই গ্রাম থেকেই আমরা সাধারণ মানুষকে সাইবার সচেতনতার পাঠ দিতে শুরু করব। আমাদের উদ্দেশ্য এই গ্রামের একটিও মানুষ যাতে কোনওভাবে সাইবার প্রতারণার ফাঁদে না পরে। এইভাবে আগামী দিন আমরা সাগরদিঘি এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামেই এই সচেতনতা শিবির চালাবো। পুলিশ সুপার জানান , তাঁদের লক্ষ্য আগামী দিন পুলিশ জেলার সমস্ত গ্রামকে ‘সাইবার সেফ’ হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি আরও বলেন, সাইবার প্রতারণ একটি নতুন ধরণের অপরাধ। গত কয়েক বছরে দেশ জুড়ে ‘ডিজিটাল লেনদেন’ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে এই অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে। এই ধরণের অপরাধের মোকাবিলা করার জন্য আমরাও প্রযুক্তিগত উন্নতি করছি। পুলিশ সূত্রের খবর, এখন থেকে সাগরদিঘি মানুষকে আর কোনওরকম সাইবার প্রতারণা সম্পর্কিত অভিযোগ জানাতে রঘুনাথগঞ্জে সাইবার ক্রাইম অফিসে যেতে হবে না। কারণ সাগরদিঘি থানাতেই খুলে গেল সাইবার সেল। তবে শুধু সাইবার প্রতারণাই নয়, মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার মত অভিযোগগুলো এখন দেখবে সাগরদিঘি থানার এই বিশেষ সেল । সাইবার সংক্রান্ত বড় কোনও অপরাধ হলে তবেই তা পুলিশ জেলার হেডকোয়ার্টার্স দেখবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন শুরু হওয়ায় শুধু শহরেই নয় সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষজনও। অনলাইনে কেনাকাটার প্রলোভন হোক বা লটারি জেতার খবর , নানাভাবে ফাঁদ পেতে রাখছে দুষ্কৃতীরা। এর সঙ্গে এখন নতুন সংযোজন হয়েছে ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ করে সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে নেওয়া। তাই মানুষ যাতে এই সাইবার প্রতারণার বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হন, তার জন্য শুধু সাইবার সেলই নয়, সচেতনতার পাঠ দেওয়াও শুরু হল সাগরদিঘি থানা এলাকায়। তাছাড়া সাইবার প্রতারণার অভিযোগ জানাতে এর আগে মানুষকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত ছুটে যেতে হতো। দূরত্বের কারণে অনেকেই সমস্যায় পড়তেন। আবার অনেকেই অভিযোগ জানাতেই যেতে পারতেন না। সকলের কথা মাথায় রেখেই সাগরদিঘি থানায় খুলে গেল এই সাইবার সেল।

বঙ্গীয় সংখ্যালঘু মঞ্চের উদ্যোগে চুপি হাটতলায় সভা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১২ ডিসেম্বর ঃ বঙ্গীয় সংখ্যালঘু

বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর ধর্মতলায় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে, পূর্বস্থলীর চুপির হাটতলায় অনুষ্ঠিত একটি প্রস্তুতি জনসভা থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অমিত শাহ ও মোদীর বাচ্চা বলে আক্রমণ পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের। বিধায়ক তপনবাবু এদিন বৃহস্পতিবার মঞ্চ থেকে বলেন ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়েছিল, স্বাধীনতার সময় কোথায় ছিলেন যারা এখন বড় বড় ভাষণ মারছেন! অমিত শাহের বাচ্চা - মোদীর বাচ্চা লজ্জা করে না। বঙ্কিম দা, নজরুল দা, বিবেকানন্দ দা বলছে, লেখাপড়ার জ্ঞানটা তো থাকার দরকার। বলে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে আক্রমণ বিধায়কের। অন্যদিকে সদ্য তৃণমূল থেকে বহিস্কৃত নেতা হুমায়ুন কবিরকেও এদিন একই যোগে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক তিনি এদিন বলেন কয়েকদিন আগে বিধানসভায় গিয়ে দেখি, বিজেপি দুই নেতার মাঝে বসে রয়েছে হুমায়ুন সাহেব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কেন? ওই দলে যোগদান করবেন নাকি! আমাদের এখন যন্ত্রনা হয়ে গেছে, বিরোধী দলনেতা একটা সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। আর হুমায়ুনবাবু আর একটি সম্প্রদায়ের। তাই আমি সবাইকে বলছি আমরা কোথায় যাব। যদিও এই প্রসঙ্গে বিজেপির তরফেও করা প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে আক্রমণের বিষয় নিয়ে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুমন ঘোষ তিনি বলেন আগে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিন তারপর প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন।

আউশগ্রামে বিলুপ্ত প্রায় ধূসর নেকড়ে ধরা পড়ল ট্র্যাপ ক্যামেরায়, শুরু সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আউশগ্রাম, ১২ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় ধূসর নেকড়ে বিলুপ্তির পথে এগোলেও গত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার দেখা মিলেছে। দিল্লিতে দেখা পাওয়ার পর এবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জুড়ে নেকড়ের স্থায়ী বাসস্থান তৈরি হচ্ছে বলে নিশ্চিত হয়েছে বন দফতর। দুর্গাপুরের পরে আউশগ্রাম জঙ্গলেও লাগানো হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা, যাতে নেকড়ের গতিবিধি, সংখ্যা ও আচরণ নিরীক্ষণ করা যায়। পূর্ব বর্ধমানের ডিএফও সঞ্চিতা শর্মা জানান, একটি এনজিওর সঙ্গে যৌথভাবে নেকড়ে গণনার কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত আউশগ্রাম জঙ্গলে ১৫টি নেকড়ের ছবি ধরা পড়েছে, যদিও সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলেই তাঁদের অনুমান। পশ্চিম বর্ধমানের তুলনায় পূর্ব বর্ধমানেই নেকড়ের উপস্থিতি বেশি। তাই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হচ্ছে বন দফতর। আউশগ্রামের প্রায় ৬ হাজার হেক্টর জঙ্গলজুড়ে লাগানো হয়েছে ১৫ টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। পানাগড় রেঞ্জেই রয়েছে ৮টি ক্যামেরা। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি শুরু হওয়া এই সমীক্ষা চলছে আউশগ্রাম-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় আদুরিয়া, খাণ্ডারি, যাদবগঞ্জ সহ একাধিক জঙ্গলে। এনজিও ‘উইংস’-র সম্পাদক অর্কজ্যোতি মুখোপাধ্যায় জানান, পানাগড়, দুর্গাপুর ও গুসকরা এই তিন রেঞ্জে ক্যামেরা বসানো হয়েছে এবং সমীক্ষা শেষে বন দফতরের হাতে রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম বর্ধমানে তিনটি ‘প্যাক’ (নেকড়ের দল) এর দেখা মিলেছে, যেখানে মোট নেকড়ের সংখ্যা ২০-এর বেশি। প্রতিটি দলে সাধারণত ৮-১৫ টি নেকড়ে থাকে। দুর্গাপুর, মলানদিঘি, কাঁকসা, লাউদোহা এলাকাগুলিতে গণনার সময় বহু ছবি ধরা পড়েছে। পানাগড়ের রেঞ্জার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জঙ্গলে চোরাশিকার নেই এবং স্থানীয় মানুষ গভীরে প্রবেশ করেন না,তাই নেকড়ে- সহ অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যাও বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অবলুপ্তির পথে থাকা ভারতীয় ধূসর নেকড়ে রক্ষায় এই সমীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। খাদ্যাভ্যাস ও আচরণ বোঝা গেলে জ্বালানি কুড়াতে যাওয়া মানুষকে সচেতন করা সহজ হবে। পাশাপাশি দেখা গেছে, আউশগ্রামে হায়নার সংখ্যা-ও বাড়ছে। বন দফতরের দাবি হায়না মূলত মৃত পশুর মাংস খায়, আর ধূসর নেকড়ে খরগোশ, ময়ূর ও আশপাশের বাড়ির ছাগল শিকার করে। এসব তথ্য ট্র্যাপ ক্যামেরায় স্পষ্ট ধরা পড়ছে, যা ভবিষ্যতের সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

৩ দিন বন্ধ থাকবে তারাতলা উড়ালপুল

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর ঃ ভারবহন ক্ষমতা সহ বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে দক্ষিণ কলকাতার তারাতলা উড়ালপুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটে থেকে মঙ্গলবার রাত বারোটা পর্যন্ত এই উড়ালপুলের উপর দিয়ে কোন গাড়ি চলাচল করবে না বলে কলকাতা পুলিশ ও পূর্ত দপ্তরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই সময় সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী সব ধরনের যানবাহন বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

মৃত্যু মহিলা মিস্ত্রির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর ঃ একটি বাড়িতে রং করার সময়ে চারতলা থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলা রং মিস্ত্রির। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ঘটনাটি ঘটেছে নাদিয়াল থানার ডক্টর এ কে রোডে। গুরুতর জখম ওই রং মিস্ত্রিকে গার্ডেনরিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে চন্দননগরে নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল এক মহিলা শ্রমিকের।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. **Temporary IT works at Kamarpukur in connection with VVIP visit on 16.12.25 SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-67 of 2025- 26.** Last date of submission of Quotation: **15.12.2025 up to 10:00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

ABRIDGED
TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat,FarakkaMurshidabad

Invites sealed Tender NIT No-8/2025-26 dated-10.12.2025 for 21 nos work under 15th finance within Bewa-I GP. Last date of submission application is 18/12/2025 up to 1:00 PM.

Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.

Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia

Notice Inviting E-Tender No:- WBPUR/PARA/UJGP/(15 th CFC/NIT(e)-08/2025-26 and WBPUR/PARA/UJGP/(5 th SFC/NIT(e)-09/2025-26, Date: 12/12/2025
1.Documents download/Sell start date(online):- 15/12/2025 at 6 P.M.
2. Bid submission Closing date(online):- 16/01/2026 at 4 P.M.
3. Bid Opening date:-19/01/2026 at 12 Noon. For details please visit office of the undersigned or website.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE
HATGACHHA-II GRAM PANCHAYAT
BARBERIA:: ULUBERIA::HOWRAH
Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/e-NIT-07/2025-26, WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/e-NIT-08/2025-26, WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/e-NIT-09/2025-26
Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Hatgachha-II Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of **Forty-four (44) nos.** work within Hatgachha-II Gram Panchayat, Howrah.
Details are available in **https://wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Hatgachha-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER/PANCHAYAT SAMITY
Joypur Dev. Block/Panchayat Samity, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-25/APAS/BDO/2025-26 and NIeT-08/EO/JPS/2025-26
E - Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **up to 10.00 AM of 09/01/2026** under APAS 2025-26 and 15th FC 2025 fund.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in in** any working day before the Last date for submission of bid documents.

Block Development officer
Joypur Development Block
&
Executive Officer
Joypur Panchayat Samity

ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল
(ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ ফোরামের অধীনে একটি বিভাগ ৮ কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত)
নিবন্ধিত অফিসঃ বলরামপুর, আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাস
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০১

ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল নিম্নলিখিত ‘পূর্ণকালীন’ পদের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে। চুক্তিভিত্তিক পদ -

বিজ্ঞাপণ নং	পদ
R/13/2025 dt. 14.11.2025	(i) পরামর্শদাতা সিনিয়র রেজিস্ট্রার (ii) জুনিয়র রেজিস্ট্রার
R/15/2025 dt. 21.11.2025	মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট

অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions

পরিচালক

cbc 21255/12/0017/2526

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah

NIT No. WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT18/25-26.
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **11(Eleven) Nos.** different works. e-Published Date: **11/12/2025 from 11:00 AM**. Bid submission start date : **11/12/2025 from 11:00 AM**. Bid submission end date : **09/01/2026 up to 11:00 AM**. Bid opening date for Technical : **12/01/2026 at 10:00 AM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়। [illegible]

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া টাকায় পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৩৬৭৪	রবিন কুমার দে	৫,৪৪২.২৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
২	XXXXXXXXXX১২০৭	চন্দ্র প্রকাশ খৈতান	৪,১০৫.২৭	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৩	XXXXXXXXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,৭৬,২৫০.৫৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪	XXXXXXXXXX৭১৯৪	কুসুম মালী	৫,২১,৮৮৯.৫৯	১১-ডিসেম্বর-২৫
৫	XXXXXXXXXX০১০৩	লালন জি পান্ডে	১,৩৭,০৩৭.১১	১১-ডিসেম্বর-২৫
৬	XXXXXXXXXX৮৮৬২	সাবরিত বারিক	১৮,৭১,৭৯১.১০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৭	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৫,৫৪৫.০৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮	XXXXXXXXXX৬২০০	বিমলা অশোক বনসালি	৬,৩০,৫৫৬.১২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৯	XXXXXXXXXX৬১৩৩	পম্পা দাস	১,২৪৫.২৮	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০	XXXXXXXXXX৮৮৬৬	গাওড়া দেবী দাম্মানি	১,১২৮.৬০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১১	XXXXXXXXXX৮৮৬২	অশোক কুমার দাম্মানি	৬,২৫,২২৬.৯৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১২	XXXXXXXXXX৬০৬২	সোমা সাহা	৭,৮১৪.৫৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৩	XXXXXXXXXX৭৩১১	অরুণাভ সাহা	১১,৩৯,৫০৫.৫৮	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৪	XXXXXXXXXX০০৫০	সোমা সাহা	১৭,৭৪,৩৬২.৯৩	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৫	XXXXXXXXXX১১১২	আদিব খান	১,৬০,৬২০.৪৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৬	XXXXXXXXXX৭৬৩০	মহেন্দ্র রামদাস সাম্বার	৩,৫৭,৬৪১.২৭	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৭	XXXXXXXXXX৭৪২০	রতন কুমার গুপ্তা	১,১৬৫.৯৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৮	XXXXXXXXXX৫০৫৫	গৌতম চৌধুরী	২,৩৬,০২১.৮০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৯	XXXXXXXXXX৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১১,৯৮০.৮৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
২০	XXXXXXXXXX৬৩১৩	রামানুজ সিং	৫,৭০,১২১.২৬	১১-ডিসেম্বর-২৫
২১	XXXXXXXXXX৬৯৩৫	সুমন আগরওয়াল	১,১২৮.৮০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
২২	XXXXXXXXXX৬২৯৬	অশোক কুমার আগরওয়াল	১,০৫৮.৪২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
২৩	XXXXXXXXXX১৪৩৫	নির্মল কোঠার	১,১৪৫.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
২৪	XXXXXXXXXX৪৪৭০	ডি. তারা কুমার দে	৪,৫৫,২১২.১২	১১-ডিসেম্বর-২৫
২৫	XXXXXXXXXX৬৯৯	অমিত কুমার শা	১,৫৭,৭৮৯.১৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
২৬	XXXXXXXXXX৬৫৯	অমিত কুমার শা	৫,৫৭,৩৫৬.৫৯	০৮-ডিসেম্বর-২৫
২৭	XXXXXXXXXX২২২২	রানী দেবী রুটা	১১,৭৮,৭৫৪.৯১	১১-ডিসেম্বর-২৫
২৮	XXXXXXXXXX১১৩	বর্ণালী লাহিড়ী	২,১৫,০৭৫.১৭	১১-ডিসেম্বর-২৫
২৯	XXXXXXXXXX১৬৮৬	দীপ চক্রবর্তী	২৫,৫০১.৫২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৩০	XXXXXXXXXX৩১৬৩	রুচিকা কেজরিওয়াল	১,৬৬১.৬১	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৩১	XXXXXXXXXX৯০১১	স্বপতা রায়চৌধুরী	৫,৫৭২.০৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৩২	XXXXXXXXXX১৩৭২	অশোক আগরওয়াল	১৪,৩০,৫৬৩.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৩৩	XXXXXXXXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৮,৬৯৪.৮৫	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৩৪	XXXXXXXXXX৫৫৪	সুরজিত সুর	৭১,৫৬৮.২০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৩৫	XXXXXXXXXX৬১১	কৌস্তভ লেলুই	৩,৮৪৬.১৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৩৬	XXXXXXXXXX৭৮৬১	নীলাঞ্জনা দত্ত দাস	১,৯২,১২০.৮১	১১-ডিসেম্বর-২৫
৩৭	XXXXXXXXXX৬৪৮২	পার্থ প্রতিম দাস	৬,১২,৩৫৫.৯৩	১১-ডিসেম্বর-২৫
৩৮	XXXXXXXXXX৬৫৬৪	সোমা ন্যান্সি সিংহরায়	৬৬,৫৬৪.২০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৩৯	XXXXXXXXXX২৯২২	মনোজ মেশরাম	২,০১,৯৮৬.৪৯	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪০	XXXXXXXXXX৬২২২	দীপঙ্কর চক্রবর্তী	৩,৯৯,২৭৬.৮০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪১	XXXXXXXXXX৮৬০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৭৯৪.৯২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪২	XXXXXXXXXX৪১৮৪	পামেলা চৌধুরী	২,২২,৫১২.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪৩	XXXXXXXXXX৫৫৫২	পিংকি দাস	১,০০,৮০৩.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪৪	XXXXXXXXXX৫৫৯২	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৪,৫৩,১৩০.৫০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪৫	XXXXXXXXXX৫৪৯১	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬২,৮০৭.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪৬	XXXXXXXXXX৮২৭২	স্বপন কুমার পাল	৩,১১,৯৫৪.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪৭	XXXXXXXXXX৫০২	আনিস আগরওয়াল	৫,৩৭,৬৬৪.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৪৮	XXXXXXXXXX১৩৬৯	ফয়জুল ইসলাম	৬৪,১০৬.৫০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৪৯	XXXXXXXXXX৭১২২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪২,৯৬৭.৯৭	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৫০	XXXXXXXXXX১৬৬২	দুলাল চন্দ্র মন্ডল	৭,৭১,৬৬৭.৭২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৫১	XXXXXXXXXX৩৮১২	বসন্ত কুমার সাহা	১০,০৭,০৮৮.৩৭	১১-ডিসেম্বর-২৫
৫২	XXXXXXXXXX৭০৩৩	সৌমিত্র হাজরা	৭,৫১,১২২.৭৬	১১-ডিসেম্বর-২৫
৫৩	XXXXXXXXXX৪৬৮৮	সন্দীপ দাস	১,৩৭,৮৬৬.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৫৪	XXXXXXXXXX৫২৫১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৩,৫৫৬.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৫৫	XXXXXXXXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৩,৫৫০.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৫৬	XXXXXXXXXX৬০০০	অপেক্ষা দাহিরি	১,৪৮,৯২৭.৪৪	১১-ডিসেম্বর-২৫
৫৭	XXXXXXXXXX৫৫৯৬	সুমিতা রায়	১৮,৫২৪.৫৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৫৮	XXXXXXXXXX৩৩৬	অমিত কুমার সাউ	৩,২২,২৫৫.০৫	১১-ডিসেম্বর-২৫
৫৯	XXXXXXXXXX১৩৮১	[illegible]	২,৫৮,৭২৬.০৭	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৬০	XXXXXXXXXX৮৬৬২	ভাস্কতী মিলি দেব	২,৮৬,২২৬.১২	১১-ডিসেম্বর-২৫
৬১	XXXXXXXXXX১৩৫০	সম্পদ সাহা	১,৮৯৬.৬০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৬২	XXXXXXXXXX৫৫৬	সৈয়দ আসিফ ইকবাল	৪১,৪৪৬.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৬৩	XXXXXXXXXX৯৯৯	স্বপন চক্রবর্তী	৬,৩৭,৮৮২.১৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৬৪	XXXXXXXXXX০০০	দীপক শর্মা	২,৯৩৫.১০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৬৫	XXXXXXXXXX১২০২	সেকেন্দার আলী খান	১,৭৬,৫৩৫.৫০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৬৬	XXXXXXXXXX২৭২৭	কৃষ্ণ কেশরী	১,৭৭৬.৬৫	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৬৭	XXXXXXXXXX৫৭৮৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৪,৯৯৯.১৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৬৮	XXXXXXXXXX৫৫২১	অমিত কুমার মিশ্র	১৯,৯৫,৬৯১.৯০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৬৯	XXXXXXXXXX৪৫৬৩	কল্পনা বীরসিংহ	৮,২৪,১০৮.৫০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৭০	XXXXXXXXXX৪৪৪৪	গৌতম জেন	১৬,৬৯,১১৬.৩০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৭১	XXXXXXXXXX৬৬৬৮	শান্তিময়ী ঘোষ	৪,৬১,৪১৪.৩০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৭২	XXXXXXXXXX১৮৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪৪,৩৬১.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৭৩	XXXXXXXXXX৩৩৩	অঞ্জু কাবরা	১,৪৫,৪৬২.২৭	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৭৪	XXXXXXXXXX১৬৯৬	শিভিত ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড	১২,৭৬,৫০৫.৭২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৭৫	XXXXXXXXXX৬৬৮২	দীপঙ্কর জৈন	১০,৩১,৬৫১.৫৫	১১-ডিসেম্বর-২৫
৭৬	XXXXXXXXXX২৯৬২	উপাসনা চ্যাটার্জি	৩,৬৬,০৮১.৫৫	১১-ডিসেম্বর-২৫
৭৭	XXXXXXXXXX৩৫২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১২,৮৯৮.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৭৮	XXXXXXXXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৬,৬৯,৬৭২.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
৭৯	XXXXXXXXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯১,৬২৪.৮৫	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮০	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,২০,৮১৩.৫৮	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮১	XXXXXXXXXX১৮৬১	শ্যামলাল রামেশ্বর শর্মা	৪৫,০৩,০৭৯.০০	০৬-ডিসেম্বর-২৫
৮২	XXXXXXXXXX১৮২৫	মধু সরফ	৭৭,৮৮৪.৮৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮৩	XXXXXXXXXX২৪২৩	সৌমিক সরকার	৪৪,৪৩১.৭৯	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮৪	XXXXXXXXXX৪৩২২	স্বরাজ বন্ধু হাজরা	৫,৯৭,৬১৩.৬৬	০৬-ডিসেম্বর-২৫
৮৫	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,২৮,৪১৫.৬০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮৬	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৫,০৪,২৯৭.৬০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮৭	XXXXXXXXXX৫২৫৬	প্রসন্ত দত্ত	১,৭৪,৫৯৫.০০	০৬-ডিসেম্বর-২৫
৮৮	XXXXXXXXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১৪,২৪৭.০৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৮৯	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৮,৮২৭.৩৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৯০	XXXXXXXXXX৪৪৬২	প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়	১,৭০৮.৪৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৯১	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫২৮.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৯২	XXXXXXXXXX২৪৬২	মিহির রঞ্জন সেন	২০,১৭,১০২.৬৯	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৯৩	XXXXXXXXXX৫৯৩৬	নিরঞ্জন মল্লিক	৬,২৫,০৫৯.১৩	০৬-ডিসেম্বর-২৫
৯৪	XXXXXXXXXX২৬২৮	লিগেন দাস	৫,৬৯,৯৩৯.৮০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৯৫	XXXXXXXXXX৯৯৭০	প্রদীপ কুমার বেহেরা	৩,৬১,৭১৭.০২	১১-ডিসেম্বর-২৫
৯৬	XXXXXXXXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫২,৪৫৯.৫৪	১১-ডিসেম্বর-২৫
৯৭	XXXXXXXXXX১০৬০	অরিঞ্জিত চৌধুরী	৩,২১,৪৯১.৪০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
৯৮	XXXXXXXXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,৯৯,৭৫৭.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫
৯৯	XXXXXXXXXX৪২১৩	এমডি নওশাদ আলম	৭২,৫৬৮.০২	০৬-ডিসেম্বর-২৫
১০০	XXXXXXXXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,০৭,৪৮০.৫০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০১	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৮,৩৩২.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫
১০২	XXXXXXXXXX২৫৩১	রচনা তেওয়ারি	২১,০৬,৯৬০.৯৬	০৬-ডিসেম্বর-২৫
১০৩	XXXXXXXXXX৫৩৭৭	ধ্রুব হরলালকা	৫,৫৫,৯১৪.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০৪	XXXXXXXXXX৯৮৩১	মঞ্জু সরফ	১৯,৯৪,১৯০.৬০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০৫	XXXXXXXXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯১,৭৫৬.৫৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০৬	XXXXXXXXXX৩৭৪০	হেনা সিদ্ধান্ত	৩,৬১৪.১২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০৭	XXXXXXXXXX৩০৭৮	বন্দনা খোয়ালা	২,১৩৪.৩৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০৮	XXXXXXXXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	২,০৩১.২৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১০৯	XXXXXXXXXX৫৭৪২	তানিশা বসু	৮১২.৮০	০৬-ডিসেম্বর-২৫
১১০	XXXXXXXXXX৪৩১৩	জ্যোতি সুষমা দাদেল	২,৯০,৩৪২.৯৯	১১-ডিসেম্বর-২৫
১১১	XXXXXXXXXX৫৮০৩	জয়ন্ত দে	১,৮২১.৪২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১১২	XXXXXXXXXX৮০৮৭	কাজল দে	১,৪৯১.৪২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১১৩	XXXXXXXXXX৫৬২৬	মনীশ ধাওয়ান	২,১৪১.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১১৪	XXXXXXXXXX৪৭২০	সিনচান দাস	৯,৯৮,২২২.০৭	১১-ডিসেম্বর-২৫
১১৫	XXXXXXXXXX৬৫৩১	এমডি জসিমউদ্দীন	২,৬২,৭৫৭.৭৭	১১-ডিসেম্বর-২৫
১১৬	XXXXXXXXXX৮১৪৯	কার্তিক প্রসাদ	৩,৬২,৯৩৮.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১১৭	XXXXXXXXXX২৭৬২	সিমা মৃধা	৯,৬৬,৩১০.০২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১১৮	XXXXXXXXXX৬৯৩৫	সুজয় বন্ধু নেওগী	৩,০৯,৬৪৯.০৮	১১-ডিসেম্বর-২৫
১১৯	XXXXXXXXXX১২৩৭	বীরেন্দ্র নাথ দাস	৫,৯৮৯.৫৪	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১২০	XXXXXXXXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৭৯,৫২৮.৪২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১২১	XXXXXXXXXX৭২১৯	দেবজান পাল	২,২৯,৯৯৬.১৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১২২	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৪৮,৮৪৩.৯৬	১১-ডিসেম্বর-২৫
১২৩	XXXXXXXXXX১৪৩৮	আয়ুষ তুলস্যান	১৩,৭৪,৫৯৪.৮৯	১১-ডিসেম্বর-২৫
১২৪	XXXXXXXXXX৩৫৯৩	মহুয়া রায়	৭,৫৯,৫৪৯.২৮	১১-ডিসেম্বর-২৫
১২৫	XXXXXXXXXX৫১২১	রীতা আগরওয়াল	২০,১৩,৭০১.৬০	১১-ডিসেম্বর-২৫
১২৬	XXXXXXXXXX৫৭১৬	রাজা নন্দী	১,০৪,৬৪০.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫
১২৭	XXXXXXXXXX০৩৪৮	শ্রী কান্ত মিশ্র	১০,০৫,০০১.৪২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১২৮	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৪,৯১৪.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১২৯	XXXXXXXXXX৩৮৬৪	সুকান্ত পাল	৭,২০,১২২.৮৪	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৩০	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৪,১৭০.৮৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৩১	XXXXXXXXXX৫০১০	দেবযুতি মুখোপাধ্যায়	৩,৩৮,৩৯৫.৯৫	০৬-ডিসেম্বর-২৫
১৩২	XXXXXXXXXX৬৯৫৫	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৩,৩০,৫৩৭.১১	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৩৩	XXXXXXXXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,৯৬,০০০.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৩৪	XXXXXXXXXX০১৩১	মোহাম্মদ পারবীজ আলম	৮২,৮২৯.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৩৫	XXXXXXXXXX৫০৩৩	সদানন্দ রায়	২,৩৩,৮৭৪.৫২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৩৬	XXXXXXXXXX১৩১৬	মাফুজা খাতুন	৪৯,৪৯১.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৩৭	XXXXXXXXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৯০,৮৫১.৬৩	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৩৮	XXXXXXXXXX৩৬২২	সুপর্ণ চক্রবর্তী	১,০৯,৭৯৪.৭২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৩৯	XXXXXXXXXX০৭৪১	সুমন মুখোপাধ্যায়	৩,২৮,০১৪.৮২	০৬-ডিসেম্বর-২৫
১৪০	XXXXXXXXXX২০৫১	পূজা পোদ্দার	২,৫০,০৪০.২২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৪১	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৪,৫৮০.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৪২	XXXXXXXXXX০২৩৬	সুগত রঞ্জন চাকী	২,৩১,৮৭৮.৫৬	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৪৩	XXXXXXXXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,৪১,৬৩১.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৪৪	XXXXXXXXXX০৩৯০	সুরেশ কুমার গুপ্তা	১,০০,৩৭০.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৪৫	XXXXXXXXXX০৩৩৫	সীমা মন্ত্রী	১,৩১,৮২৬.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৪৬	XXXXXXXXXX৭৫৫০	দিপালী দে	১,৯২৬.৬০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৪৭	XXXXXXXXXX৩৬২৭	প্রিয়াঙ্ক মিমানি	১৯,৮৭,৭৩৪.২৫	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৪৮	XXXXXXXXXX৩১৬৯	অভিনন্দন শর্মা	৫,৪৭,২৮৮.৩৩	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৪৯	XXXXXXXXXX৪২৪১	জয়ন্ত কুমার মন্ডল	৮,২৫,৯৮২.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৫০	XXXXXXXXXX১০০৪	প্রতীক দেবনাথ	৬৫,৩০৫.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৫১	XXXXXXXXXX১৪৬৯	সুতপা দেব	২,৭২,৭৫৫.০০	০৬-ডিসেম্বর-২৫
১৫২	XXXXXXXXXX২২৮১	সুদেষ্ণা ব্যানার্জী	৬৫,৪৪৯.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৫৩	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৭,৮৫৬.৯৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৫৪	XXXXXXXXXX০৮৯৮	ডলি মিত্র	৩,৭২,৩০৫.৩৫	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৫৫	XXXXXXXXXX১৫৩১	পীযূষ ভূপাত্রয় মেহতা	১৮,১৬,০১২.৫৬	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৫৬	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৬,৫৭৪.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৫৭	XXXXXXXXXX২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	৯,৯৭,৯৯৯.৬৪	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৫৮	XXXXXXXXXX৫৯২৭	অনিন্দ্য সেনগুপ্ত	৯,৮৩,৭১৯.৭০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৫৯	XXXXXXXXXX২৫২৪	সোমা সামন্ত	৯,১৮,৯৭৬.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৬০	XXXXXXXXXX৪৩১১	অভিজিৎ হোর	২,৫১,৯৭৫.৯০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৬১	XXXXXXXXXX৫৪৩৩	নীলম পণ্ডিত	৭,৯৯,১১৪.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৬২	XXXXXXXXXX৪৬৬৪	অরিজিৎ বিশ্বাস	৮,৪০,৭০০.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৬৩	XXXXXXXXXX৯৩৪৯	বিশ্বজিৎ অধিকারী	২,১২,৪৫৭.৭২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৬৪	XXXXXXXXXX৬৮৩২	সুরজিত পাল	৬৬,৮৭৪.৯০	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৬৫	XXXXXXXXXX৫৩৮০	দেবোত্তম ব্যানার্জী	৮,৪৯,৯৩৭.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৬৬	XXXXXXXXXX০৯২৮	বিজয় কুমার ঝুনঝুনওয়ালা	১২,৩১,৬৮৪.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৬৭	XXXXXXXXXX৭২৮৭	রুদ্র শঙ্কর দাস	৯,৬৯,১৭৪.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৬৮	XXXXXXXXXX৭৩১৫	সৌরভ মুখার্জি	১০,০৮,২১৯.০০	০৬-ডিসেম্বর-২৫
১৬৯	XXXXXXXXXX৪০৪৭	সঞ্জয় চ্যাটার্জি	৭১,৬৯৭.৭৭	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৭০	XXXXXXXXXX৮৪৪১	আরভি ব্রিগস অ্যান্ড কো. প্রাঃ লিঃ	৩,৮০৫.০০	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৭১	XXXXXXXXXX৩৬৭৩	পত্রলেখা ভৌমিক	১,৭৫৬.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৭২	XXXXXXXXXX২৬৮৬	মানস ঘোষ	৯৭,৬১০.৮২	১১-ডিসেম্বর-২৫
১৭৩	XXXXXXXXXX৭২৩০	রণবীর শিকদার	৪৩,৬১,২৯৪.৮২	০৮-ডিসেম্বর-২৫
১৭৪	XXXXXXXXXX৮০৭৮	আনন্দ কুমার জয়সওয়াল	৩,০১,৬৪৬.০০	১১-ডিসেম্বর-২৫

তারিখ ঃ ১৩.১২.২০২৫
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে পিভি সিন্ধু,লক্ষ্য সেন

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ ৩ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি চীনের কিংডাওতে অনুষ্ঠিতব্য ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে যাওয়া ভারতীয় দলের মূল সদস্য হিসেবে সুযোগ পেলেন দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন এবং সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির তারকা জুটি।প্রতিযোগিতার মহিলাদের বিভাগে ভারত বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। পুরুষ দল অতীতে দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, র্যাঙ্কিং, পারফরম্যান্স এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত মহিলা দলটি আবারও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী পিভি সিন্ধুর নেতৃত্বে থাকবে। বিশ্বের ১৩ নম্বর লক্ষ্য সেন দলে শীর্ষস্থানীয় পুরুষ একক খেলোয়াড় হিসেবে থাকবেন, যেখানে আরও আছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত, এইচএস প্রণয়, ইউএস ওপেন বিজয়ী আয়ুশ শেঠি এবং থারুন মান্নেপল্লি। সাত্ত্বিক-চিরাগ ডাবলস ইউনিটের নেতৃত্ব দেবেন, গুয়াহাটি মাস্টার্সের রানার্স-আপ সাই প্রতীক কে এবং পৃথ্বী কৃষ্ণমূর্তি রায়, পাশাপাশি হরিহরণ আমসাকারুনন। বিএআই সচিব সঞ্জয় মিশ্র বলেন, গত কয়েক বছর ধরে, ভারতীয় দলগুলি এশিয়ান এবং বিশ্ব পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে পদকের দাবিদার হয়ে আসছে, এবং এই দলে ফর্ম এবং অভিজ্ঞতার সঠিক মিশ্রণ রয়েছে এবং উভয় বিভাগেই মুকুটের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম। পুরুষদের দল ঃ লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেঠি, কিদাম্বি শ্রীকান্ত, প্রণয় এইচএস, থারুন মান্নেপল্লী, সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি, চিরাগ শেঠি, পৃথ্বী কৃষ্ণমূর্তি রায, সাই প্রতীক কে, এবং হরিহরন আমসাকারুনান। মহিলাদের দলঃ পিভি সিন্ধু, উন্নতি হুডা, তানভি শর্মা, রক্ষিতা শ্রী সন্তোষ রামরাজ, মালভিকা বনসোদ, ট্রিসা জলি, গাযত্রী গোপীচাঁদ, প্রিয়া কনজেংবাম, শ্রুতি মিশ্র এবং তানিশা ক্র্যাস্টো।

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ডি ককের ৯০ রানের ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সমতা আনল

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ চণ্ডিগড়ে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে কুইন্টন ডি ককের ঝোড়ো ইনিংসের কল্যাণে ভারতের বিপক্ষে বড় রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাব দিতে নেমে ব্যর্থ স্বাগতিক দলের ব্যাটাররা। বৃহস্পতিবার পাঁচ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে ৫১ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২১৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৯.১ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৬২ রানে থামে স্বাগতিকরা। ৪৬ বলে ৭ ছক্কা ও ৫ চারের মারে ৯০ রানের ইনিংস খেলে প্রোটিয়াদের জয়ের অন্যতম নায়ক ডি কক। ভারতের পক্ষে ৪ ওভার বল করে সবচেয়ে বেশি ৫৪ রান খরচ দিলেও উইকেটশূন্য ছিলেন আর্শদীপ সিং। উইকেটশূন্য জাসপ্রিত বুমরাহও দেন ৪৫ রান। ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে দলের সফল বোলার বরুণ চক্রবর্তী। বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ব্যর্থ ভারত। বিপর্যয়ে পড়া ভারতকে পঞ্চম উইকেটে লড়াইয়ে ফেরানোর চেষ্টা করেন তিলক বার্মা ও হার্দিক পান্ডিয়া। তবে তারা সফল হননি। তিলক ৩৪ বলে ৬২ রানের ইনিংস খেলে হারের ব্যবধান কমিয়েছেন। এছাড়া হার্দিক ২৩ বলে ২০ আর জিতেশ শর্মা ১৭ বলে ২৭ রান করেছেন। প্রোটিয়াদের হয়ে বার্টমান ৪, আর ২টি করে উইকেট নেন লুঙ্গি এনগিদি, মার্কো ইয়ানসেন ও লুথো সিপামলা। সিরিজ এখন ১-১। সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালায় মুখোমুখি হবে দুদল।

প্রিয় ক্লাবের স্টেডিয়ামে আগুন সমর্থকদের! উত্তপ্ত বিশ্বের সুখীতম দেশ

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্বরঃ প্রিয় ক্লাবের অবনমন। সেই রাগ থেকে ক্লাবের স্টেডিয়াম জ্বালিয়ে দিল ভক্তরা! ভয়ংকর কাণ্ডটি ঘটেছে বিশ্বের সুখীতম দেশ ফিনল্যান্ডে। জানা গিয়েছে, আগুন ধরানোর নেপথ্যে রয়েছে একদল কিশোর যাদের প্রত্যেকের বয়স ১৫ বছরের নিচে। দাউদাউ করে স্টেডিয়াম জ্বলে ওঠার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। জানা গিয়েছে, সপ্তাহখানেক আগেই ফিনল্যান্ডের শীর্ষ লিগ ভেইকাউসলিগা থেকে অবনমন হয়েছে ফুটবল টিম এফসি হাকার। স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হাকার ভক্তকুল। এহেন পরিস্থিতিতেই তারা আগুন ধরিয়ে দেয় হাকার ঘরের মাঠ তেহতান কেন্টা স্টেডিয়ামে। ফিনল্যান্ডের প্রাচীনতম স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে অন্যতম এই তেহতান কণ্টা। দীর্ঘসময় ধরে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে এই স্টেডিয়াম। তার জেরে ৪০০ আসন বিশিষ্ট একটি স্ট্যান্ড একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। স্টেডিয়াম পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় দুঃখিত ফিনল্যান্ডের ক্রীড়াপ্রেমীরা। তার থেকেও দু ঃখজনক ঘটনা হল, এই অগ্নিসংযোগের নেপথ্যে ছিল ১৫ বছরেরও কম বয়সি কিশোররা। একজন ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে আগুন লাগার বিষয়টি। ফিনল্যান্ডের আইন অনুযায়ী, ১৫ বছরের কমবয়সি কারোওর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনা যায় না। তবে স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক মাইজাস্তিনা তামিস্তো জানিয়েছেন, ফৌজদারি মামলা না হলেও শাস্তির আওতায় প।বে অভিযুক্তরা।

বারবার ব্যর্থ হলেও নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছেন শুভমান গিল

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্ভর ঃ টি-টোয়েন্টিতে বারবার ব্যর্থ হলেও নিয়মিত ভাবে সুযোগ পেয়ে চলেছেন শুভমান গিল। অথচ ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করেও সাইডলাইনে বসে থাকতে হচ্ছে সঞ্জু স্যামসনকে। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুব্রহ্মণ্যম বদ্রীনাথ। প্রকাশ্যেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের দল নির্বাচনের যুক্তি নিয়ে। এশিয়া কাপে দলে থাকা সঞ্জুকে ব্যাটিং অর্ডারে নামানো হয়েছিল নিচে। অন্যদিকে ওপেনিংয়ে সুযোগ পান গিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচে আবারও বাদ পড়ে যান সঞ্জু। তাঁর জায়গায় কিপিং করেন জিতেশ শর্মা, আর ওপেন করতে নামানো হয় গিলকে- যিনি প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে করেন মাত্র ৪ এবং ০ রান। তামিল ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বদ্রীনাথ। তাঁর কথায়, আমরা টি-টোয়েন্টির কথা বলছি। এই ফরম্যাটে সঞ্জুর তিনটা সেঞ্চুরি আছে। এত বড় রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও ওকে বসিয়ে রাখা সত্যিই কষ্টের। তিনি আরও যোগ করেন, সহ-অধিনায়ক হওয়ার কারণেই সম্ভবত গিলকে খেলানো হচ্ছে। কিন্তু সহ-অধিনায়ক হলে যে রান করতেই হবে তা নয়। জাতীয় দলে প্রতিভার অভাব নেই-এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। গিলের ব্যর্থতার পর তাঁর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঢেউ ওঠে।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

বৈভবের বিস্ফোরক ১৭১! ছক্কার বৃষ্টি ঝরিয়ে এক ম্যাচেই ভাঙলেন একগুচ্ছ রেকর্ড

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্ভর ঃ টুর্নামেন্ট বদলায়, প্রতিপক্ষ বদলায়- কিন্তু বদলায় না বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং তাণ্ডব। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের প্রথম দিনেই দেখা গেল সেই ঝড়ের প্রতিচ্ছবি। দুবাইয়ের আকাশে যেন বাজ পড়ল তাঁর ব্যাট থেকে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে মাত্র ৯৫ বলে ১৭১ রানের ইনিংস খেলে একগুচ্ছ রেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন ভারতের এই বিস্ময় প্রতিভা। শুক্রবার এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আমিরশাহী। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে কতটা ভ্রান্ত ছিল, বুঝিয়ে দেন বৈভব সূর্যবংশী। ওপেনিংয়ে নামতেই শুরু হয় ছক্কার আতঙ্ক। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্র ৪ রান করে ফিরলেও অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রীতিমতো বোলারদের উপর আছড়ে পড়েন বৈভব। তাঁর ব্যাটিং এমনই আগ্রাসী ছিল যে শুরু থেকেই বোলাররা পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। বৈভবের ১৭১ রানের ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ১৪টি বিশাল ছক্কা। শুধুমাত্র ছক্কার হিসেবেই তিনি সাজিয়ে ফেললেন একাধিক রেকর্ড। মাত্র ৮৪ বলে স্পর্শ করেন ১৫০ রান, যা তাঁর ইনিংসের গতি ও নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ। ২০১৭ সালে আফগানিস্তানের দারউইশ রসুলি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে এক ইনিংসে ১০টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। এতদিন সেটাই ছিল সর্বোচ্চ। বৈভব সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন এক দৌড়ে-মেরে ফেললেন পুরো ১৪টি ছক্কা। শুধু তাই নয়, টুর্নামেন্টের

ইতিহাসে সর্বাধিক ছক্কা মারার তালিকাতেও নিজের জায়গা পাকাপাকি করে ফেলেছেন। বৈভবের ১৭১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস ভারতের জার্সিতে অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। শীর্ষে রয়েছেন ২০০২ সালের অম্বাতি রায়ডু, যিনি করেছিলেন ১৭৭। সেই রেকর্ডেও এখন বৈভবের চাপ বাড়ছে বলাই যায়। এশিয়া কাপ বা ভারতের রেকর্ডই নয়, বৈভব ভেঙেছেন যুব ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ডও। এতদিন এই রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল হিলের দখলে-২০০৮ সালে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে তিনি মেরেছিলেন ১২টি ছক্কা। বৈভব সেই রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেলেন। এর পাশাপাশি, তিনি হয়ে গেলেন যুব ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার যিনি ৫০টির বেশি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। বিহারের এই কিশোর এখন থেকেই নজর কাড়ছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলের। বৈভবের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ভর করে ভারত প্রথম ইনিংসে তোলে ৫০ ওভারে ৪৩৩ রান- যা যে কোনও পর্যায়ে ভয়ঙ্কর। আমিরশাহী বোলারদের মধ্যে কেউই তাঁর আগ্রাসন থামানোর মতো উত্তর খুঁজে পাননি। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৈভব ছিলেন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এবং তাঁর শট নির্বাচনের পরিপক্বতা মুগ্ধ করেছে ক্রিকেটবিশ্বকে। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনেই এমন ইনিংস শুধু ভারতকে এগিয়ে দিল নয়, প্রতিপক্ষদের জন্যও বার্তা-এই ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে হলে প্রস্তুতি চাই আরও অনেক বেশি। অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরে এমন আগ্রাসী ক্রিকেট বিরল। কিন্তু বৈভব প্রমাণ করে দিলেন, ট্যালেন্ট ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে বয়স কোনো বাধাই নয়। বৈভব সূর্যবংশীর এই ইনিংস অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লিখে দিল। ক্রিকেটমহল এখনই তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের তারকা হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।

৪৩৯ টাকায় ভারত-পাক মহারণ! নিমেষে শেষ বিশ্বকাপ টিকিট

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্ভর ঃ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমন দৃশ্য বিরল। ক্রিকেটের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই-ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ-এবার দেখা যাবে কার্যত অপ্রত্যাশিত সস্তা মূল্যে। আইসিসি নিজেই জানিয়ে দিয়েছে, এত কম দামে বিশ্বকাপ ম্যাচের টিকিট এর আগে কখনও বিক্রি হয়নি। আর সেই কারণেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে শেষ হয়ে গেছে প্রথম পর্বের সব টিকিট। আগামী ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্টে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল টিকিটদর নিয়ে। আইসিসি ঘোষণা করেছে, টিকিটের দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ১০০ টাকা থেকে। ফলে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীও সহজেই পকেটের বাড়তি চাপ না নিয়ে বিশ্বসেরাদের খেলতে দেখতে পারবেন মাঠে বসে। কলকাতা, আমেদাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই ও মুম্বই-ভারতের পাঁচটি কেন্দ্রেই দর্শকদের আগাম উৎসাহ চোখে পড়ছে। ভারতের বিভিন্ন মাঠের ন্যূনতম টিকিটদর-- কলকাতা (ইডেন), আমেদাবাদ - শুরু ₹১০০, দিল্লি - শুরু ₹১৫০, চেন্নাই - শুরু ₹২৫০, মুম্বই - শুরু ₹৩০০। এদিকে শ্রীলঙ্কায় টিকিটের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১,০০০ এলকেআর, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ₹৩০০। দু'দেশ মিলিয়ে এত কম দামে বিশ্বকাপ দেখার সুযোগ ভারতীয় উপমহাদেশে আগে দেখা যায়নি। বিশ্বকাপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচগুলির মধ্যে অন্যতম ভারত-পাকিস্তান লড়াই। ক্রিকেট দুনিয়ায় দুই প্রতিবেশী দেশের ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পারদ থাকে তুঙ্গে। এই ম্যাচের টিকিটের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১,৫০০ শ্রীলঙ্কান টাকা, অর্থাৎ মাত্র ₹৪৩৯। আইসিসি-র দাবি, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এত কম টিকিটদর আগে কখনও রাখা হয়নি। টিকিট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনলাইনে বিক্রি শুরু হয় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রথম পর্বের টিকিট পুরোপুরি বিক্রি হয়ে যায়। সংস্থার মতে, এতো দ্রুত টিকিট বিক্রি হওয়া অভূতপূর্ব। কেন এত সস্তা টিকিট? আইসিসি-র সিইও সংযোগ গুপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সবাই যেন মাঠে এসে খেলা দেখতে পারে-এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ক্রিকেটের উৎসবে যত বেশি সম্ভব দর্শককে যুক্ত করাই উদ্দেশ্য। টিভি বা মোবাইলের সামনে নয়, আমরা চাই মানুষ লাইভ ম্যাচের স্বাদ উপভোগ করুক স্টেডিয়ামে। ক্রিকেটকে আরও গণমুখী করা এবং দর্শকদের আকর্ষণ বাড়াতে আইসিসির এই সিদ্ধান্তকে ক্রীড়া মহল ইতিবাচকভাবেই দেখছে। টিকিট প্রকাশ কোথায় ও কিভাবে- বৃহস্পতিবার মুলানপুরে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকাপের টিকিট উন্মোচন করে। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও প্রোটিয়া নেতা এডেন মার্করাম টিকিট উন্মোচনের পরই ওয়েবসাইটে টিকিট বিক্রি শুরু হয়। প্রথম ধাপে গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইট ফিক্সচারের টিকিটই বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়েছে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি দর্শক চোখ রাখবেন এই ম্যাচে।

হট সিটে বসেই বড় চ্যালেঞ্জে মোহনবাগানের নতুন স্প্যানিশ কোচ

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্ভর ঃ মোহনবাগানে নতুন যাত্রা শুরু করলেন সার্জিও লোবেরা। বুধবার কলকাতায় পা রাখলেও মাঠে নামেননি তিনি। বরং হোটেলের কনফারেন্স রুমেই দলের সিনিয়র ফুটবলারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে কাটে তাঁর প্রথম সন্ধ্যা। শুভাশিস বসু, কেডার, কামিংসসহ নেতৃত্বগোষ্ঠীর সঙ্গে সেই বৈঠকেই নিজের ফুটবল দর্শন, স্টাইল ও পরিকল্পনার প্রথম ঝলক দেখিয়ে দেন স্প্যানিশ কোচ। শোনেন ফুটবলারদের কথাও। পরের দিন, বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমবারের মতো সবুজ-মেরুন দলকে নিয়ে মাঠে দেখা যায় তাঁকে। ২৬ নভেম্বর লোবেরার নাম ঘোষণা হয়েছিল মোহন বাগানের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে। কিন্তু ভিসা সমস্যার কারণে এতদিন তাঁর কলকাতায় আসা হয়ে ওঠেনি। তাই অবতরণ করার পরই সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজে ঝাঁপিয়ে প।লেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের টানা অনুশীলন করালেন দলকে। মাঠে পৌঁছেছিলেন আপুইয়া, কিন্তু জ্বরের কারণে কিছুক্ষণ পরেই হোটেলে ফিরে যান। বিয়ের কারণে ছুটিতে রয়েছেন লিস্টন কোলাসো। ব্যক্তিগত কাজে ছুটি নিয়েছেন সাহাল আবদুল সামাদ ও সহকারী কোচ বাস্তব রায়। বাকিরা সবাই ছিলেন অনুশীলনে। দল হাতে পেতেই লোবেরার প্রথম নজর-ফিটনেস। চলতি মৌসুমে টানা ম্যাচ, জাতীয় দলের দায়িত্ব ও ব্যস্ত সূচির কারণে একাধিক ফুটবলারের ফিটনেস ওঠানামা করেছে। তাই শুরুতেই ফিটনেসকে অগ্রাধিকার দিলেন স্প্যানিশ কোচ। ফিটনেস ট্রেনার সের্জিও গার্সিয়ার অধীনে ম্যাটিল্ডা কনওয়ে, জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিংসদের নিয়ে দীর্ঘ ফিটনেস ড্রিল হল। মাঝেমধ্যেই লোবেরা নিজের সহকারী কোচদের সঙ্গে আলোচনায়

ব্যস্ত ছিলেন। দলের প্রতিটি ইউনিটকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করছিলেন তিনি। ম্যানেজমেন্দ সূত্রে জানা যাচ্ছে, লোবেরা দলের শারীরিক সক্ষমতা বা।ানো এবং ম্যাচ রিদম উন্নত করাকে তাঁর প্রথম টার্গেট করছেন। বিশেষত স্ট্রাইকারদের আরও ধারালো করতে চান তিনি। নতুন সহকারী ডেভিড দেওগার্সিয়ার যোগদানঃ লোবেরার সঙ্গে দলে যোগ দিয়েছেন তাঁর বিশেষ সহকারী কোচ ডেভিড দেওগার্সিয়া। প্রশিক্ষণের সময় দু'জনকে নিয়মিত কথাবার্তা বলতে দেখা যায়। ক্লাব সূত্রে জানা যাচ্ছে, লোবেরা-ডেভিড যুগলবন্দিই টিমের স্ট্র্যাটেজি ও ট্রানজিশন ফুটবলের উন্নতি করবেন। কলকাতায় মেসির আগমনের খবর এখন শহরের ট্রেন্ডিং টপিক। বৃহস্পতিবার অনুশীলন শেষে খেলোয়াড়দের মধ্যেও সেই উন্মাদনা দেখা গেল। কামিংস হেসে সাংবাদিকদের বললেন,Where's Messi? তবে লোবেরা এ নিয়ে একেবারে মুখ বন্ধ। বার্সেলোনার যুব দলে কাজ করার সুবাদে তিনি মেসিকে চেনেন, কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে বলেন, এখন আমার মাথায় শুধু মোহনবাগান। অন্য কিছু নয়। গত মরশুমে আইএসএলে ডবল ক্রাউন জিতেছে মোহনবাগান। ঠিক সেই ঐতিহাসিক সাফল্যের পরেই দায়িত্ব নিচ্ছেন লোবেরা। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সামনে প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। নতুন কোচ হিসেবে হট সিটে বসেই তাঁকে সামলাতে হচ্ছে- উঁচু প্রত্যাশা, দলের ভারসাম্য রক্ষা, ব্যস্ত ফিক্সচার, খেলোয়াড়দের ফিটনেস সমস্যা, এবং নতুন কৌশল দাঁড় করানোর চ্যালেঞ্জ। স্প্যানিশ কোচ আগেও আইএসএলে সাফল্য দেখিয়েছেন। গোয়া ও মুম্বইয়ের মতো দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। এবার মোহনবাগানের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের দায়িত্ব নিয়ে তিনি নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে চান। প্রথমদিনের অনুশীলনে তাঁর মনোযোগ, মাঠে উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা দেখে দলেও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। লোবেরার অনুশীলন শুরুর দিনেই স্পষ্ট-তিনি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা ও ফিটনেসের ওপর জোর দিতে চান। কামিংস-ম্যাকলারেনদের সঙ্গে তাঁর কাজকর্ম দেখে বোঝা যায়, মোহনবাগানে তাঁর ফুটবল প্রকল্প শুরু হয়ে গেছে। সামনে রয়েছে কঠিন টুর্নামেন্ট , ব্যস্ত সূচি আর বিশাল প্রত্যাশা-যা লোবেরার কোচিং মেধার প্রকৃত পরীক্ষাই হবে।

ডাফির বিধ্বংসী পেসে ধসে ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং ৯ উইকেটের দাপুটে জয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে নিউজিল্যান্ড

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্ভর ঃ ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে যেন তাণ্ডব চালাল নিউজিল্যান্ডের পেস আক্রমণ। প্রথম সেশনের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মাত্র ১২৮ রানে গুটিয়ে দিয়ে ব্ল্যাক ক্যাপস নিজেদের দাপট প্রমাণ করল আবারও। জ্যাকব ডাফির আগুনঝরা বোলিংয়ে মাত্র ৩৮ রানে পাঁচ উইকেট পড়ে ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়ে মুহূর্তেই। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটের একতরফা জয় তুলে নিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের ফ্রন্টলাইন পেসারদের মধ্যে একাধিকজন চোটের কারণে অনুপস্থিত থাকলেও তা কোনওভাবেই দলের ছন্দে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ব্লেয়ার টিকনারের না থাকা সত্ত্বেও ডাফি একক প্রচেষ্টায় ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইনআপকে গুঁ।িয়ে দেন। এটি তাঁর পরপর দ্বিতীয় টেস্টে পাঁচ উইকেট শিকার-যা তাঁর ধারাবাহিকতা এবং দক্ষতার পরিষ্কার প্রমাণ। ইনিংসের শুরুতেই গতি, সুইং ও নিখুঁত লেন্থ-এই ত্রয়ীর সম্মিলনে বারবার সমস্যায় পড়েন উইন্ডিজ ব্যাটাররা। তাঁর সঙ্গে দুর্দান্ত সঙ্গত করেন টেস্ট অভিষেকেই নজরকাড়া পারফরম্যান্স করা পেসার মাইকেল রে। মাত্র ৪৫ রানে তিন উইকেট তুলে নিয়ে তিনি তাঁর প্রথম সিরিজে ছয় উইকেট পূর্ণ করেন। ডাফি-রের এই সমন্বিত আক্রমণের সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং অর্ডার একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্রুত অলআউট করে নিউজিল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ড়ায় মাত্র ৫৬ রান। ব্যাটিংয়ে নেমে ডেভন কনওয়ে এবং কেন উইলিয়ামসন শুরু থেকেই কোনও ঝুঁকি নেননি। প্রথম উইকেট দ্রুত হারালেও, ২৮ রানে অপরাজিত কনওয়ে, ১৬ রানে অপরাজিত উইলিয়ামসন। চা-পানের বিরতির আগেই দলকে জয়ের বন্দদরে পৌঁছে দেন। ক্যারিবিয়ান বোলাররা ব্রেকথ্রু খুঁজলেও নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের দৃঢ়তা এবং স্বচ্ছ ঃদ ফুটওয়ার্ক তাঁদের হতাশ করে দেয়। যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দুই দিনে কিছুটা প্রতিরোধ দেখিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে এসে দলটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ব্যাটিং অর্ডারের কোনও ব্যাটারই দীর্ঘক্ষণ উইকেটে থাকতে পারেননি। সফরকারী দলের দায়িত্বজ্ঞানহীন শট সিলেকশন এবং ধৈর্যের অভাব নিউজিল্যান্ডের পেসারদের আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রথম টেস্টে ক্রাইস্টচার্চে ড্র করে তারা যে ল।াইয়ের পরিচয় দিয়েছিল, এই ম্যাচে সেই ধারাবাহিকতার ছিটেফোঁটা দেখা গেল না। বেসিন রিজার্ভের পিচের বাউন্স ও সিম মুভমেন্ট সামলানোই হল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। টিম সাউদি ও ম্যাট হেনরি না থাকা সত্ত্বেও নিউজিল্যান্ড যে শক্তিশালী পেস ব্যাটারির দেশ-বেসিন রিজার্ভে তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলল। ডাফি যেভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন এবং রে যেভাবে অভিষেকেই দলকে গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট দিয়েছেন-তা নিউজিল্যান্ডকে ভবিষ্যতের জন্য ব। নির্ভরতা দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের কথায়-এই পেস ডেপথই নিউজিল্যান্ডকে আগামী বছরগুলোতে আরও ভয়ঙ্কর দল করে তুলবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ড্র করে প্রথম টেস্টে যে হতাশা ছিল, এই ম্যাচের অনায়াস সাফল্য তা অনেকটাই মুছে দিয়েছে। এখন সিরিজের বাকি ম্যাচগুলিতে নিউ জিল্যান্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নামবে। অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিং ব্যর্থতা থেকে দ্রুত বের হয়ে আসতে হবে-নয়তো সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যাবে দ্রুতই।

মা হওয়ার পাঁচ মাস পরই ম্যাটে ফিরলেন ভিনেশ ফোগাট

সংবাদসংস্থা, ১২ ডিসেম্ভর ঃ অধরা স্বপ্নের নাম অলিম্পিক পদক। গত বছর সেই স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা এখনও দগদগে। তবু ভেঙে প।নেনি, বরং আরও শক্ত হয়েছে তাঁর প্রত্যয়। তাই অবসর ভেঙে আবারও কুস্তির ম্যাটে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতের তারকা কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট। মা হওয়ার মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় আবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের জন্য ল।াই করার প্রস্তুতি শুরু করেছেন তিনি। লক্ষ্য-আগামী অলিম্পিকে বহু প্রতীক্ষিত সেই ' মাধুরী' স্পর্শ করে ফেরা। ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন ভিনেশ। প্রথম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির হিসেবে পৌঁছে গিয়েছিলেন অলিম্পিকের ফাইনালে। দেশ যখন পদকের অপেক্ষায়, ঠিক তখনই ঘটে যায় অকল্পনীয় ঘটনা। ওজন পরিমাপে দেখা যায় ১০০ গ্রাম বেশি, এবং সেই অনভিপ্রেত ভুলের জন্য তাঁকে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের মধ্যেও কীভাবে এই ভুল ঘটল, তা নিয়ে চরম বিতর্ক শুরু হয়। ভিনেশের সঙ্গে ' হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ফাইনালে পৌঁছানোর সুবাদে অন্তত রুপোর পদক দেওয়া হোক-এই আবেদন জানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে নালিশ জানান ভিনেশ। কিন্তু সেখান থেকেও আশার আলো দেখা যায়নি। শূন্য হাতেই দেশে ফিরে আসতে হয় তাঁকে। হতাশা, অবিশ্বাস এবং অন্যায়ের যন্ত্রণা মিলিয়ে এক সময় কুস্তি থেকে অবসর ঘোষণা করেন তিনি। অলিম্পিকের আগে ও পরে বিগত দু'বছর ভিনেশ বারবার শিরোনামে-অর্ধেকটা অর্জন দিয়ে, অর্ধেকটা প্রতিবাদ দিয়ে। কুস্তি ফেডারেশনের তকালীন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে দিল্লির রাজপথে যখন দেশজোড়া বিক্ষোভ শুরু হয়, সেই আন্দেদালনের প্রথম সারিতেই ছিলেন ভিনেশ। সারাদিনের ধর্নার মাঝে অল্প সময়ে অনুশীলন সেরে তিনি ল।াই চালিয়ে যান অলিম্পিকের মঞ্চে। অবসর

ঘোষণার পর রাজনীতির নতুন অধ্যায়ে পা রাখেন তিনি। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জুলানা কেন্দ্রে। যদিও ভোটে হার মানতে হয় বিজেপির যোগেশ কুমারের কাছে, কিন্তু মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনের কমতি ছিল না। এরপর আসে জীবনের আরও বড় অর্জন- মা হওয়া। চলতি বছরের জুলাইয়ে জন্ম হয় ভিনেশ ও তাঁর স্বামীর পুত্র সন্তানের। মাতৃত্বের আনন্দে ভরে ওঠে তাঁর জীবন, কিন্তু কুস্তির প্রতি ভালোবাসা কি আর থেমে থাকে? একেবারেই না। অলিম্পিক লক্ষ্য সামনে রেখে ঝাঁপ দিলেন আবার। ইনস্টাগ্রামে নিজের প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করে ভিনেশ লেখেন- কুস্তির প্রতি আমার ভালোবাসা অটুট। আমি আবারও ম্যাটে ফিরতে চাই। আগামী অলিম্পিকে অংশ নেব। এবার আমি আর একা নই, আমার সঙ্গে আছে আমার ছোট্ট ছেলেও। এই আবেগঘন বার্তায় স্পষ্ট-অলিম্পিক স্বপ্ন তাঁর কাছে জীবন-যুদ্ধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ফিরে আসা শুধুই ক্রীড়া সিদ্ধান্ত নয়, বরং এক মায়ের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, এক যোদ্ধার নিজেকে প্রমাণ করার মিশন। মা হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে ফিরে আসা খুব সাধারণ নয়। ভিনেশের সিদ্ধান্ত তাই অনেক তরুণ খেলোয়াড়ী-মায়ের কাছেই অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে। শুধু শারীরিক সক্ষমতা নয়, মানসিক শক্তিরও বড় পরীক্ষা এটি। ভারতীয় কুস্তি জগৎও তাঁর প্রত্যাবর্তনে নতুন উদ্দীপনা পেয়েছে। কোচদের দাবি, ভিনেশ যদি নিজের পুরনো রিদমে ফিরতে পারেন, তবে দেশের পদক সম্ভাবনা আরও জোরদার হবে। অলিম্পিকে বাতিল হওয়ার বেদনাকে শক্তিতে পরিণত করে আবারও ল।াইয়ের পথে ফিরছেন ভিনেশ ফোগাট। এবার তাঁর সঙ্গে আছে মাতৃত্বের শক্তি, জীবনের নতুন দায়িত্ব, নতুন অধ্যায়। তবু লক্ষ্য একটাই-' অলিম্পিক পদক'- যা এতদিন কাছে এসেও দূরে সরে গিয়েছিল। ম্যাটে তাঁর প্রত্যাবর্তন তাই শুধু একটি খেলার গল্প নয়- এটি একজন নারীর অবিশ্বাস্য অধ্যবসায়, সংগ্রাম এবং জেগে ওঠার গল্প।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com